পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 219 Tuesday, 9 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২১৯ সংখ্যা ❋ ২৪ আষাঢ় , ১৪৩১ মঙ্গলবার, ৯ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গড়ল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই ঃ রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগে জট কাটাতে একগুচ্ছ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, তিন মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। সেই সঙ্গে কী ভাবে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তা বাতলে দিল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। সার্চ কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। তা নিয়ে আগেই বিবাদ তৈরি হয়েছিল রাজভবন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, শীর্ষ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বে তিন সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ললিত সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটিই কমিটি গঠন করতে পারেন। আবার আলাদা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটিতে প্রয়োজনে আরও চার বিশেষজ্ঞকে রাখতে পারেন চেয়ারম্যান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের জন্য তিনটি করে নাম বাছাই করবে সার্চ কমিটি। সেই তিনটি নাম তারা মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাবে। মুখ্যমন্ত্রী ওই তিনটি নামের মধ্যে থেকে একটি নাম বাছবেন। সেই নাম তিনি রাজভবনে পাঠাবেন। তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করবেন রাজ্যপাল। তিনিই রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তবে সার্চ কমিটির বাছাই করা নাম যদি মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দ না হয়, তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। আবার সার্চ কমিটি প্রস্তাবিত তিনটি নামের মধ্যে থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাঁকে বাছবেন, রাজ্যপালের যদি তাঁকে পছন্দ না হয়, তিনিও শীর্ষ আদালতে যেতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

গণতন্ত্রের জয় হল, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বললেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জট কাটাতে একাধিক নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। তিন মাসের মধ্যে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ শেষ করতে বলেছে শীর্ষ আদালত। কী পদ্ধতিতে হবে নিয়োগ, আদালত তাও বলে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর মতে, আবারও জয় হল গণতন্ত্রের। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য এক্স হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করেন। তাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দিয়ে মতামত রয়েছে। লেখা রয়েছে, ' নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল, সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে সে কথাই বলেছে। আজকের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বে সার্চ কমিটি গঠিত হবে। সেই কমিটিই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপাচার্য পদের জন্য তিন জনের নাম প্রস্তাব করবে। মুখ্যমন্ত্রী তার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দ মতো নাম বেছে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবেন। তার পর রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগ করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর নাম পছন্দ না হলে তিনি তা-ও জানাবেন। আবার গণতন্ত্রের জয় হল।''

মোদীর ন্যায় সংহিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন চিকিৎসকরা

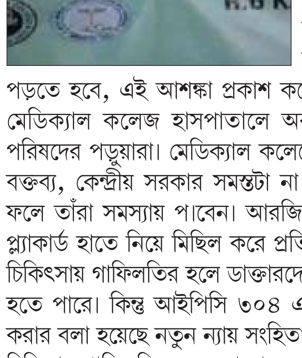

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ দিন কয়েক আগেই নতুন ন্যায .সংহিতা আইন চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর সেই আইন নিয়ে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকদের একাংশ। সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বিক্ষোভ দেখান চিকিৎসক, মেডিক্যাল পড়ুয়া, ইন্টার্ন, হাউজস্টাফরা। ন্যায় সংহিতা আইনে ডাক্তারদের অযথা হয়রানি এবং জেল জরিমানার মুখে পড়তে হবে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেই বিক্ষোভ দেখান।এদিন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পড়ুয়ারা। মেডিক্যাল কলেজের সুপার এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্তটা না বুঝেই এই আইন চালু করেছে। এর ফলে তাঁরা সমস্যায় প।বেন। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে প্রতিবাদ জানান চিকিৎসকরা।

চিকিৎসায় গাফিলতির হলে ডাক্তারদের সর্বোচ্চ ২ বছরের জেল ও জরিমানা হতে পারে। কিন্তু আইপিসি ৩০৪ এর বদলে বিএনএস অ্যাক্ট ১০৬ চালু করার বলা হয়েছে নতুন ন্যায় সংহিতা আইনে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, চিকিসায় গাফিলতির হলে ডাক্তারদের সর্বোচ্চ ৫ বছরের জেল ও জরিমানা হতে পারে। এর ফলে আশঙ্কার ভুগছেন চিকিৎসক, ইন্টার্ন, হাউজস্টাফ থেকে শুরু করে মেডিক্যাল পড়ুয়ারা।

বর্ষায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা

না জানিয়ে দাম বাড়িয়েছে সিইএসসি, আমরা নই ঃ মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উত্তরের দুর্যোগের পাশাপাশি বর্ষায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় রুখতেও দাওয়াই দিলেন তিনি। সঙ্গে বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি নিয়েও বার্তা দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই সুযোগে শুনলাম সিইএসসি ক'পয়সা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদেরকে কিছুই জানায়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরকেও কিছু জানায়নি। তাঁর সংযোজন, যাই হোক, আমাদের **WBSEDCL** এক পয়সাও দাম বাড়ায়নি।

প্রসঙ্গত, বর্ষা এলেই প্রতিবছর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গ। বৃষ্টি বাড়লে পরিস্থিতির জটিলতা বাড়ে। এবারও কার্যত একই অবস্থা। টানা বৃষ্টিতে ফুঁসছে উত্তরবঙ্গের নদীগুলো। এদিকে ভুটান থেকে আসছে জল। যার জেরে উত্তরবঙ্গ রীতিমতো বেহাল। একাধিক রাস্তায় নেমেছে ধস। যার জেরে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিকিমের। এর মধ্যেই বিদ্যুতের বিপর্যয় ঘটতে পারে। বিদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। এই বিপর্যয় এড়াতে একাধিক পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদ্যুতের খুঁটি হেলে পড়লে তা তৎক্ষনা সারাতে হবে। রাস্তায় জল জমলে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

প্রশ্নফাঁস! 'আগে থেকেই বলবেন না যে কিছু হয়নি' সুপ্রিম ভৎর্সনা কেন্দ্রকে

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই ঃ প্রশ্নফাঁসের জেরে বাতিল হবে নিট-ইউজি পরিক্ষা। সোমবার তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে প্রশ্নফাঁস নিয়ে কেন্দ্র এবং এনটিএ-র কাছে বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়ার কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়িয়ে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের প্রশ্নবাণ, প্রশ্নফাঁস হয়েছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর ব্যপ্তি কতটা তা জানা প্রয়োজন। কতজন পরীক্ষার্থী এর সুবিধা পেয়েছে? তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? একইসঙ্গে কেন্দ্রকে ভর্সনা করে তাঁর পর্যবেক্ষণ, আগে থেকেই বলবেন না যে কিছু হয়নি।

ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ পরীক্ষার্থী নিজেদের সেরাটা উজা। করে দেন এই পরীক্ষার পিছনে। অথচ সেই পরীক্ষাতেই বিরাট কেলেঙ্কারি অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্নফাঁস হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে। এদিন সেই সমস্ত আবেদনের শুনানি ছিল। প্রশ্নফাঁস মেনে নিয়েও শীর্ষ আদালতে কেঃন্দ্র জানিয়েছিল, খুব ব্যাপক আকারে প্রশ্নফাঁস হয়নি। এদিন কেঃন্দ্রের সেই দাবিকে কার্যত উড়িয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সাফ জানিয়ে দিল, আগে থেকেই বলবেন না যে কিছু হয়নি।

পরীক্ষার আয়োজক ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির কাছে পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। মূলত তিনটি বিষয় তাদের কাছে জানতে চেয়েছে আদালত। এক, কীভাবে প্রশ্নফাঁস হল? দুই. কোন এলাকায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে? তিন, প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষার মাঝের সময়ের ব্যবধান কত? বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে কেঃন্দ্র, এনটিএ ও হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। পরবর্তী শুনানি ১১ জুলাই। এদিন আদালতে কেন্দ্র জানিয়েছে, ইতিমধ্যে প্রশ্নফাঁসের তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। ৬টি এফআইআর হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হলফনামা জমা করতে হবে।

এদিনের শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি জানতে চান, কোথায় প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছিল? এনটিএ জানায়, দিল্লিতে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছিল। গত ৫ মে অর্থা পরীক্ষার দিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে ১১টার মধ্যে প্রশ্নপত্র খোলা হয়েছিল। আবেদনকারীদের আইনজীবীর দাবি, টেলিগ্রাম অ্যাপ মারফত প্রশ্নফাঁস হয়েছিল। প্রধান বিচারপতির আশঙ্কা, সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বড় আকারে প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে।

আয়ুর্বেদের স্বীকৃতি চান রুশ প্রবাসী ভারতীয়রা

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই ঃ নমোকে স্বাগত জানানোর জন্য উচ্ছ্বসিত রাশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রাও। নাচে-গানে সারা হচ্ছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মস্কোয় পৌঁছে তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতা করবেন মোদি। জানা গিয়েছে, তাঁর কাছে একগুচ্ছ দাবি জানাবেন প্রবাসী ভারতীয়রা। দুদিনের সফরে সোমবারই মস্কোয় পা রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন ২২ তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। পরেরদিন অর্থাৎ ৯ জুলাই রুশ প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যস্ত হন মোদি। ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে গরবা, কথক নাচের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হবে তাঁকে।

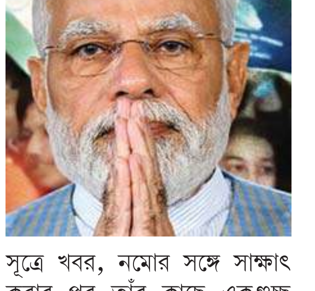

সূত্রে খবর, নমোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর তাঁর কাছে একগুচ্ছ আবেদন জানান প্রবাসী ভারতীয়রা। তালিকায় প্রথমেই রয়েছে হিন্দু মন্দির, নতুন ভারতীয় স্কুল এবং এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি। অনুরোধ জানানো হবে রাশিয়ায় আয়ুর্বেদকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যও। মস্কোর আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এম ম্যাথিউয়ের কথায়, রাশিয়ায় অনুমোদিত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে আয়ুর্বেদকে এখনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমরা চাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যাতে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। জানা গিয়েছে মোদিজি ইতিমধ্যেই এ নিয়ে কথা শুরু করেছেন।

সংক্ষিপ্ত খবর

তিস্তায় জল আছে, যে দেবে? তোপ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৮ জুলাই ঃ ফরাক্কা চুক্তির পুনর্নবীকরণ, তিস্তার জল বন্টন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি প্রশ তোলেন্ন, তিস্তার জল আছে যে দেবে? বর্ষার জল দেখে নদীতে জলের কথা ভাববেন না। সিকিম এই ভুল করেছে। মমতার কথায়, এর পর জল দিলে উত্তর তো খাওয়ার জল পাবে না। ফরাক্কা চুক্তির পুনর্নবীকরণ নিয়ে এর আগেও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মমতা। ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। বললেন, আমাদের না জানিয়ে ফরাক্কা চুক্তি রিনিউ করবে। ফরাক্কায় ড্রেজিং করা হয় না। যার ফলে শুধু বাংলা নয়, বিহারও ভাসে। তবে মূল পার্টি আমরাই। তাও ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে আলোচনা হল, সেখানে আমাদের ডাকা হল না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিস্তার জল বাংলাদেশকে দেওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। এ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, আবার বলছে তিস্তার জল দেবে। তিস্তায় জল কোথায়?

অভিযোগ ভিত্তিহীন অডিও মামলায় দেবকে ক্লিনচিট সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ পক্ষপাতমূলক আচরণ নয়, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের সাংসদ দেবকে ক্লিনচিট দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সিবিআইয়ের তরফে কলকাতা হাই কোর্টে রিপোর্ট দিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা জানালেন, দেবের বিরুদ্ধে তদন্ত আর এগোতে চায় না। কারণ অভিযোগ ভিত্তিহীন। সিবিআইয়ের এই রিপোর্ট পেয়ে মামলাটি নিস্পত্তি করে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগের ঘটনা সেসময় একটি অডিও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি অডিও পোস্ট করেছিলেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে দেব ও তাঁর আপ্ত সহায়কের একটি কথোপকথন ছিল। যেখানে টাকার বিনিময়ে চাকরির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় বলে দাবি। এনিয়ে মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীর আইনজীবী জানিয়েছিলেন, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে টাকা নেওয়া নিয়ে পরে চাকরি না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। মামলা করেন বাপ্পাদিত্য ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। এনিয়ে সে সময় দেব ও তাঁর ' রামপদ মান্নার বিরুদ্ধে একটি অডিও ভাইরাল হয়। যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে সিবিআই তদন্তের আবেদনে মামলা হয়। সেই মামলায় অডিও জমা পড়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের কাছে। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে সিবিআই রিপোর্ট দিয়ে জানিয়ে দিল, দেবকে জড়িয়ে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। সিবিআই ভাইরাল অডিও নিয়ে আর তদন্ত এগোতে চায় না তারা। আর সিবিআইয়ের এই রিপোর্ট দেখে মামলার নিস্পত্তি করে দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ভোট ময়দানে দেবকে বিপাকে ফেলতে এটা বিজেপি চক্রান্ত। মামলার নিস্পত্তিতে তাতেই কার্যত সিলমোহর পড়ল।

কাশ্মীরে সেনার কনভয়ে জেহাদি হামলা, শহিদ ৪ জওয়ান, আহত ৪ জন

শ্রীনগর, ৮ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে আবার সেনার উপর জঙ্গি হামলা হল। এবার কাঠুয়াতে সেনা কনভয় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাল একদল জঙ্গি। গত দুদিনে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হামলা চলল উপত্যকায়। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এই হামলায় শহিদ হয়েছেন ৪ জওয়ান। আহত আরও ৪। পাল্টা জবাব দেয় জঙ্গিদের। দুপক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই রাত পর্যন্ত। এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে যৌথবাহিনী। জানা গিয়েছে, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার মাছেদি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল ভারতীয় সেনার ৯ কোর বাহিনী। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় একদল জঙ্গি। এই হামলায় আহত হন ২ জওয়ান। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে পালটা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে সেনা। জানা গিয়েছে, এখনও ওই এলাকায় গুলির ল।াই জারি রয়েছে। জঙ্গল সংলগ্ন ওই এলাকায় জঙ্গিদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলতে আরও বাহিনী তলব করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে গত শনিবার থেকে চলতে থাকা সেনা অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৬ জঙ্গি। পাশাপাশি আহত হন আরও ২ জন। এর পর রবিবার রাজৌরিতে সেনা ক্যাম্প লক্ষ্য করে হামলা চালায় জঙ্গিরা। একদিকে যখন অমরনাথ যাত্রা চলছে ঠিক সেই সময় এভাবে বার বার জঙ্গি হামলার ঘটনায় স্বভাবিকভাবেই উদ্বেগ বা।ছে। যদিও সংশ্লিষ্ট মহলের দবি, লাগাতার অভিযানে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে উপত্যকার জঙ্গিদের। তাই আরও বেপরোয়া হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানা দিতে শুরু করেছে তারা। রেয়াসিতে পুণ্যার্থীদের বাসে জঙ্গি হামলার পর কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার। সেইমতো অলআউট অভিযানে নেমেছে সেনাবাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে উপত্যকায় সক্রিয় রয়েছে ৭০ জন পাক সন্ত্রাসবাদী।

চোপড়া কাণ্ড, সেলিম-মালব্যর বিরুদ্ধে এফআইআর নির্যাতিতার

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৮ জুলাই ঃ চোপড়া কাণ্ডে নতুন মোড় নিল বলা যেতে পারে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, যে, ভিডিও ভাইরাল হওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন নির্যাতিতা। সেই অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন তিনি। চোপড়া থানায় সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম এবং বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় বলে খবর মিলেছে। প্রসঙ্গত, গত ৩০ জুন, চোপড়ার জেসিবির 'দাদাগিরি-র ভিডিও ভাইরাল করা হয়। সেখানে দেখা গিয়েছে, মাটিতে ফেলে এক যুবক ও যুবতীকে লাগাতার লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করছেন জেসিবি। চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা-সহ অসংখ্য মানুষজন। অথচ কেউ রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যেতে দেখা যায়নি। থামাননি কেউ। উল্টে যুগলকে পাশবিকভাবে মারধরের মর্মান্তিক দৃশ্য রীতিমতো তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এমনটাও ওই ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন ওই তরুণ-তরুণী। তার পর গ্রামে সালিশি সভার আয়োজন করা হয়। ভিডিওটি যে সঠিক তার সত্যতা পরিক্ষা করা হয়নি। জানা গিয়েছে, ভিডিওটি পোস্ট করেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। তিনি লেখেন, সালিশি সভার নাম করে, অপরাধের বিচার করে শাস্তি দিচ্ছে তৃণমূলের পোষা গুন্ডা। তার ডাকনাম জেসিবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে এভাবেই বিচারব্যবস্থা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে চোপড়ায়। এই ঘটনার জোরাল সমালোচনা করেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্যও। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নেমে জেসিবি-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার প্রতিবাদ করে গত ১ জুলাই চোপড়া থানার দ্বারস্থ হন নির্যাতিতা। তার পরেই মহম্মদ সেলিম এবং অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। এই মামলার নথি সামনে আসার পরই রাজনৈতিক মহলে জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অমিত মালব্য বলছেন, মহিলার এফআইআরের নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ রয়েছে।

বসিরহাটে ছেলেধরা সন্দেহে যুবককে বেধড়ক মার জনতার!

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৮ জুলাই ঃ ছেলেধরা সন্দেহে আবার গণপিটুনির ঘটনা ঘটল রাজ্যে। এবার ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়া। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এক যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উত্তেজিত জনতার বিরুদ্ধে। প্রশাসনের এত সতর্কতা সত্ত্বেও ফের এই ঘটনায় উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে মাটিয়া থানার রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের মমিনপুরের উত্তরপাড়া এলাকায় এক যুবক ইতস্তত অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিল। তাঁকে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এলাকার এক বাসিন্দার দাবি, ওই যুবকের সঙ্গে দুই খুদে

ছিল। সঙ্গে ছিল কয়েকটি খেলনা। এর পরই এলাকার বাসিন্দারা আচমকা যুবককে ঘিরে ফেলে। ওই যুবক কিছু বলার আগেই তাঁকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। আক্রান্তকে কোনও কথা বলারই সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গণপিটুনির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কড়া হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছে পুলিস প্রশাসন। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, কেউ আইন হাতে তুলে নিলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও ফের ছেলেধরা সন্দেহে মারধরের ঘটনা ঘটল রাজ্যে।

সন্দেশখালি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে খারিজ রাজ্যের আর্জি

বহাল সিবিআই তদন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ সন্দেশখালি মামলায় বহাল রাখা হল সিবিআই তদন্ত। এটা সুপ্রিম নির্দেশ বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাজ্যের আর্জি খারিজ করে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাই কোর্ট সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল রাজ্য। রাজ্য কেন একজনকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, প্রশ্ন করল সর্বোচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, চলতি বছরের গত ৫ জানুয়ারি, শেখ শাহজাহানের খোঁজে সন্দেশখালিতে হানা দেয় ইডি। শেখ শাহজাহানের দেখা তো মেলেনি। পরিবর্তে আক্রান্ত হন আধিকারিকরা। এই ঘটনার পর থেকেই শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে। জমি, ভেড়ি জখলের পাশাপাশি নারী নির্যাতনের অভিযোগও ওঠে। এই ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা হয়ে যায় সন্দেশখালির 'ত্রাস' পরে ফেব্রুয়ারির শেষে ৫৫ দিনের মাথায় গ্রেপ্তার হয় শাহজাহান। এই মামলার জল গড়ায় হাই কোর্টে। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। তার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। সোমবার বিচারপতি বিআর গাভাই এবং কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চে

মামলার শুনানি হয়। তাতেই রাজ্যের আর্জি খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট জানা গিয়েছে। সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখে। বিরোধীদের তরফে বার বারই দাবি করা হয় শেখ শাহজাহানকে বাঁচাতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতেও ওঠে এই প্রসঙ্গ। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কেন একজনকে আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্য প্রশাসন? যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন রাজ্যের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তাঁর যুক্তি, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে ৪৩টি এফআইআর হয়েছে। তার মধ্যে রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত এফআইআরও রয়েছে। চার্জশিটও হয়েছে ৪২টি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মহিলা পুলিশ মোতায়েনের বন্দোবস্তও করা হয়। এই ঘটনায় অহেতুক রাজনীতির রং লাগানো হয়েছে। তবে সওয়াল জবাব শেষে সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট।

পাহাড়ি পথে পড়ুয়াদের সঙ্গে জনসংযোগ মুখ্যমন্ত্রী ধামির

দেহরাদুন, ৮ জুলাইঃপ্রায়ই নানা ধরনের জনসংযোগ করতে দেখা যায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে। কখনও রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে চা বানান, কখনও বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শুনে নেন। সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই পাহাড়ি রাস্তায় নেমে ছোট-ছোট স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে কথোপকথন করতে দেখা গেল উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে। হাত মেলালেন তাদের সঙ্গে। মন দিয়ে শুনলেন তাদের কথা।উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্নভাবে জনসংযোগে দেখা যায়। তবে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে কিছুটা বেশিই জনসংযোগ করেন বলে শোনা যায় রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও অনেকটাই পুষ্কর সিং ধামির আদলেই জনসংযোগ করতে দেখা যায়।

হরিয়ানার পঞ্চকুলায় উল্টে গেল স্কুল বাস, আহত কমপক্ষে ৪০ পড়ুয়া

পঞ্চকুলা, ৮ জুলাই ঃ হরিয়ানার পঞ্চকুলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি স্কুল বাস। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে কমপক্ষে ৪০ জন পড়ুয়া।সোমবার সকালে পঞ্চকুলা জেলার পিঞ্জোরের কাছে হরিয়ানা রোডওয়েজের একটি বাস বেসামাল হয়ে উল্টে যায়। নৌলতা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।আহতদের পিঞ্জোর হাসপাতাল ও পঞ্চকুলার সেক্টর ৬ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত এক ছাত্রীকে চণ্ডীগড়ের পিজিআই-তে রেফার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চালকের গাফিলতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাসটিতে অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ছিল। কালকা কংগ্রেস বিধায়ক প্রদীপ চৌধুরী বলেছেন, তদন্ত শুরু হয়েছে।

৬.৩ তীব্রতার ভূমিকম্পে জাপানে

টোকিও, ৮ জুলাই ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো জাপানের পশ্চিমাঞ্চলীয় ওগাসাওয়ারা দ্বীপপুঞ্জ। সোমবার সকালে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ৫৩০ কিলোমিটার গভীরে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল ৫.০২ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পশ্চিম ওগাসাওয়ারা দ্বীপপুঞ্জ থেকে ২৭.১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে এবং ১৩৯.০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ৫৩০ কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পের পর সুনামির সতর্কতাও জারি করা হয়নি।

একটানা বৃষ্টি, কুমায়ুনে বন্ধ রেল পরিষেবা

দেরাদুন, ৮ জুলাই ঃ বিগত কিছুদিন ধরেই অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তরাখণ্ড। বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘটছে ভূমিধসের ঘটনাও। যার জেরে উত্তরাখণ্ড জুড়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাস্তা। আর এই ভারী বৃষ্টির প্রভাব শুধু স।কপথেই নয়, এবার পড়লো রেলপথের উপরও। টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে প।ছে লালকুয়াঁ রেলওয়ে স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম থেকে রেললাইন জল থইথই সর্বত্র। বাতিল করতে হয়েছে ট্রেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে যাত্রীরা। উল্লেখ্য, উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতি যে কোনও সময় আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। সব দিক খতিয়ে রবিবার চারধাম যাত্রা সাময়িক বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সোমবারও জারি রয়েছে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বইয়ের ‘ লাইফ লাইন’, ট্রেন পরিষেবা ব্যাপক প্রভাবিত

মুম্বই, ৮ জুলাই ঃ মুম্বইয়ে ব্যাপক বৃষ্টির জেরে দুর্ভোগ চূড়ান্ত। বন্ধ স্কুল, কলেজ। রবিবার গভীর রাত ১টা থেকে সোমবার সকাল ৭ টা পর্যন্ত রেকর্ড ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে একাধিক নীচু এলাকায় জল জমে গিয়েছে। বাতিল করা হয়েছে মুম্বই ডিভিশনের একাধিক ট্রেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১২১১০ এমএমআর-সিএসএমটি, ১১০১০ পুনে-সিএসএমটি, ১২১২৪ পুনে-সিএসএমটি ডেকান, ১২১২৭ সিএসএমটি- পুনে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। বিএমসি কমিশনার ভূষণ গাগরানি দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।প্রবল বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের রাস্তায় জল জমে থাকায় ঘুরপথে চলছে একাধিক রুটের বাস। থানে, নাগপুর, আন্ধেরি, কোলাপুরের মতো একাধিক জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে এনডিআরএফ। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বইয়ের ‘ লাইফ লাইন’। রবিবার সকাল থেকেই থানে জেলার কাসারা-তিতওয়ালা স্টেশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যার জেরে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ছ’টা নাগাদ প্রবল বৃষ্টির কারণে আটগাঁও-তানসিট স্টেশনের মধ্যে রেললাইনের উপর কাদা জমে যায়। পাশাপাশি ভিসিন্দ স্টেশনের কাছে গাছ পড়ে মুম্বইগামী পাঞ্জাব মেলের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যায়। তার জেরে কল্যাণ-কাসারা রুটে সাময়িক বন্ধ রাখা হয় ট্রেন চলাচল। দুপুরের পর থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।সেন্ট্রাল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার রাম করণ যাদব বলেছেন, রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ৬ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি এবং ট্রেনগুলি চালু রাখার চেষ্টা করছি। ভারী বৃষ্টির কারণে, বিশেষ করে মূল লাইনে, কুর্লা ভান্ডুপের চারপাশে জল জমে রয়েছে এবং এখানে হারবার লাইনে, ওয়াদালা থেকে মানখুর্দ পর্যন্ত, এটি বন্ধ রয়েছে কারণ চুনাভাট্টির চারপাশে প্রচুর জল জমে রয়েছে... আমরা কিছু ট্রেন বাতিল করেছি এবং কিছু ট্রেন ডাইভার্ট করা হয়েছে... আমি জনগণকে অনুরোধ করছি যেন প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে বের না হয়। মুম্বই এয়ারপোর্টেও বিঘ্নিত হয়েছে পরিষেবা। মুম্বইগামী ২৭ টি বিমানকে অবতরণের জন্য ঘুরিয়ে দেওয়া হয় আহমেদাবাদ, ইন্দোর ও হায়দরাবাদ এয়ারপোর্টের দিকে।

আস্থাভোটে জিতে আত্মবিশ্বাসী হেমন্ত, অধ্যক্ষকেও জানালেন ধন্যবাদ

রাঁচি, ৮ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় আস্থাভোটে জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়লো মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের। আস্থাভোটে জয়ের পর অধ্যক্ষ এবং শাসক দলের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত। সোমবার আস্থাভোটে জয়ী হওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেছেন, ২০১৯ সাল থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছি এবং সোমবার আবারও আপনারা সবাই ক্ষমতাসীন দলের শক্তি ও ক্ষমতা দেখতে পেয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে, আমি স্পিকার এবং ক্ষমতাসীন দলের সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই।উল্লেখ্য, সোমবারই আস্থাভোটে জিতে গিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। হেমন্ত সোরেন সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৪৫ জন বিধায়ক। ৮১-সদস্যের বিধানসভায় ৪৫ জন বিধায়ক আস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। নির্দল বিধায়ক সর্যু রায় ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। সম্প্রতি জমি কেলেঙ্কারি মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিন পেয়েছেন হেমন্ত সোরেন। এরপর তিনি ফের ঝা।খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। আর সোমবার আস্থাভোটের মুখোমুখি হন হেমন্ত সোরেন। ৪৫ জন বিধায়কের সমর্থনে আস্থাভোটে সহজেই জিতে যায় হেমন্ত সোরেন সরকার।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিলোনিয়ার রাঙ্গামুড়ায় সড়ক অবরোধ স্কুল পড়ুয়াদের

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৮ জুলাই ঃ শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে এবং বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেছেন স্কুল পড়ুয়ারা। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভা এলাকায় গত শনিবার দুপুরে।জানা গিয়েছে, এলাকার রাঙ্গামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন সর্বসাকুল্যে মাত্র ১১ জন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের স্বল্পতা দূর করতে ইতিমধ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা শিক্ষা অধিকর্তা সহ রাজনগরের বিধায়ক, শাসকদল বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত এবং স্কুল পরিচালন কমিটিকে বারবার বলার পরও বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়ার কোনও নামগন্ধ নেই দফতরের।রাঙ্গামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ইংরেজি, ইতিহাস এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের কোনও বিষয় শিক্ষক নেই। যাঁরা গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক তাঁরাই ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস করান। এর মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশে এক শিক্ষককে রাঙ্গামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে এবং বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গত শনিবার রাধানগর-নিয়াদা মূল সড়কের ভায়া রাঙ্গামুড়ায় এলাকায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অবরোধে বসেন।দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে পআর বাড়ি থানার পুলিশ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অবরোধস্থালে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, অবিলম্বে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক প্রদান করা না হলে এবং শিক্ষক বদলির নির্দেশ বাতিল করা না হলে তাঁরা অভিভাবক এবং এলাকার মানুষজনকে নিয়ে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

সাহিত্যের অঙ্গনে আজও ভাস্বর অক্ষয় কুমার দত্ত

দুরন্তবার্তা,উলুবেড়িয়া,(হাওড়া)ঃ সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক যাঁদের নিবিড় তাঁরা অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পর্কে পরিচিত হননি এমনটা হওয়া প্রায় অসম্ভব। পঁয়ষট্টি বছরের একটি বর্ণময় জীবন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তৃতীয় খন্ড বিশিষ্ট চারুপাঠ, পদার্থবিদ্যা(১৮৫৬) ভূগোল(১৮৪১),দুটি ভাগ সমন্বিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার ইত্যাদি গ্রন্থ লিখে পাঠকজগতে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি।১৮৫২ এবং ১৮৫৩ সালে দুটি ভাগে বেরিয়েছিল তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। তৎকালীন বর্ধমানের 'চুপি'তে ১৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এই সাহিত্যিক। বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন তাঁর-ই নাতি।পিতার অকাল মৃত্যুর কারণে ছোট বয়সেই বিদ্যালয় ছেড়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। জীবনের শেষ অধ্যায় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন সেই সময়ের কলকাতার বালিতে। বোটানিক গার্ডেন নামাঙ্কিত একটি বাসভবনে ১৮৮৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। স্কুল ছেড়ে দিলেও ঘরে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।' সংবাদ প্রভাকর '-এ প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ করতেন তিনি। তাঁর লেখায় সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ উঠে আসতো। সেই সময়ের নীল চাষকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনা,মিথ ছড়িয়ে আছে।অক্ষয় কুমারের প্রবন্ধ পড়লে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হবে। জমিদারি প্রথা নিয়েও' নিজস্ব' অভিমত ধরা পড়েছে তার লেখায়।বাংলা ছাড়াওফরাসি এবং সংস্কৃত ভাষা তিনি জানতেন। প্রথমে 'সভ্য' থেকে পরে সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার।দেখা গেছে, বহু প্রথিতযশা লেখক প্রথম জীবনে হাত পাকিয়েছেন সাংবাদিকতার সূত্র ধরে। অক্ষয় কুমার একাধারে ছিলেন প্রবন্ধকার,লেখক এবং সাংবাদিক-ও। গাড়ি করে একদিন যাচ্ছেন অক্ষয় কুমার। সঙ্গে এক বিশিষ্ট সহযাত্রী।হঠাৎ পথে তিনি এক 'ধাঙ।'কে দেখলেন। সেই সময় সমাজের ভেদপ্রথার শিকার হয়েছিলেন ধাঙড়রা।অক্ষয় কুমার সেই ধাঙ।কে ডেকে তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ক নানা তথ্য জানলেন।কিন্তু সহযাত্রীর কোন প্রশ্নের উত্তর সেই ধাঙ। দিলেন না। এ ব্যাপারে ধাঙড়ের যুক্তি ছিল অক্ষয়বাবু তাঁদের ডেরায় গিয়ে সব 'ভেদ' ভেঙে দিয়েছেন। এমনই ছিলেন অক্ষয় কুমার।সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি।একাত্মবাদ বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ফরাসি দর্শন নিয়ে তাঁর চর্চা এই একাত্মবাদ বিষয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রীতিমতো প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পান। প্রায় ১২ বছর তিনি এই পত্রিকার দায়িত্ব সামলান।এই অক্ষয়বাবুই একসময় পরিত্যাগ করলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। শোনা যায় দর্শন আর ধর্মের নানা তত্ত্বের জালে তিনি আটকা পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ-ও তিনি নাকি সেই কারণেই ছেড়ে দেন ।উল্লেখ্য ,এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত 'প্রথম'লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয় কুমার প্রচুর বাংলা পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। দূরবীক্ষণ শব্দটির স্রষ্টা অক্ষয় কুমার-ই। দূরবীন যন্ত্রটিকে আগে লোকে খগোল বলেই জানত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল এই সাহিত্যিকের।তাই মধ্যরাত্রে ছাদে উঠে খগোল যন্ত্র নিয়ে মহাকাশের রহস্য অনুসন্ধান করাও তার বহুমুখী কর্মকাণ্ডের একটি অংশ হয়ে উঠেছিল। ২০২০-র ১৫ জুলাই জ্ঞানী, পন্ডিত এই মানুষটির দ্বিশততম জন্মদিন ।স্মরণোৎসবের আড়ম্বরে না হলেও বাঙালির সাহিত্য অঙ্গনে আজও তিনি ভাস্বর হয়ে আছেন স্বমহিমায়।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,৮ জুলাইঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এখন বিশেষ উপকরণ ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির মিলিত প্রয়াসে কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়।

অমরনাথ যাত্রার দশম দিন, নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবেই চলছে বার্ষিক তীর্থযাত্রা

জম্মু, ৮ জুলাইঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবেই চলছে। সোমবার সকালে অমরনাথ যাত্রার দশম দিনে পুণ্যার্থীদের আরও একটি দল পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে পন্থচৌক শ্রীনগর বেস ক্যাম্প থেকে বালতাল এবং পহেলগাঁও-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা। এই ১০ দিনের মধ্যে শুধুমাত্র গত ৬ জুলাই বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে শ্রী অমরনাথ যাত্রার পহেলগাঁও রুট যাত্রী নিবাস চন্দরকোটে বন্ধ ছিল।উল্লেখ্য, চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে ২৯ জুন থেকে, চলবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বরফে ঢাকা শিবলিঙ্গের গুহা দর্শনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা ভিড় করেন অমরনাথে। এ বছরও অন্যথা হয়নি, ৫২ দিন ধরে পুণ্যার্থীরা অমরনাথ দর্শন করতে পারবেন।

‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ অনেকাংশে কমিয়েছে দুর্ঘটনাঃমুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ' কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' অনেকাংশে কমিয়েছে দুর্ঘটনা। সোমবার সকালে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচি বৃহত্তর প্রয়োগ, উন্নত প্রকৌশল ও সরঞ্জামাদি সংগঠিতকরণ এবং নিবিড় সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা প্রচারের জন্য আমাদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, আমাদের সমন্বিত প্রচারাভিযান ও অনুশীলন সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে, যদিও অভিযান জোরদারের সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে। আমাদের সড়ক নিরাপত্তা এবং বিশেষ করে রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের ধারণা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য।

রথযাত্রার দ্বিতীয় দিন, ভক্তদের ঢল জগন্নাথ ধাম পুরীতে

পুরী, ৮ জুলাই ঃ রথযাত্রার দ্বিতীয় দিনে ভক্তদের ঢল নামল জগন্নাথ ধাম পুরীতে। ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার রথ সোমবার সকালে গুন্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশ্যে ফের যাত্রা শুরু করছে। গতকাল সূর্যাস্তের পর রীতি অনুযায়ী রথযাত্রা বন্ধ রাখা হয়। ভগবান জগন্নাথের নন্দীঘোষ, বলভদ্রের তালধ্বজ এবং দেবী সুভদ্রার দেবদলন রথ রবিবার বিকেল ৫টার পর পুরীর মন্দির থেকে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।সূর্য ডোবার পর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে যাত্রা থামিয়ে দেওয়া হয়। ৫৩ বছর পর এবারের রথযাত্রা হচ্ছে দু'দিনের। এ জন্য রাজ্যে দু'দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। পবিত্র এই যাত্রা প্রত্যক্ষ করতে সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় জমিয়েছেন। বার্ষিক এই উৎসব শান্তিপূর্ণ রাখতে কঠোর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই ঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডেরদাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৭ ডলার এবংডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৩ ডলার । যদিও সরকারি খাতের তেল ওগ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।আন্তর্জাতিক বাজারে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড সপ্তাহের প্রথম দিনে ০.১৫ ডলার বা ০.১৭শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৬.৩৯ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্টটেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ব্যারেল প্রতি ০.৩০ ডলার বা ০.৩৬ শতাংশকমে ৮২.৮৬ ডলারে লেনদেন করছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতেপেট্রোল স্থিতিশীল রয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকায়। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেলপ্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

হিন্দুরাষ্ট্র প্রসঙ্গে অমর্ত্যর ভাবনাকে কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ৮ জুলাই, ঃ অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে একটি স্বতন্ত্র অবদান রাখা একজন ব্যক্তিকে সমাজের সমস্ত সমস্যায় সর্বশক্তিমান হওয়ার কোন কারণ নেই। অর্থনীতিতে নোবেল অনুক্রমের অমর্ত্য সেনের পূর্বসূরি ফ্রেডরিখ এ হায়েক তাঁর ভোজসভার ভাষণে এ কথা বলেছিলেন। সোমবার বিষয়টি স্মরণ করালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু এক এক্সবার্তায় হায়েকের উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, প্রচারমাধ্যমের একটা প্রবণতা রয়েছে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমস্যায় সেই সর্বশক্তিমানকে বিশ্বাস করাতে রাজি করানো।তথাগতবাবুর মতে, এটা অমর্ত্য সেনের সমস্যা। রাজনীতি তাঁর ক্ষেত্র নয়। তাঁর হিন্দু নামের কারণে ঢাকায় তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কোনও অধিকার নেই। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই।প্রসঙ্গত, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে মোদী সরকারের কট্টর সমালোচক হিসাবে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন শনিবার বলেছেন, ভারত যে হিন্দু রাষ্ট্র নয়, সেটা ভোটের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এবারের লোকসভা ভোটের রায়ে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার প্রচেষ্টা কিছুটা আটকানো গিয়েছে। নোবেলজয়ী অমর্ত্যবাবুর মতে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে হিন্দু রাষ্ট্র নয়, সেটারই প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনে। যা মানতে পারেননি অনেকেই। এর প্রেক্ষিতেই এক্সবার্তায় তথাগতবাবুর এই তোপ।

ঋতুকালীন সবেতন ছুটির আর্জিতে সায় দিল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাইঃ ঋতুকালীন সময়ে মাসে অন্তত দু'দিন ঋতুমতি মহিলা কর্মীদের সবেতন ছুটি দেওয়ার আর্জি জানিয়ে জনস্বার্থের মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই আর্জিতে সায় দিল না শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চ।সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় শুনানিতে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূ। বলেন,এই ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি সিদ্ধান্ত নিক। আমরা এই দাবির বিরোধী নই। কিন্তু আদালতের রায়ের উল্টো ফলও হতে পারে।প্রধান বিচারপতি বলেন, প্রতি মাসে দু তিন দিন সবেতন ছুটি দেওয়ার নির্দেশ জারির পর বেসরকারি উদ্যোক্তারা মহিলাদের নিয়োগে অনীহা দেখাতে পারেন। তাতে আরও ব। সমস্যায় প।বেন মহিলারা। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া।বর্তমানে বিহারে রাজ্য সরকারের মহিলা কর্মচারীরা মাসিকের সময় দু'দিন সবেতন ছুটি পান। লালুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯২ সালে এই ছুটি চালু করেন। আর সম্প্রতি কেরলের পিনারাই বিজয়ন সরকার মাসে তিন দিন সবেতন ছুটি মঞ্জুর করেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩ আষাঢ়১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৮ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৪ আষাঢ়, চান্দ্র ৩ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩ ইঙেন, আসামঃ২৩ আহার, মুসলিমঃ১-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী। সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ০১ঃ০৪ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ২২ঃ১২।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০৬(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ০৮ঃ২৯ঃ১৯(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃতৃতীয়া (জয়া) সকাল ঘ ০৫ঃ০৩ঃ১৫ দং ০৪১৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ অশ্লেষা সকাল ঘ ০৭ঃ৪১ঃ১৮ দং ৬৩৯২২.৫ পর্যন্ত পরে মঘাকরণঃ তৈতিল বিকাল ঘ ০৪ঃ৩১ঃ৩৪ দং ২৮৪৬২.৫ পর্যন্ত পরে গরযোগঃ বজ্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩৪ঃ৪৭ থেকে - ১০ঃ২১ঃ৩৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৯ঃ১২ঃ৩৯ থেকে - ১২ঃ০৩ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ২৮ঃ১২ থেকে - ০২ঃ৫৩ঃ২৩ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০৩ঃ৩৫ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ১৮ঃ৩৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ৪৮ঃ৩৯ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ০৪ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ২৮ঃ১২ থেকে - ০২ঃ১০ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৩ঃ০২ঃ০১ থেকে - ০৪ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৪১ঃ১৮ থেকে - ০৮ঃ২১ঃ২৬ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১০ঃ০২ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৪১ঃ৪৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ২২২৩২১৯ (৭) ১ পদচন্দ্রঃ৩২৭১৭৩০ (৯) ৪ পদমঙ্গলঃ ০২৪৪৫৩০ (২) ৪ পদবুধঃ৩১৪১৫২২ (৮) ৪ পদবৃহস্পতি ১১৬১৯২৫ (৪) ২ পদশুক্রঃ৩২২২৪৯ (৭) ৪ পদশনিঃ ১০২২২৪৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৮৫৪৪১ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮৫৪৪১ (১৩) ৩ পদশনি বক্রি। লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ৩৩ঃ৪৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ৪৯ঃ২৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ১০ঃ০০ঃ৪৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১২ঃ১১ঃ০০ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর

আবহাওয়া

প্রবল বর্ষণে উত্তরবঙ্গ যখন নাজেহাল, তখন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি। আর এই ঘাটতি মিটিছেই না, আগামী কিছু দিনের মধ্যেও না মেটারই সম্ভাবনা। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৩শতকরা এবং ৭১শতকরা। জোয়ার- সকাল ৮টায় এবং রাত৮টায়। ভাটা-দুপুর ১২টায় এবং রাত ২টায়। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৭ মিনিটে এবং অস্ত ৬টা ২৩ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে। সন্তানের প।শোনায় পরিবর্তন যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বৃষ রাশিঃ মরশুমি রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিল্পসত্তার দক্ষতার কারণে প্রশংসিত হতে পারেন। সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীরা নিজের প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পাবেন।

মিথুন ঃদ্বিমুখী আয়ে সম্ভবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বাবামায়ো সন্তানের প্রতি সচেতন হোন। ।

কর্কট রাশি ঃ রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা আয়ে নতুন উৎস পাবেন। পরিবারে শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে।

সিংহ রাশিঃমানসিক চাপ কমবে। অত্যধিক লোভ সম্বরণ করুন। না হলে আগামিদিনে পস্তাতে হতে পারে।

কন্যা রাশি ঃ সন্তানের অসামান্য সাফল্যের জন্য নামী কোম্পানিতে চাকরি হতে পারে। ঋণ পরিশোধের ফলে সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তুলারাশি ঃ কর্মজীবনে সাফল্য। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্যে সম্পর্কে অবনতি।

বৃশ্চিক রাশি ঃঅতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ হতে পারে।।

ধনু রাশি ঃ নতুন কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কোনও সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।

মকর রাশিঃপারিবারিক পরিস্থিতি প্রতিকূল হলেও নিজের বুদ্ধিবলে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি ঃদীর্ঘদিনের কোনও বিশেষ স্বপ্ন সপ্তাহের অদ্যভাগে পূরণ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন। নিজের আয় অনুযায়ী খরচ করার চেষ্টা করুন।

মীন রাশিঃ দিনটি উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে চলবে। অপব্যয়ও অপচয় কমিয়ে সঞ্চয়ে দিকে নজর দিন।

ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনায় আহত তিন, সংকটজনক অবস্থায় দুজন ভর্তি কলকাতার হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ জুলাই ঃ বেপরোয়া যান চলাচলে ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা রবিবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ুতে, আহত তিন,আশংকাজনক অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে পাঠানো হয় দুজনকে। এক জনের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, রবিবার রাতে জয়নগর থানার বহড়ু কলুর মোড়ের বীণাপানি মিষ্টান্ন ভান্ডারের কর্মচারী রনজিত কয়াল অরফে ভুতো দোকানের কাজ থেকে ছুটি করে সাইকেল নিয়ে বহড়ু তাঁতি পাড়ার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আর বহড়ু কানাইয়ের মোড়ে জয়নগর মুখি একটি মোটর সাইকেল হাইস্পিডে এসে ওই সাইকেল চালককে সজোরে ধাক্কা মেরে রাস্তার ওপর পড়ে যায়। স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে মোটর সাইকেল চালক, মোটর সাইকেল আরোহী ও সাইকেল চালককে উদ্ধার করে জয়নগরের সত্যজিত নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। কিন্তু মোটর সাইকেল চালক ও সাইকেল চালককের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় নার্সিংহোমের চিকিৎসক কলকাতার হাসপাতালে তাদের স্থানাতরিত করে দেয়। আর গুরুতর আহত মোটরসাইকেল চালককের সোমবারও চিকিৎসা চলছে কলকাতার পিজি হাসপাতালে এবং গুরুতর আহত সাইকেল চালক কের সোমবার ও ভর্তি আছে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে । আর এই ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মোটর সাইকেল ও সাইকেলটি উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। আহত মোটরসাইকেল চালক হল মোমতাজুল লস্কর, বয়স ১৮, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু তাজপুর গ্রামে,আহত মোটর সাইকেল আরোহীর নাম সাজেদ মন্ডল, বয়স ২৫, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু তাজপুর গ্রামে এবং আহত সাইকেল চালককের নাম রনজিত অরফে ভুতো কয়াল, বয়স -৪৬, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু তাঁতি পাড়া গ্রামে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন।

স্কুলে চুরি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৮ জুলাই ঃ রবিবার ছুটির দিন পরে সোমবার স্কুল খুলতেই, স্কুলে চুরির ঘটনা সবার নজরে। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরে শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত গোয়ালপাড়া তনয়েন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনাথ বন্ধু মণ্ডল জানান, সোমবার স্কুলের চুক্তিভিত্তিক এক শিক্ষাকর্মী লোহার গ্রিলের গেট খুলতে গিয়ে দেখেন, সামনের কাঠের দরজা ভিতরের দিক থেকে বন্ধ। তখনই তিনি বুঝতে পারেন, কিছু অঘটন ঘটেছে। স্কুলের কোনো বাউন্ডারি নেই। নেই নাইট গার্ড। এমতাবস্থায় চোরেরা খুব সহজেই তার সুযোগ নিয়েছে। স্কুলের মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ছয়শো। আগত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন স্কুল বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে যে সাইকেল স্ট্যাণ্ড আছে, সেখানে গিয়ে দেখে অফিস ঘরের জানালার রড কাটা। তখনই বোঝা যায় চোরেরা ওই জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। ঘরে ঢুকে তারা চারটি আলমারি ভাঙে। তাছাড়াও তারা অফিস ঘরের এবং স্টাফ রুমের জানালা ভাঙে। পাশাপাশি, অফিস ঘরের এবং কম্পিউটার রুমের দরজাও ভাঙে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

আবাদা স্টেশনের কাছে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুলাই ঃ হাওড়ার সাঁকরাইলের আবাদা স্টেশনের কাছে সোমবার সকালে অফিস টাইমে ডাউন লাইনে ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল আনুমানিক ৯টা নাগাদ ওভারহেডের তার ছিঁড়ে যায়। সাময়িক ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। এরপর মেরামতের কাজ শুরু হয়। প্রায় ঘন্টা দেড়েকের চেষ্টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, সকাল ৯টায় ওই ঘটনা ঘটে। বেলা সাড়ে ১০টায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তিনটি লোকাল ট্রেন বাতিল করতে হয়।

অঘটন, প্রয়াত উষা উত্থুপের স্বামী

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ আচমকাই অঘটন! স্বামীকে হারালেন ঊষা উত্থুপ। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে সমস্ত কিছু ঠিকঠাকই ছিল। আচমকাই অস্বস্তি বোধ করেন ঊষা উত্থুপের স্বামী জানি চাকো উত্থুপ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বালিগঞ্জ সংলগ্ন এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সঙ্গীতশিল্পীর স্বামীর। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ঊষাকে আগলে রেখেছিলেন জানি। দু'জনের প্রথম দেখা হয়েছিল কলকাতাতেই। সেসময় ঊষা ছিলেন বিবাহিত। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল রামু। রামুর কাছেই জানি জানিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি। ঊষাও কোথাও গিয়ে বুঝেছিলেন তাঁর মন বাঁধা রয়েছে জানির কাছে। রামুর সংসার ছেড়ে জানির হাত ধরেছিলেন ঊষা। জানিও কথা দিয়েছিলেন সারাজীবন তাঁর পাশে থাকার। থেকেওছেন। অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সবসময় পাশে পেয়েছেন এই গায়িকা। এতদিনের একসঙ্গে পথচলা শেষ হল অবশেষে। চলে গেলেন তাঁর মনের মানুষ।

নদী বাঁধের জন্য জায়গা দিয়েও টাকা না পাওয়ায় ক্ষোভ জমিদাতাদের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ জুলাইঃ সুন্দরবনের নদী বাঁধের জন্য জমি দিয়েও ক্ষতিপূরণ পেয়ে ক্ষোভ জানালেন সুন্দরবনের রায়দীঘি বিধানসভার দক্ষিণ কনকনদিঘির জমিদাতারা। বছরখানেক আগে বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল এই

সুন্দরবন

এলাকায়। তখন খুশিতেই ছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু এতদিনেও ক্ষতি পূরণ না পাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ক্ষতিপূরণ আদৌ পাবে তো তাঁরা। বাঁধ আর ভাঙবে না, এই খুশিতেই দিন কাটাচ্ছিলেন রায়দীঘির দক্ষিণ কনকদিঘির বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয়দের জানানো হয়েছিল, বাঁধের জন্য কারোর জমি নেওয়া হলে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিছুজনকে অন্য জায়গায় সে সময় জমি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সে সব কিছুই হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। এদিকে কিছুজন ক্ষতিপূরণ না পেয়ে জলনিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। সেজন্য কংক্রিটের বাঁধ তৈরি হলেও জল জমার সমস্যা রয়েই গিয়েছে এলাকায়। ফলে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা। এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,জমি নেওয়ার সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি হয়নি কেউ। বাঁধ তৈরির পর থেকে আর কেউ খোঁজ নেয়নি। মাঝে মধ্যে কিছুজন আসেন, আশ্বাস দিয়ে

আবার চলে যান। সমস্যার সমাধান হলে খুবই ভাল হয় বলে জানান তাঁরা। আর এ ব্যাপারে বিষয়টির ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখছেন বলে জানালেন রায়দীঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা।

সংশোধনাগারে টেলি মেডিসিন পরিষেবা চালু

কলকাতা, ৮ জুলাইঃ সংশোধনাগারের আবাসিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আটটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে টেলি মেডিসিন পরিষেবা চালু করেছে। রাজ্যে বর্তমানে প্রেসিডেন্সি, বারুইপুর, দমদম, বহরমপুর, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বালুরঘাট এবং জলপাইগুড়িতে ৮ টি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার রয়েছে। টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে এইসব সংশোধনাগারের প্রায় ১২ হাজার আবাসিক উপকৃত হবেন বলে কারা দফতর সূত্রে জানা গেছে।

আগামী দিনে রাজ্যের ৬০ টি সংশোধনাগারের প্রত্যেকটিতেই এই পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্টারনেট নির্ভর এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে থাকবেন রোগী এবং সংশ্লিষ্ট জেলের চিকিৎসক অপর প্রান্তে থাকা রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ই-প্রেসক্রিপশন দেবেন। জেল কর্তৃপক্ষ ওষুধের ব্যবস্থা করবেন। তবে কোনও ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বা ভর্তি করানোর পরামর্শ দিলে তা করা হবে।

এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন শ্যামপুরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুলাই ঃ সোমবার দুপুরে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা এলাকার মরশাল গ্রামৈর একটি বাড়িতে হঠাৎ রান্নার এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগে।

জানা যায় এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বনমালী দোলুইয়ের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে আগুন লাগে এবং আগুনে গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে যায় এবং রান্নাঘরে আগুন ধরে যায়, এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। খবর যায় স্থানীয় শ্যামপুর থানায়, এবং খবর যায় দমকলে, ঘটনাস্থলে আসে শ্যামপুর থানার পুলিশ, এবং খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন উলুবেড়িয়া থেকে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়। যদিও স্থানীয়দের দাবী দমকল আসার আগেই আগুন নেভানো হয়ে যায়।

মৎস্যজীবীদের অবস্থান বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ৮ জুলাই ঃ মৎস্যজীবীদের উপর নতুন নতুন নির্দেশিকা জারির প্রতিবাদে মৎস্যজীবীরা একত্রিত হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন ক্যানিংয়ে। সোমবার দুপুরে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন প্রায় হাজার খানেক মৎস্যজীবী।

সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিনা কারণে বিএলসি বাতিল সহ মৎস্যজীবীদের উপর বন দফতরের নানারকম অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

সংগঠনের সভাপতি শম্ভু সাহা বলেন, ''দিনের পর দিন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অত্যাচার বেড়েই চলেছে মৎস্যজীবীদের উপর। বিএলসি কেঁড়ে নেওয়া, জাল, নৌকা কেঁড়ে নেওয়া, মোটা টাকা ফাইন করা। মাছ, কাঁকড়া কেঁড়ে নেওয়ার মত অভিযোগও রয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি বিএলসি বাতিল করা হবে বলে ওনারা নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই তুঘলকি নির্যাতনের প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, '' আমরা সেই বিএলসিগুলো বাতিল করবো বলেছি যেগুলোর হোল্ডাররা মারা গিয়েছেন। যারা মৎস্যজীবী নন তাঁদের অনেকেই এই বিএলসি ভাড়ায় খাটাচ্ছেন। তবে মৎস্যজীবীদের দাবিগুলোও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে টাকা খোয়ালেন কৃষক

বিশালগড়, ৮ জুলাই ঃ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পরিবার টাকা ফিরে পাওয়ার দাবীতে সোমবার সন্ধ্যায় সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ হলেন। জানা যায় বিশালগড় নবীনগর এলাকার কৃষক বাবুল দাসের কাছে একটি ফোন আসে অনলাইনে ২২৫০০ টাকা ট্রান্সফার করলে ৫৫০০০ একাউন্টে চলে আসবে। পাশাপাশি উনার বাড়িতে একটি এয়ারটেলের টাওয়ার বসানো হবে। নেট দুনিয়া ও প্রতারকের খপ্পরের বিষয়ে অজানা কৃষক বাড়ি থেকে ২২৫০০ বাজারের সিএসসি সেন্টার থেকে সে প্রতারকের একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেন। প্রতারক ২২ হাজার ৫০০ টাকা পাওয়ার সাথে সাথে তার মোবাইল সুইচ অফ করে দেন।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বাড়িতে এসে জানানোর পর বাবুল দাসের স্ত্রী স্বস্তি দাস সহ উনার নিকট আত্মীয়রা সোমবার সন্ধ্যায় প্রতারকের হাত থেকে সে টাকা ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হন। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এমনকি পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা এই প্রতারকের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন। সে বিষয়ে অবগত নন জমিতে কৃষি কাজ করে অন্যের মুখে অন্য দেওয়া সেই কৃষক। নবীনগর এলাকায় কৃষকের বাড়িতে এয়াটেল টাওয়ার বসবে সেই আনন্দে কাউকে না জানিয়ে পরিবারের লোকেদের সারপ্রাইজ দেবে সেই খুশিতে ২২ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে বাজারে এসে কোন এক সিএসসি সেন্টার থেকে সে প্রতারকের একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেন কৃষক বাবুল দাস।

কমলপুর মহকুমা সদরে বালিকা দ্বাদশ বিদ্যালয়ে বৃক্ষ বন্দনা

ধলাই (ত্রিপুরা), ৮ জুলাইঃ পিএম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতামূলক শোভাযাত্র সম্পন্ন হয়েছে। আজ ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত পিএম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ই কেবল নয় গোটা ধলাই জেলায় শিক্ষা, সংস্কৃতি সহ শিক্ষা কার্যক্রমে এক উজ্জ্বল নাম। ধারাবাহিক এক সুললিত ঐতিহ্যের স্বীকৃতি হিসাবে কয়েক বছর আগে পিএম শ্রী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে বিদ্যালয়টি। আজ সোমবার এই বিদ্যালয়ের ইয়ুথ অ্যান্ড ইকো ক্লাবের উদ্যোগে সম্পন্ন হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা। কর্মসূচি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সুফল শুক্লবৈদ্য জানান, বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক এবং পাঠ্যক্রমিক কর্মসূচিতে সব সময় অংশগ্রহণ করে। সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গঠনে আমাদের ভূমিকাকে মাথায় রেখে আজকের এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ছাত্রীরা। প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকরা সম্মিলিতভ্‌বে এক শোভাযাত্রা বিদ্যালয় সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। ছাত্রীদের হাতে ছিল বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সমাজ সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। তার পর বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রা।

এর পর বিদ্যালয় চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় কেয়েকশ বৃক্ষরোপণ করা হয় । বিদ্যালয়ের এই কর্মসূচিকে ঘিরে ছাত্রী, অভিভাবক এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ ছিল। যেভাবে দিনের পর দিন গাছ কেটে ধংশ করছি তাতে আমাদের দরকার আর বেশি বেশি করে গাছ লাগানো।

শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগে গণপিটুনি ক্যানিংয়ে, আটক অভিযুক্ত

ক্যানিং,৮ জুলাই ঃ পঞ্চম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে রাস্তা থেকে বাইকে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সন্দেহভাজন এক যুবক। বিষয়টি সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় যুবকরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে অপরিচিত ওই যুবকের। এরপরেই অভিযুক্তকে গণপিটুনি দেন স্থানীয়রা। ঘটনায় ওই ব্যাক্তি গুরুতর জখম হলে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের দীঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি নামখানা ব্লকের মন্মথনগর গ্রামে। নাম তাপস মাপা। ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী স্কুল শেষে বাড়ি ফিরছিল একা একা। ফাঁকা রাস্তায় তাকে একা পেয়ে অভিযুক্ত, ওই ছাত্রীকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। নাবালিকা রাজি না হওয়ায় জোর করে তার হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে অভিযুক্ত। তখন বিষয়টি স্থানীয়দের চোখে পড়ে। তাঁরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর দিতে পারেনি অভিযুক্ত। সেই কারণে স্থানীয়রা বেধড়ক মারধর করেন অভিযুক্তকে। যদিও অভিযুক্ত যুবকের দাবি নাবালিকাই তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, বাইকে কিছুটা এগিয়ে দিতে বলেছিল। সেটা করতে গিয়েই তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। ক্যানিং থানার পুলিশ আপাতত তাপসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই ঘটনায় সোমবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ক্যানিং থানায় কোন লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়নি।

বন্যা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ ভুটানকে

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ ''ভুটান থেকে জল আসছে, যার জেরে ভুগতে হচ্ছে বাংলাকে। উত্তরবঙ্গ রীতিমতো বেহাল। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা নিয়ে তোপ দাগলেন ভুটানকে। একাধিক রাস্তায় নেমেছে ধস। যার জেরে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিকিমের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভূটানের জল আসছে প্রতি বছর। সিকিম যখন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করল কেন্দ্রের দেখা উচিত ছিল। ওটার জন্য আজ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। জলপাইগুড়ির মানুষ জানেন, আগে করোলা নদী ভাসত। আমরা ২০ কোটি টাকা খরচ করেছি। ভূটানের জলে এখন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ভাসছে।''

জয়ের রাস্তায় ফিরল ডায়মন্ড হারবার

কলকাতা, ৮ জুলাই ঃ কলকাতা ফুটবল লিগে এরিয়ানকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল ডায়মন্ড হারবার। পেনাল্টি থেকে গোল করেন রাহুল পাসোয়ান। পেনাল্টি থেকে গোলে খুশি নয় এরিয়ানস । ম্যাচে প্রাধান্য ছিল ডায়মন্ড হারবারের। প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। দ্বিতীয় ম্যাচেই বিএসএসের কাছে আটকে যায় তারা। এরপর তৃতীয় ম্যাচে এরিয়ানের বিরুদ্ধে জয় পেল ডায়মন্ড হারবার। এরিয়ান দুটি ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে একটি। গতবার সাড়া জাগিয়ে লিগ শুরু করলেও ডায়মন্ড হারবার লিগ জিততে পারেনি । এবার লিগ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন কিবু ভিকুনার ছেলেরা।

স্লুস গেট ভেঙে জলমগ্ন বাসন্তীর গ্রাম

বাসন্তী, ৮ জুলাই ঃ স্লুস গেট ভেঙে বিপত্তি। মাতলা নদীর নোনা জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ল গোটা গ্রাম। বাসন্তীর গৌরদাস পাড়া এলাকার ঘটনা। সোমবার দুপুরে আচমকাই স্লুস গেট ভেঙে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। আর সেখান থেকেই নোনা জল ঢুকে পড়ে গ্রামে। গ্রামবাসীদের দাবি অমাবস্যার ভরা কটালের কারণে নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেয়।

সেই জলের চাপেই কার্যত এই স্লুস গেট ভেঙে যায়। এরফলে এলাকার প্রচুর কৃষিজমি নোনা জলে ডুবে গিয়েছে। বীজতলাও নোনা জলে ডুবে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এই মরশুমে এই জমিগুলিতে চাষও হবে না বলেই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হলেন এই ঘটনায় তেমনি চাষিরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামলী দিন্দা, বৃহস্পতি দিন্দারা বলেন, '' জমি লিজ নিয়েছিলাম চাষ করবো বলে। বীজতলাও করেছিলাম কিন্তু সব নষ্ট হয়ে গেল। কিছুদিন আগেই এই স্লুস গেট তৈরি হয়েছিল। কিভাবে এই কদিনের মধ্যে সেটা ভেঙে গেল বুঝতে পারছি না। সেচ দফতর নিশ্চয়ই ঠিকমত কাজ করেনি। এই ক্ষতিপূরণ কে দেবে? বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার বলেন, ''স্লুস গেট ভেঙে গ্রামে জল ঢুকেছে শুনেছি। তরিঘরি সেচ দফতরকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। স্লুস গেট মেরামতির কাজ চলছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গন্ডাছড়ায় বিঘ্নিত বিদ্যুৎ পরিষেবা, পুলিশের সানি নিগম অফিসে ভাংচুর করল ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

গন্ডাছড়া, ৮ জুলাই ঃ বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ট গ্রাহকরা বেসরকারি বিদ্যুৎ অফিসে হামলা চালিয়ে ভেঙে তছনছ করল আসবাবপত্র। প্রায় দেড় ঘন্টা বিদ্যুৎ অফিসে হামলা চলাকালীন সময়ে গন্ডাছড়া মহকুমা থানার পুলিশ সহ একদল টিএসআর জওয়ান ছিল ঠুঁটু জগন্নাথের ভূমিকায়। হামলার ঘটনার আঁচ পেয়ে অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন অফিস কর্মীরা। ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা মহকুমায়। জানা গিয়েছে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি ফিডকো। গন্ডাছড়া মহকুমার বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব ফিডকোর হাতে যাওয়ার পরই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে হাজারো অভিযোগ উঠতে থাকে।

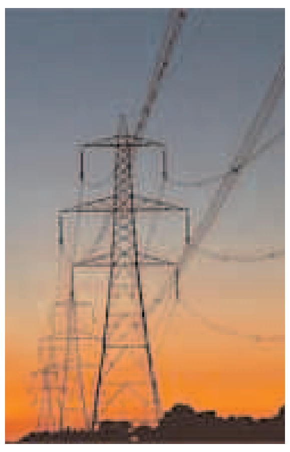

নামে বেনামে বিদ্যুৎ বিল, বাড়তি বিদ্যুৎ বিল, মহকুমার কোন স্থানে বিদ্যুৎ -এর গোলযোগ দেখা দিলে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকরা সাহায্য পেতে বিদ্যুৎ অফিসে ফোন করলে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় আমবাসা অফিসে ফোন করুন। তাছাড়াও মহকুমার জনজাতি অধ্যুষিত বেশিরভাগ পাড়া মাসের বেশিরভাগ সময় অন্ধকারে ডুবে থাকে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, গত আট দশ দিন যাবৎ গন্ডাছড়া মহকুমার বেশ কয়েকটি জনজাতি গ্রাম বিদ্যুৎহীন অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। ওই সমস্ত গ্রামের লোকজন বারবার বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে বিদ্যুৎ সারাইয়ের আবেদন করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাজারে প্রতি লিটার কেরোসিনের দাম দেড়শো টাকা। এত চড়া মূল্যে কেরোসিন কিনে ঘরে আলো জ্বালানো কোন ভাবেই সম্ভব নয়। একদিকে অভাব অনটন অপরদিকে দাবদাহ গরমের হাঁসফাঁস যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক রবিবার রাতে বিদ্যুৎ অফিসে ফিডকো -র দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের গ্রামের বিদ্যুৎ যন্ত্রণার কথা জানাতে আসলে বিদ্যুৎ অফিসাররা গ্রাহকদের শান্তনা না দিয়ে উল্টো বিশ্রী ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ।

এনিয়েই একসময় শুরু হয় বাক বিতন্ডা। হামলার আশংকার আঁচ করতে পেরে অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান অফিস কর্মীরা। কথা বলার জন্য অফিসে কাউকে হঠাৎ করে না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন গ্রাহকরা। শুরু হয় ভাঙচুর। সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন পুলিশ টি এস আর আসলেও পাত্তা দিতে নারাজ গ্রাহকরা। পুলিশ টিএসআর জওয়ানদের সামনেই অফিসে ভাঙচুর চালায় গ্রাহকরা। বিদ্যুৎ অফিসে প্রায় দেড় ঘন্টা চলে ভাঙচুর এবং তান্ডব লীলা। পুলিশ ছিল সম্পূর্ণ জগন্নাথের ভূমিকায়।

হনুমানের আতঙ্কে জেরবার জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটির বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জুলাইঃ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভবাটি এলাকা জুড়ে হনুমানের তান্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত কম করে বেশ কয়েকজন। এলাকায় হনূমান ধরার ফাঁদ পাতা হলেও এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি হনুমান। এলাকার মহিলা থেকে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে রোজ। বেশ কয়েকজনকে ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। ফাঁদ পাতা ছাড়া কিছুই করছে না বন দফতর, অভিযোগ স্থানীয়দের। গ্রামের বাসিন্দা কাকলি মন্ডল বলেন, আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। এখানে হনুমানের ভয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছি না। করোনার সময়ে যেমন মানুষ গৃহবন্দী ছিল সেরকম আমরা গৃহবন্দী হয়ে রয়েছি। বাইরে বেরোলে হনুমানের দল কখনো কামড়ে দিচ্ছে, কখনো সারা শরীরে

আঁচড়ে দিচ্ছে। হনুমানের কামড়ে গ্রামের অনেক মানুষ জখম হয়েছেন। আমরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে পারছি না। প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে আছি। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের বাসিন্দা পায়েল দাস বলেন, গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ হনুমানের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। হনুমানের দল ঘরে ঢুকে অত্যাচার করছে। কামড়াচ্ছে। বাচ্চাদের ভয়ে বাইরে বের করতে পারছি না। তারা ঘরে আটকে রয়েছে। বনদপ্তরের অবিলম্বে উচিত এই নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া। বনদপ্তরের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে হনুমান ধরা পড়ে। বল্লভবাটির বাসিন্দা অরূপ সাঁতরা বলেন, আমি যখন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেই সময় হনুমান এসে পায়ে কামড়ে দেয়। এই অবস্থায় আমি উল্টে পড়ে যাই। তখন হনুমান চলে যায়। ওই দিনই ঘোষপাড়ার সামনে এক মহিলার উপর আক্রমণ করে ওই হনুমান। এর ৪ দিন পরে ওই মহিলার শাশুড়িকেও কামড়ায়। এই গ্রামের বেশ কয়েকজনকে কামড়েছে ওই হনুমান। বনদপ্তরকে জানানো হয়েছিল। বনদপ্তর একটা ছোট খাঁচা, তার ভিতর ছোট একটা কলা এবং ছোট একটা পচা আপেল দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে এখনও পর্যন্ত হনুমান আসেনি। সেই খাঁচা ১ সপ্তাহ ধরে পড়ে রয়েছে। এদিকে, জেলা বন আধিকারিক দীপক কুমার মন্ডল জানান, খাঁচা পেতে হনুমান ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। বনদপ্তরের কর্মীরা সেখানে গিয়েছেন। হনুমান ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভালোবাসার বিয়ে মেনে নেয়নি বাবা-মা, খুনও করতে পারে, তরুণীর অভিযোগ হাইকোর্টে

কলকাতা, ৮ জুলাইঃ অভিযোগ ছিল, মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে। এই বিষয়ে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। ওই তরুণীর বাবা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন।

কিন্তু সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে ওই তরুণী বলেন, প্রেম করে বিয়ে করার জন্য পরিবারের সদস্যরা ওই বিয়ে মানেননি। উল্টে তাঁকে খুন করতে চান। বিশ্বভারতীর পড়ুয়ার কাছে এমনই আশঙ্কার কথা জেনে চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সোমবার এই মামলার প্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি হয়। সেখানেই পরিবারকে নিয়ে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন তরুণী। তিনি বলেন, 'তাঁর প্রেম করে বিয়ে পরিবারের সদস্যরা মেনে নিতে পারেননি।' তরুণীর এই কথায় বিস্মিত বিচারপতি নির্দেশ দেন, 'কোনওভাবেই যাতে ওই মেয়েটির কোনও ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে ইলমবাজার থানাকে। ওই তরুণী কোনও সমস্যায় পড়লে থানায় জানাবেন। ২৮ জুন এই মামলার পূর্ববর্তী

শুনানি হয়েছিল। আদালতের আগের শুনানিতে জারি করা নির্দেশ মোতাবেক এদিন মেয়েটিকে হাজির করা হয়েছিল এজলাসে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৪ আষাঢ়, ১৪৩১

অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এক ঝাড়ুদার,কে জানেন? সপ্তদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক। নেদারল্যান্ডের ডেলফট শহরে এক চশমার দোকানে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে এক কিশোর। দোকানের কর্মচারিরা কাচ ঘসে চশমা তৈরি করে। সেটাই মন দিয়ে দেখে ছেলেটা। কী মজা পায়, কে জানে? ছেলেটার বাবা মারা গেছে কয়েক বছর আগে। আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। তাই স্কুলের পাঠ শেষ না করেই চাকরি নেয় এক মুদির দোকানে। মাইনে সামান্যই। এরই মধ্যে পৌরসভার একটা চাকরি জুটে যায়। বড় চাকরি নয়, ঝাড়ুদারের কাজ। পেট চালাতে হলে এ ছাড়া উপায়ই বা কী? ছেলেটা চশমার দোকানে কাঁচ কাটা দেখে একটা ব্যাপার বুঝেছে। এক টুকরো কাচ ঘষে মাঝখানটা উঁচু করতে পারলে সেটা লেন্সে পরিণত হয়। তার ভেতর দিয়ে তাকালে ছোট জিনিস বড় দেখায়। সে ছেলেটা নিজেই এই জিনিস তৈরির কথা ভাবে এক সময়। বোঝে, কাচ আরও সুন্দর করে ঘষে, আর নিখুঁত করে তুলতে পারলে সেটা আরও ভালো লেন্সে পরিণত হবে। বাড়ি ফিরে সত্যি সত্যিই কাঁচ ঘষে লেন্স তৈরি করে ছেলেটা। চশমার দোকানের চেয়েও ভালো লেন্স। সেই লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালে যে জিনিস দু-তিন শ গুণ বড় দেখায়। ছেলেটার উৎসাহ বাড়ে। আরও ভালো লেন্স তৈরি করে সে। তামার পাত দিয়ে তৈরি একটা ফাঁপা নলের মাথায় লাগিয়ে দেয় লেন্স। তৈরি হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র। আর ছেলেটার সামনে হঠাৎ করে খুলে যায় খুলে যায় এক অবিশ্বাস্য জগৎ। প্রথম দিকে সামনে যা পেত, তা-ই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে দেখত। ছেলেটার বয়স বাড়তে থাকে। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নেশা তাঁকে ছাড়ে না। তিনি কাচ ঘসে ঘসে লেন্স বানান। আর একে একে প্রায় চার শটির মতো অণুবীক্ষণ যন্ত্র বানিয়ে ফেলেন। একদিন কী মনে করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফোটা জল ফেলে পরীক্ষা শুরু করলেন। আর অমনি আরেকটা আশ্চর্য প্রাণী জগতের দুয়ার খুলে গেল। বিকট, ভয়ঙ্কর দর্শন সব জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই এক ফোঁটা জলের ভেতর। তাঁর অজান্তেই ঘটে গেল চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক মহাবিপ্লব। পরে এডওয়ার্ড জেনার ও লুইপাস্তুরের হাতে সেই জগৎ আরও বড় হতে থাকে। লোকটা খুদে জিনিস-পত্র পর্যবেক্ষণ করেন, আর সেগুলো খাতায় টুকে রাখেন। ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগবে ভেবে এটা করেননি। হয়তো নিজের পর্যবেক্ষেণেরই সুবিধা হবে। তিনি তখনও ঝাড়ুদারি করেন। তাই এটা যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সেটাই হয়তো বোঝেন নি। এর মধ্যে কেউ একজন জানায়, এই ব্যাপারটা যদি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির লোকজনকে জানায়, তাহলে হয়তো তাঁরা এর মর্ম বুঝবেন। কিন্তু তিনি একজন ঝাড়ুদার। এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়ার মতো পয়সা তাঁর ছিল না। তাই রয়্যাল সোসাইটির ঠিকানা জোগাড় করে সেখানকার বিজ্ঞানীদের চিঠি লিখে জানালেন। রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা এটাকে আমল দিতেই চাননি। কিন্তু সবাই তো একরকম নন। কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ছাব্বিশটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাঠিয়ে দিলেন রয়্যাল সোসাইটিতে।

লেখক অজিত কৃষ্ণ বসু

রসসাহিত্যিক, জাদুকর এবং সঙ্গীতজ্ঞ অজিতকৃষ্ণ বসু- জুলাই, ১৯১২। ঢাকার গ্যান্ডেরিয়ায় তাঁর জন্ম। পড়াশোনা ঢাকারই জগন্নাথ কলেজ ও কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। ডি জে কিমার ও ডাকব্যাক কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কাজে কর্মজীবন শুরু। পরে ইংরেজির অধ্যাপনা গোবরডাঙা কলেজ ও আশুতোষ কলেজে। প্রধানত রসসাহিত্যিক হলেও জাদুবিদ্যা ও সঙ্গীতেও তিনি পারদর্শি ছিলেন। অ কৃ ব নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬-এ, মাত্র ১৪ বছর বয়সে 'খোকাখুকু' মাসিকপত্রে প্রকাশিত অনুবাদ-কবিতা দিয়ে লেখালিখির সূত্রপাত। কৌতুকরসের কবিতা-গল্প-উপন্যাসই লিখেছেন বেশি। 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'পাগলা গারদের কবিতা' তাঁর অন্যতম সেরা রচনা। ইংরেজি কৌতুক কবিতা লিখেছেন 'শঙ্করস উইকলি'তেও। জাদুসম্রাট পি সি সরকারের বাল্যবন্ধু অজিতকৃষ্ণ জাদু বিদ্যা নিয়ে লেখালিখিও করেছেন। সঙ্গীতশিক্ষার হাতে খড়ি কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে। তালিম নিয়েছেন উস্তাদ গুল মহম্মদ খাঁ ও তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। সে কথা আছে ওস্তাদ কাহিনী গ্রন্থে। 'ও এক নদী বহু তরঙ্গ', 'বিধাতা' (১৯৬৩), 'চন্দনপুরের কাহিনী' (১৯৬৬), 'ম্যারিনা ক্যান্টিন' (১৯৬৭), 'নন্দিনী সোম', 'সৈকত সুন্দরী' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনাতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শেষ বসন্ত' (১৯৬৩), 'প্রজ্ঞাপারমিতা' (১৯৬৬), 'শকুন্তলা স্যানাটরিয়াম' প্রভৃতি তাঁর উপন্যাস এবং 'অকৃব'-র বিচিত্র গল্পসংকলন (১৯৭৬) তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে অন্যতম। তিনি মার্ক টোয়েন এবং ন্যথালিয়েন হর্নের বেশ কিছু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সাহিত্যরচনার পাশাপাশি জাদুবিদ্যা এবং সঙ্গীতচর্চাতেও অজিতকৃষ্ণ বসুর উপস্থিতি ও অনুরাগ বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। সরস শব্দ চয়ন, হাস্য রসাত্মক বাক্যবিন্যাস এবং লেখনিশক্তির অসামান্য দক্ষতায় তিনি যে সৃষ্টিরাজি সাহিত্যপ্রেমী মানুষদের উপহার দিয়েছেন, তাতে তিনি পাঠক-হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে আছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা রসিক লেখক ছিলেন অজিত কৃষ্ণ বোস। তাঁর সহৃদয় ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক পিপাসু। সব সময়ে তিনি সংস্কৃতি জগতকে নিয়ে পড়ে থাকতেন এবং চর্চা করতেন। তাঁর লেখাগুলি পড়লে মনে হয় তিনি যেন কবিতা লিখে চলেছেন এত মনোরম ছিল তাঁর ভাষাজ্ঞান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। সবাইকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। সবাই আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে সঙ্ঘের মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে সঞ সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ।

রাশিয়া, চিন এবং উত্তর কোরিয়া এখন একজোট হয়ে এশিয়া মহাদেশের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করছে

রবীন্দ্র কুমার শীল

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এখন চিন এবং উত্তর কোরিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। চিন সফর করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। তারপরে পুতিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তিনি উত্তর কোরিয়া সফর করবেন এবং কিমের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি করবেন। আর তিনি সেটাই করে দেখালেন। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যত তাইওয়ানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে এবং ভারতের অরুণাচল পদেশের ব্যাপারে ভারতের অধিকারকে স্বীকার করে নিচ্ছে ততই চিন আমেরিকার ওপরে ক্ষিপ্ত। রাশিয়া ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে গণভোট করেছে যা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি স্বীকার করে নেয়নি। এদিকে পুতিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট যদি নেটোতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে তাহলে যুদ্ধ বিরতি করতে পারে। কিন্তু তার আগে নয়। এদিকে নেটো দেশগুলি ইউক্রেনকে এতদিন ধরে রক্ষা করে এসেছে। নেটো ইউক্রেনকে ছাড়বে না। ভবিষ্যতে ইউক্রেন নেটোর সদস্য হবে এটা ঠিক। তবে রাশিয়ার অবস্থান কোথায় হবে তা কিন্তু বোঝা একেবারে অসম্ভব। যেভাবে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র এবং সামরিক বাহিনী চাইতে শুরু করে দিয়েছে তাতে পরিস্কার যে রাশিয়ার জনগণ আর যুদ্ধ চাইছে না। সেই কারণে পুতিন এখন বাইরের দেশ থেকে সেনা সংগ্রহ করে ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়। এশিয়ার ওপরে রাশিয়া এবং যিন যৌথভাবে আধিপত্য বিস্তার করার কথা ভাবতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে বারতের ওপরে চাপ দিতে শুরু করেছে চিন এবং রাশিয়া। যদিও বারদ্ধকত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে তারা আমেরিকা বা ইউরোপের দেশের সঙ্গে কোনও রকমভাবে সম্পর্ক নষ্ট করবে না। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখবে। তার ফলে রাশিয়া বেশ মুশকিলে। চিন তো বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাপান যে কোয়াড তৈরি করেছে তার সদস্য ভারত। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং বারত কোযাড গোষ্ঠীর সদস্য। একিে সার্ক বৈছক একনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে এখন আমেরিকা এবং রাশিয়া কোনও স্থানে অবস্থান করথে তা বোঝা খুবই মুশকিল। এদিকে ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। এখন ইজরায়েল গাজার ওপরে হামলা করতে শুরু করেছে। প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও ইজরায়েল প্যালেস্টাইনকে কোনও রকমভাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। আমেরিকা এ ব্যাপারে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পাশে রয়েছে। হামাসকে ধ্বংস করাই হচ্ছে ইজরায়েলের মূল্য লক্ষ্য। ইজরায়েল থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে ইজরায়েলকে যারা ধ্বংস করে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে তাদেরকে ইজরায়েল খতম করে দেবে। ইজরায়েলের শক্তি সম্পর্কে ইসলামিক দেশগুলি ওয়কিবহাল। ইরান বেশ শক্তি দেখাতে শুরু করেছিল। কিন্তুইজরায়েল যেভাবে

ইরানের বিমান বন্দর থেকে শুরু করে তাদের অস্ত্র ভাণ্ডারের ওপরে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে ইরান বেশ কম্পিত। ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান উদারপন্থী ব্যক্তি। তার ফলে তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ইরানকে যারা শত্রু দেশ বলে মনে করে তাদের কাছে ইরান বন্ধু দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর পাকিস্তানের নাম না করে পরমাণুর হামলাকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে ভারতকে পরমানু ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে রাখা যাবে না। ভারত সব সময়ে প্রস্তুত যে কোনও রকমের হামলার সঠিক উত্তর দিতে। চিনের নাম না করে বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন যে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরকে আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে উন্মক্ত রাখতে হবে। সেখানে কোনও যুদ্ধ জাহাজ চলাচল করতে গেলে তার কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমতি প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারত একটি আগামী দিনে প্রস্তাব রাখবে। ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব রাখবে যে ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগর শান্তি বার্তা বহন করুক। সেখান দিয়ে কোনও দেশের যুদ্ধ জাহাজ চলতে পারবে না। কারোর যুদ্ধ জাহাজ যেতে গেলে রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমতি থাকার দরকার। এবং সেই দেশকে অঙ্গীকার করতে হবে যে যুদ্ধ জাহাজ যাওয়ার সময়ে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে কোনও রকম গোলাগুলি ছোঁড়া করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের তদারকিতে থাকতে পারে এই দুইটি মহাসাগর। এদিকে ভারতের প্রস্তাব সমস্ত দেশ গ্রহণ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বন্ধ করতে ভারতের এই প্রস্তার সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে বলে মনে করতে শুরু করেছে। ভারতের এই প্রস্তাব এখনও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে। সমস্ত দেশের সঙ্গে কথা বলে ভারত এই প্রস্তাবকে রাষ্ট্রপুঞ্জে আনবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে ভারত সব সয়ে শান্তির পক্ষে। এখন বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ দেহিং মনোভাব সবাই দেখতে শুরু করেছে। কেউ আর শান্তির পক্ষে নেই। সবাই যদি অস্ত্রে শক্তি দেখাতে চায় তাহলে বিশ্ব জুড়ে শান্তিতে সঙ্কট দেখা দেবে। সেই কারণে ভারত চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে যে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগর শান্তি সাগর হিসাবে দেখা দিক মানচিত্রে। ভারতের এই প্রস্তাব চিন এবং আমেরিকা কতখানি মেনে নিতে পারে সেটাই দেখার। তবে খুব সম্ভবত ভারতের এই শান্তির প্রস্তাব চিন এবং আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধিকে খানিকটা হলেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। চিন তো ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়ে টহল দিতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কা বন্দরে এবং পাকিস্তানের করাচি বন্দরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠায় চিন। দক্ষিণ চিন সাগর চিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে। তারা সেখানে কোনও দেশের জাহাজ প্রবেশ করলে তাদের ওপরে নজরদারি করতে শুরু করে। জাপান এ বাপারে আপত্তি করতে শুরু করেছিল। চিন জাপানের শক্তি সম্পর্কে জানে। সেই কারণে জাপানের কোনও কথার জবাব দেয়নি। এদিকে জাপান সামরিক শক্তিতে ক্রমশ বলিয়ান হতে শুরু করেছে। জাপান আমেরিকার ওপরে ভরসা করতে পারছে না। যার ফলে জাপান সেনার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করছে। আজকে হঠাৎ করে কোনও কারণে আমেরিকা আক্রান্ত হলে তারা নিজেরে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকবে। তখন জাপানের নিবাপত্তার দিকে কে নজর দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে আমেরিকা এখন জাপানকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে ক্রমশ ছাড় দিতে শুরু করেছে।

এদিকে চিনের দোসর পাকিস্তান আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে শুরু করেছে। তার ওপরে রয়েছে খাদ্য সঙ্কট। পাকিস্তানে এখন গম নেই। গম না থাকলে পাক জনগণ একেবারে অসুবিধায় পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গমের আকালের মূল কারণ হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। প্রায় একটি বছর বেশি সময় ধরে হতে চললো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। তার ফলে গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। বিশ্বের গমের সঙ্কট মোচন করতো ইউক্রেন। কিন্তু আজকে সেই ইউক্রেন যুদ্ধের কবলে পড়ে তারা এখন আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে গম উৎপাদনের ওপরে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের চুক্তি হয়েছে যে গমের কোনও জাহাজের ওপরে রাশিয়া আক্রমণ চালাবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি না পেলে সেখানকার নাগরিকেরা অভুক্ত থাকবে। মানবিক কারণে গমের জাহাজের ওপরে রুশ আক্রমণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এখন আর গমের জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করে না। গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে আফ্রিকার দেশগুলিতে। ইউরোপের গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জ্বালানি থেকে শুরু করে খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে সর্বত্র। পাকিস্তানের যে গমের অভাব দেখা দেবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি সেই কারণে তড়িঘড়ি করে রাশিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ যাতে থামানো যেতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর কথায় কোনও রকমভাবে কর্ণপাত করেন নি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের গমের অভাব দেখা দিতে ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে পাকিস্তান। ভারতে যথেষ্ট পরিমানে গম উৎপাদন হয়ে থাকে। ভারত যদি পাকিস্তানকে গম দিয়ে সাহায্য করে তাহলে পাকিস্তানের নাগরিকদের কোনও রকম অসুবিধা হবে না। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাশিয়া থেকে ফিরে এসেই ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারত প্রশংসা কেন করছেন পাক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সেটাকে তলিয়ে দেখতে চাননি পাক সেনাদের কর্তারা। তারা পাক জঙ্গি এবং পাক গুপ্তচর সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে ভারত বন্দনাকারী ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিল এবং তাঁকে জেল বন্দি করে রাখা হয়েছে। এদিকে নওয়াজ শরিফ পাকিস্তানে ফিরে এসেছেন। তিনি এবারে প্রধানমন্ত্রী না হলে তাঁর চলকে পরিচালনা করবেন।। পাকিস্তানের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল চার বছর পাকিস্তানে থাকতে পারবেন না নওয়াজ শরিফ। তাঁর বিরুদ্ধে তোষাখানার মামলা ছিল। ফলে তিনি বিদেশে চলে যান। চার বছর পূর্ণ হতেই তিনি আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। এবারে তিনি প্রধানমন্ত্রী না হয়ে তাঁর ভাই শাহবাজকে প্রধানমন্ত্রী করে দিলেন।

ইমরান খান যাতে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন তার জন্য কৌশল করতে শুরু করেছেন শাহবাজ শরিফ। বিদেশ মন্ত্রী বিবাবল ভট্টো এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানের কপালে শনি নাচছে সেটা ইমরান খান বুঝতে পেরেছিলেন। তার ফলে তিনি ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন আর্থিক এবং খাদ্য সঙ্কট হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে কিন্তু পাকিস্তান আগামি দিনে গভীর সঙ্কটে পড়তে বাধ্য হবে। ইমরান খানের কথায় কর্ণপাত না করে শাহবাজ এবং সেনারা মিলে ইমরানকে গদি ছাড়া করে দিল। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও ইজরায়েল যুদ্ধ ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করলো। ইউক্রেন থেকে ভারতীয় ছাত্রদের স্বদেশি ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে করে পাকিস্তানের ছাত্রদের নিয়ে আসা হয়। পাকিস্তানের ছাত্ররা ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারতের মানবিক ভূমিকার প্রবল প্রশংসা করেছেন। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে পাক সেনারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল ইমরান খানের ভারত বন্দনা বজায় থাকলে আন্তর্জাতিক পাক আর্থিক সাহায্য একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক ভারত বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান বহু আর্থিক সহায়তা লাভ করতে থাকে। কিন্তু ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে পরাস্ত করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের শিল্পপতিরা উদার মানসিকতা বহন করে। উদার মানসিকতা বহণ করার ফলে সব দেশেই ভারতীয় শিল্পে প্রবেশাধিকার রয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারকে একেবারে নষ্ট করে দিতে পারেনি কোনও শত্রু দেশ। পাকিস্তান ইচ্ছা করেই বহু বার তাদের প্রাকৃতি দুর্যোগের সময়ে ভারতের সাহায্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। ভারত সেই সময়ে সীমান্ত খুলে দিয়েছিল যাতে করে পাক নাগরিকেরা ইচ্ছা করলে ভারতে প্রবেশ করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে পারে। পাক দুর্যোগের সময়ে ভারত বারবার হাত প্রসারিত করেছিল মানবিক সাহায্য দিতে। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসন ভারতের এই আর্থিক এবং মানবিক সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার ফলে বহু পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকেরা অভুক্ত থাকে এবং শিশুরা পথ্য পাচ্ছিল না। ওষুধের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। চিকিৎসকের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু পাক প্রশাসন ভারত বৈরতাকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান করে।

বাঙালিদের হাতেই আজও প্রকাশন জগত অমর

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রকাশনার জগতে একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান,পেরিয়ে এসেছে অনেক মাইলস্টোন। দেব সাহিত্য কুটীর ,বয়স ১৬৪ আজও বাঙালির নস্টালজিয়া ২০২০ সালের ১১ফেব্রুয়ারি দেব সাহিত্য কুটীর পেয়েছে তাদের ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। ১৮৯০ সাল, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বিরাট বড় এক মাইলস্টোন। ঝামাপুকুর লেনের বিপিএম প্রেস থেকে প্রথমবার বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়' ছাপা হল। ১৯২৪ সালে বিপিএম প্রেস নাম পরিবর্তন করে হয় দেব সাহিত্য কুটীর?

বছর তিরিশ আগেও যখন মা-কাকিমার কান বাঁচিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা হত ভ্যালেন্টাইন নিয়ে,গিফটের বড়জোর দৌড় গ্রিটিং কার্ড,তা-ও সেই গ্রিটিং কার্ডের শেষ আশ্রয় হত 'এ টি দেবের' ডিকশনারির পেট আর হ্যাঁ 'শুকতারা', 'নবকল্লোল',পত্রিকায় কেটেছে অনেক বাঙালির অনেক বসন্ত সময়ের স্রোতেই বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল ছোটদের 'শুকতারা', একটু বড়দের 'নবকল্লোল'।

সেইসময়ের কথা বলছি তখনও বোধহয় এমন কোনও বাড়ি ছিল না যে বাড়ির পড়ুয়াদের প্রথম পছন্দ ছিল না 'এ টি দেবের' ডিকশনারিকে এই ভদ্রলোক এ টি দেব?

ভদ্রলোকের আসল নাম আশুতোষ দেব। যিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথম ও প্রধান প্রকাশনা সংস্থা দেব সাহিত্য কুটীরের প্রতিষ্ঠাতা। এখান থেকেই প্রকাশিত 'বাঁটুল দি গ্রেট', অথবা 'হাঁদাভোঁদার' কাহিনী অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে 'শুকতারার' মধ্য দিয়ে বাঙালির মননে পৌঁছে গিয়েছে।

একটু যারা বড় ছিলেন 'নবকল্লোল'-এর প্রেমের গল্প পড়েই অনেক সুন্দর বসন্ত কিভাবে কেটে গিয়েছে সেই স্মৃতি রোমান্থনে নিশ্চিতভাবে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হবেন। 'এ টি দেবের'এখনকার ডিকশনারিতে আছে বিয়াল্লিশ হাজার শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণগত টীকা। চলুন আমরা বরং ডিকশনারির জন্মের আগের গল্প একটু শুনি। বরদাপ্রসাদ বেশ বড় মাপের জমিদার কিন্তু লাগামহীন খরচ কে কখনও নিয়ন্ত্রন করতে পারেন নি। অচিরেই খোয়াতে হয়েছিল জমিদারি। বিকল্প আয়ের উৎস

খুঁজে পেতে হাজির হয়েছিলেন শহর কলকাতার উত্তর দিকের বটতলা সংলগ্ন এলাকায়। কলকাতায় তখন বটতলা প্রকাশনা কেন্দ্র, এত প্রকাশনা সংস্থা বা বইয়ের দোকান নেই। অতি ব্যয়ে জমিদারি হারালেও ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে বরদা প্রসাদ বেশ দক্ষ ছিলেন প্রমান হল অচিরেই বোধহয় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বইয়ের ব্যবসা করে বিপুল অর্থ উপার্জন সম্ভব! কিছু অর্থ নিয়ে তিনি নেমে গেলেন বইয়ের ব্যবসায়।

ব্যবসার পসার বাড়তেই লাভের অঙ্ক বাড়তে লাগল দিনে দিনে The Church of England Magazine ১৮৬০ সালে তাঁর সম্পর্কে লিখে দিল One man in Calcutta realises more than 100 rupees monthly by this employment. বুঝতেই পারছেন সেই সময় বইয়ের ব্যবসা করে মাসে একশো টাকার বেশি অর্থ উপার্জন করা যায়, সাক্ষ্য দিচ্ছে একটি পত্রিকাগুদ্ধ লাগামহীন ব্যয়ে যে ভদ্রলোক জমিদারি খুইয়েছিলেন, সঞ্চিত সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে শুরু করেছিলেন বইয়ের ব্যবসা, তিনিই লাভের টাকায় এবার খুলে ফেললেন নিজেরই প্রেস।

১৮৬০ সালে ঝামাপুকুরের এক চালাঘরে প্রথম ছাপাখানা চালু হল, প্রতিষ্ঠাতা বরদাপ্রসাদ। প্রকাশনী সংস্থার নাম ছিল বিপিএম প্রেস। আর একটু দূরে সংস্কৃত প্রেসের ছাপাখানা। বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ছাপা আকারে প্রকাশিত হয় এখান থেকেই। বাংলায় তখন নবজাগরণের যুগ। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে বাংলায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন। ১৮৯০ সাল, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বিরাট বড় এক মাইলস্টোন। ঝামাপুকুর লেনের বিপিএম প্রেস থেকে প্রথমবার বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়' ছাপা হল।

১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণে তাঁর লেখা 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'উপক্রমণিকা', 'বোধদয়' সহ বেশ কিছু বই চলে গিয়েছিল হাইকোর্টের রিসিভারের হাতে। ১৯২৪ সালে বিপিএম প্রেস নাম পরিবর্তন করে হয়ে গেল দেব সাহিত্য কুটীর,ওই বছর বিদ্যাসাগরের লেখা সমস্ত বই ছেপে বিক্রি করার জন্য হাইকোর্ট নিলাম ডাকে। বিদ্যাসাগরের সমস্ত বই ছাপার অধিকার পেলো দেব সাহিত্য কুটীর। প্রকাশন জগতে খ্যাতি লাভ করলো দেব সাহিত্য বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ-সহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা বিভিন্ন বই টানা প্রকাশিত হচ্ছে দেব সাহিত্য কুটীরের প্রকাশনা সংস্থা থেকেই। নিলামে স্বত্ব হস্তান্তর হয়েছিল, বর্ণপরিচয়ের রিসিভার সংস্করণে সেটি উল্লেখ করা থাকে। বাঙালির জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে দেব সাহিত্য কুটীর এর পূজাবার্ষিকী। বরদাপ্রসাদের প্রয়াণের পর তাঁর পুত্র আশুতোষ দেব যখন থেকে বাবার ব্যবসার দায়িত্ব পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি ভেবেছিলেন কিভাবে ভাল মানের একটি ডিকশনারি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি,বাজারে এসে গেল এটি দেবের ডিকশনারি।তারপর বাকিটা শুধু টানা সাফল্যের ইতিহাস। বাজারে অনেক ডিকশনারি থাকলে 'এ টি দেবের' ডিকশনারি কখনও তার জনপ্রিয়তা হারায় নি।

১৯৪৩ সালে আশুতোষ দেব প্রয়াত হলেও উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন দেব সাহিত্য কুটির,বরদা টাইপ ফাউন্ড্রী, দেব লাইব্রেরী'র, মত সংস্থা। দেব সাহিত্য কুটীরের বিজয় রথ কখনও থেমে থাকেনি। পাঁচ পুরুষ বইয়ের প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আশুতোষ দেব থেকে বর্তমান উত্তরসূরীদের হাতে বাংলার প্রাচীন এই প্রকাশনা সংস্থা এগিয়ে যাচ্ছে মসৃণ গতিতে, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথম ও প্রধান প্রকাশনা সংস্থার নাম দেব সাহিত্য কুটীর সংস্থার প্রকাশিত অভিধান এবং ধর্মগ্রন্থ প্রথম থেকেই সর্বজনপ্রিয়। এছাড়া শিশু ও কিশোর পাঠ্য নানা ধরনের বই, ইংরেজি ক্লাসিক্সের অনুবাদ এবং শারদীয়া বার্ষিকী প্রকাশে দেব সাহিত্য কুটীর সাহিত্যের জগতে অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। অধুনা বড়দের এবং ছোটদের জন্য নানা ধরনের গল্প সংকলন, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী এবং কমিকসও প্রকাশ করে চলেছে এই সংস্থা এই সঙ্গে রয়েছে ছোটদের বইও।

সম্পাদকীয় সমীপেষু

শান্তিনিকেতনে বাতাস খোলা ছন্দ

গুরুদেব কখনই ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে পারতেন না। বলতেন, ভালো লাগে না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বীরভূমের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ওই রকম অসহ্য গরম, দুপুরবেলা চারিদিকটা রোদে হয়ত একেবারে পুড়েই যাচ্ছে - কিন্তু উনি দিব্যি দরজা জানলা খুলে এক মনে পড়েই যাচ্ছেন, তালপাতার হাত পাখাটা অবধি পাশে নেই। যদিও গ্রীষ্মের এমন দুপুর রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় - রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর সব সুদ্ধ জড়িয়ে ওঁকে ভারি উদাস আর আকুল করে দিত। আবার হয়ত কোনো এক অবিশ্রান্ত বৃষ্টির দিনে কেউ ছুট্টে এসে ঘরের জানলা দিতে গেছেন, যদি জলে বিছনা বইপত্র সব ভিজে যায়, উনি তাতে বিরক্ত হয়ে বলেছেন - আহা থাক না, জানলাটা বন্ধ করে দিলে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে আসে কী করে !ক্ষ্ম এমনও অনেকদিন হয়েছে, যেই কালবৈশাখীর মেঘ ঘনিয়ে এসেছে আকাশ জুড়ে, বোলপুরের ওই খোলা প্রান্তরে দামাল হাওয়ার সাথে বেরিয়ে পড়েছেন। তবে গুরুদেব কিন্তু খোলা জানলার সামনে বসে একদমই লিখতে পারতেন না, লেখবার সময় জানলার কাছ থেকে দূরে সরে বসতেন - আসলে জানলা দিয়ে চলকে আসা বাইরের জগতের দৃশ্যটা ওঁকে পাগল করে দিত, নিজেকে সামলাতে পারতেন না, সব ভুলে অবিরাম তাকিয়ে থাকতেন প্রকৃতির সেই আবেদনে। খোলা জানলার কাছে বসে লিখতে পারতেন না সত্যি, তেমনি লেখার সময় জানলা বন্ধ করতেও তিনি আবার দিতেন না - জানলা থাকবে খোলা, প্রয়োজনে তিনি লেখার টেবিলটাকে সরিয়ে নিতেন। এমন জানলা খোলা রাখার কারণ মনে হয় বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব ওঁর সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে যাতে অবাধে প্রবেশ করতে পারে - যাতে আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজ হিল্লোলে ওঁর মনের নেশায় মিশে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে পারে। তিনি নিজেই বলছেন, চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আলিপুর বাড়িতে যে ঘরে থাকতেন তার জানলা ছিল পুবের দিকে - ঠিক সামনে অনেকগুলো পাম গাছ, তারপর খোলা মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অন্য সব গাছ। তিনি লেখার সময় প্রতিবারই টেবিলটাকে ঘুরিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসতেন। বরানগর বাড়িতে থাকার সময়তেও টেবিলটা জানলার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতেন এক কোণে যেখানে দুপাশে দেয়াল, কোনো দিকে দেখা যায় না। একই ঘটনা শান্তিনিকেতনের অতিথিশালা, প্রান্তিক, শ্যামলী, উদিচী বাড়িতেও ঘটেছে। বলতেন, খোলা জানালার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। আমার মন ঘুরে বেড়াবে ঐ বাইরে দূরে।যখন কাজ কর্ম সব ফুরিয়ে যেত, তখন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যখন অতিথিশালায় দোতলার পুবের ঘরটিতে থাকতেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসতেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। হয়ত রাত এগারোটা বারোটা বেজে যেত তখনও উনি একই ভাবে আত্ম নিমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন সেখানে। আবার ভোর চারটের সময় উঠে স্নান করতেন প্রতিদিন, তারপর পুবদিকে মুখ করে ধ্যানে বসতেন। কোনো কোনো দিন অন্ধকার থাকতেই মন্দিরের পুব দিকের চাতালে এসে বসেছেন।

'আমি ক্ষমা চাইছি একটা সুযোগ দিন'

ভরা সভায় হঠাৎ করে হাতজোড় করলেন পার্থ, কী হল?

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ৮ জুলাইঃ লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই এবার চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। আর বাগদা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে মমতাবালার কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুরকে। আর শেষ লগ্নের প্রচার ছিল সোমবার। সেই প্রচারে এ দিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি। বললেন, "আমার দলের কেউ যদি কোনও অন্যায় করে থাকে আমি হাতজোড় করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন সৈনিক হিসাবে ক্ষমা চাইছি। পার্থ ভৌমিক অন্যায় করলে তার শাস্তি দয়া করে অন্য কাউকে দেবে না।" ২০২১ সালে এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। যদিও,

দলবদলে তিনি তৃণমূলের যোগদান করেন। এরপর ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করে বিশ্বজিৎকে। তবে বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে পরাজিত হতে হয় তাঁকে। বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রটি বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত। তবে কি জমি হারানোর ভয় পাচ্ছে তৃণমূল? পার্থর এ দিনের প্রচারের ধরন দেখে অন্তত তেমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন আষাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের গান্ধিনগরে প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের সমর্থনে পথ বৈঠক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে পার্থ ভৌমিক বলেন, "আমি বাগদার মানুষের কাছে বলতে চাই ২০১৬ সালে আমাদের হারিয়েছেন, ২০১৯ সালে হারিয়েছেন, ২০২১ সালে হারিয়েছেন, ২০২৪ সালে হারিয়েছেন।"

শুভেন্দু-সুকান্তর মিছিলে পড়ল ডিম

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৮ জুলাইঃ আগামী ১০ তারিখ রয়েছে উপনির্বাচন। আর উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের শেষ দিনের প্রচারে গিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, বিজেপির সেই মিছিলে কেউ বা কারা ছুঁড়েছে ডিম। সুকান্ত-শুভেন্দুদের দাবি, তৃণমূলেরই লোকজন এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এ দিন, দুপুরে শুরু হয় শিলিগুড়ি মোড় থেকে শুরু হয় বিজেপি-র মিছিল। রায়গঞ্জের বিজেপি প্রার্থী মানস ঘোষের সমর্থনে সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত-শুভেন্দুরা।

NOTICE

We 1.Sanjay Chandrakant Shah, son of Chandrakant Vanmalidas Shah 2.Ranjan Chandrakant Shah, wife of Chandrakant Vanmalidas Shah, hereby jointly declare that we are the joint owner of one Flat measuring about 735 Sq.ft. little more or less situated and lying at the ground floor of premises no-1,Mcleod street, Police Station Park Street, Kolkata700016.we have lost original deed of my Flat being Deed No.03019 for the year 2009, Volume no-7, Page no-10096 to 101129 executed before Additional Registrar Of Assurance -II of Kolkata. I have lodged complain to the police concern about lost of my aforesaid registered deed being no-03019 for the year 2009 on 27th April, 2024 and have collected a certified true copy of the deed. Any person or persons or any bank or financial institution having any claim/ demand/interest in the said property/land may contact in the postal address with lawful relevant documents within 15 days from the date of this notice, failing which any claim in this regard shall not be entertained in future as per provision of law.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে , গত ইং-২৯.০১.২০১৬ তারিখে ০৪ নম্বর রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা বলে মালদা জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত মজা পোলাডাঙ্গা জে.এল. নং ২৬০ , খতিয়ান নং এল.আর ৬৫৫, দাগ নং আর এস ৪০৪ এর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি ১) ছোট বিশ্বাস, ২) রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস, ৩) আলপনা বিশ্বাস, ৪) অপর্ণা বিশ্বাস, ৫) তুষার কান্তি বিশ্বাস, ৬) নীলিমা বিশ্বাস, ৭) অনিতা বিশ্বাস, ৮) সুশান্ত বিশ্বাস, ৯ঃ গীতা বিশ্বাস ঢালী-র নিকট হইতে রিতা বিশ্বাস বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া অত্র সম্পত্তি প্লট করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে-রেজিস্ট্রি কোরিয়া দিলে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হলে ইহা সংবাদ কাগজ মাধ্যমে প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যেও মালদা জেলার গাজোল থানাধীন গাজোল ব্লকের বি এল আর ও দপ্তরে জানাতে হইবে নচেৎ ১২০৯৯, ১২০৯৮, ১২০৯৫, ১২৯৭, নং একতরফা শুনানি হইবে।

Andulia Gram Panchayat
Mahadia, Kandi, Msd

NIeT No.2/24-25 Last date of submission 22.07.2024. Others details may be available from the Office of the undersigned during office hours.

Sd/-
Prodhan,
Andulia GP

**OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL. + PO.: DAPANG,
DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK**

e-TENDER Corrigendum NOTICE for Date Extended of Tender NIT Memo No: 164(5)/KGP/2024-25, Dt. 08/07/2024. Tender ID No: -(1) 2024_ZPHD_705754_1, (2) 2024_ZPHD_705754_2, (3) 2024_ZPHD_705754_3, (4) 2024_ZPHD_705754_4, (5) 2024_ZPHD_705754_5, (6) 2024_ZPHD_705754_6, (7) 2024_ZPHD_705754_7 and (8) 2024_ZPHD_705754_8 in fever of Vide No: 155(16)/KGP/e-NIT-01/2024-25, Date: 03/07/2024. It is notified that tender Vide No: 155(16)/KGP/e-NIT-01/2024-25, Date: 03/07/2024 invited, for is hereby for Date Extended due to hereby for last date of Bid Submission Date Extended due to unavoidable circumstances. This is for information and records only. e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/. (1). Date and Time of Download/Sale: from 03/07/2024 06:00 pm to 17/07/2024 06:00 pm. (2). Date and Time of Bid Submission: from 03/07/2024 06:00 pm to 17/07/2024 06:00 pm. (3). Date and time of Bid Opening: 20/07/2024 at 12:30 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned web site. Source of Fund: - 15th FC (Tied & Un Tied).

**Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat,
Hura Dev. Block., Purulia.**

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপাট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ১ম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (ব্যাঙ্ক) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ/ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।
সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **১৬ জুলাই ২০২৪** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, স্টক মার্কেটে অস্থিরতার কারণে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরির কারণে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

ক্রম. নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৫ই জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX০২৬২	স্বপন চক্রবর্তী	৪,১৩৬.৪৮	২৬ জুন ২০২৪
২	XXXX০১৫০	অদ্বৈত শিট	১,০০,২৪৭.৫২	৪ জুলাই ২০২৪
৩	XXXX০১৬৩	মোহিত খেরিয়া	২,২৯,০৫৫.৪১	৪ জুলাই ২০২৪
৪	XXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	৫,৩৫,৯৯০.৪২	৪ জুলাই ২০২৪
৫	XXXX৮৪৫০	অশোক ভট্টাচার্য	৭,০০৭.৩০	২৬ জুন ২০২৪
৬	XXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪৬,৩২৫.৯৬	২৬ জুন ২০২৪
৭	XXXX০০৬২	শুবল দাস	৫,৩২,৭৩৪.০৩	১৯ জুন ২০২৪
৮	XXXX২৯৬৫	কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়	১,৮০,৪০৩.৩৪	২৬ জুন ২০২৪
৯	XXXX৭৯৬১	শ্রমণ রায়	৬০,০৪৭.৯৯	১৯ জুন ২০২৪
১০	XXXX০০২৭	শমীক রায়	৫,৭১৯.৮২	২৬ জুন ২০২৪
১১	XXXX৩৮৬২	দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩,৩৭,৯২৬.২৩	৪ জুলাই ২০২৪
১২	XXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪১,০৪৭.৯৪	২ জুলাই ২০২৪
১৩	XXXX৬৩১৫	সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য	১,২২,৯৩৯.০০	৪ জুলাই ২০২৪
১৪	XXXX৫১৬৮	মনীষা শর্মা	৩,৯৪,৪৩৪.৬২	১৯ জুন ২০২৪
১৫	XXXX৩৩৪৪	সুনিতা মিঞ্জ	৩৮,৪০৩.০০	১৯ জুন ২০২৪
১৬	XXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৬,২৮৯.১৮	২ জুলাই ২০২৪
১৭	XXXX০১৭৮	সুনীল কুমার দাস	৭,৮৭,৩৭৫.৭৯	২ জুলাই ২০২৪
১৮	XXXX৪৯০৯	পিঙ্কি সিং	২,২৬,০৪২.৮২	১৯ জুন ২০২৪

তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৪ স্বা/-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-586/2024-25 (Sl No. 01 to 10)	17/07/2024 up to 5.00 PM
2	WBMAD/HM/PWD/NIT e-587/2024-25 (Sl No. 01 and 02)	
3	WBMAD/HM/PWD/NIT e-588/2024-25	24/07/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in** **Sd/- Executive Officer, Habra Municipality**

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O- Baga, Dist- Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, e-NIT No. 01/2024-25 Dated: 03/07/2024. All information available **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender No.: WBMAD/UM/702/e-Tender/2023-24(2nd Call), Dated: 08.07.2024, WBMAD/UM/704/e-Tender/2023-24(2nd Call), Dated: 08.07.2024, (Electrical for the Construction of proposed Two Storied Urban primary Health Centre (UPHC-2) at Sizberia in Ward No. 17 & Installation of 1 no. high mast lighting tower in Ward no 20 under Uluberia Municipality). Details are available in the www.wbtender.gov.in.

**Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality**

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
রেজি. অফিসঃ ৪ ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নংঃ ০৩৩ ২২৩১৩৩৩৭ / ২২৩১৩৪৫০, ফ্যাক্স নংঃ ০৩৩-২২৩১৪৭৬৮
ই-মেলঃ cs@kilburnengg.com; ওয়েবসাইটঃ www.kilburnengg.com

ইক্যুইটি শেয়ার হোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ-এ স্থানান্তর

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এই বিজ্ঞপ্তিটি এখানে দেওয়া হয়েছে যা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষের সাথে পড়া হয়েছে (হিসাব, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) নিয়ম, ২০১৬ (নিয়ম), **২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের জন্য ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ,** যা সাত বছর ধরে দাবি করা হয়নি, ৯ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে আইইপিএফ-এ স্থানান্তর / ক্রেডিট করা হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ার যার উপর লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবি করা হয়নি তাও নিয়মের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করা হবে।
বিধিগুলি মেনে, সমস্ত সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ব্যক্তিগত নোটিশ পাঠানো হয়েছে যাদের শেয়ারগুলি পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে পারে। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে http:www.kilburneng.com এ উপলব্ধ করা হয়েছে।
নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, শেয়ারহোল্ডাররা দয়া করে নিম্নলিখিতগুলি নোট করতে পারেনঃ
১) প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারঃ নিশ্চিতকরণের চিঠি(গুলি) ডুপ্লিকেট শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) উল্লিখিত শেয়ারগুলিকে আইইপিএফ-এ স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে এবং আপনার নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) জারি করা হবে। এবং আপনার দ্বারা অধিষ্ঠিত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
২) ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারঃ আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য দায়ী শেয়ারগুলির জন্য ডেবিট করা হবে।
যদি বৈধ দাবি **৫ অক্টোবর,** ২০২৪ তারিখে বা তার আগে প্রাপ্ত না হয়, কোম্পানি আর কোন নোটিশ ছাড়াই আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দায়বদ্ধ লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর করতে এগিয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশের পরিমাণ এবং আইইপিএফ-এ উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে স্থানান্তরিত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ার এবং লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন আইইপিএফ-৫ অনলাইনে নির্ধারিত ফর্মে একটি আবেদন করে এবং আইইপিএফ-৫ ফর্মে গণনা করা অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথির সাথে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত একই কপি প্রেরণ করে। উপরে উল্লিখিত তার সেক্রেটারি অফিসের ঠিকানায় কোম্পানির কাছে।
কোনো প্রশ্ন / স্পষ্টকরণের ক্ষেত্রে, আপনি কোম্পানির সাথে cs@kilburnengg.com, ফোন নম্বরঃ +৯১ ২৫২২ ৬৬৩ ৮৯৯ / +৯১ ২৫২২ ২৮৩ ০০০ বা কোম্পানির আরটিএ মহেশওয়ারি ডেটাম্যাটিস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা ৭০০০০১, ফোনঃ +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/ ২২৪৩ ৫০২৯, ই-মেইলঃ mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করুন।

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের পক্ষে
তারিখঃ ৬ জুলাই, ২০২৪ স্বা/- অরবিন্দ বাজরিয়া
স্থান ঃ ভিওয়ান্ডি কোম্পানি সেক্রেটারি এবং নোডাল অফিসার

<u>সোমবারেও খাসমহলে ভাঙন অব্যাহত</u>

ক্ষুদার্ত শিশুদের কান্নায় ভারি বাতাস, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮জুলাইঃ সোমবারেও ভাঙ্গন অব্যাহত গঙ্গা এবং ফুলহর তীরবর্তী মালদহের রতুয়ার খাসমহল এলাকায়। এই খাসমহল এলাকায় মহানন্দাটোলা এবং বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামে কার্যত বিভীষিকা পরিস্থিতি। এলাকাগুলিতে অভুক্ত শিশুদের কান্না। ঘর হারানো মানুষের আর্তনাদ। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই দুই শতাধিক বাড়ি চলে গেছে নদীগর্ভে। যাদের বাড়ি এখনো আছে তারা প্রায় প্রত্যেকেই বাড়ি ভাঙতে শুরু করেছেন। কারণ যে কোন মুহূর্তেই গ্রাস করবে নদী। সেক্ষেত্রে বাড়িতে থাকা জিনিস এবং বাড়ির ইট গুলো যদি বাঁচানো যায়। এই প্রচেষ্টায় করে চলেছে সকলে। আর যাদের বাড়ি ইতিমধ্যেই চলে গেছে। তাদের কেউ কেউ চলে যাচ্ছেন আত্মীয়ের বাড়িতে। বাকিরা প্রশাসনের কাছ থেকে পাওয়া একটা পলিথিন টাঙিয়ে কোনক্রমে দিন কাটাচ্ছেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কেউ ভাত খেতে পাননি। ছাতু, মুড়ি, চিড়া যা ছিল তাও সব শেষের পথে। একদিকে জমি বাড়ি হারানোর যন্ত্রণা। অন্যদিকে পেটে খিদের জ্বালা। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনো খোলা হয়নি কোন ত্রাণ শিবির। এমন কি ত্রাণ সামগ্রীও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। শনিবার বিধায়ক এবং মহকুমা শাসক গিয়ে জানান খাবার ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ চলে এসেছে। প্রত্যেকের কাছে পৌছে যাবে। যদিও এদিনও অভিযোগ উঠছে ঠিক ভাবে এখনো ত্রাণ পৌছায়নি। সেখানেও স্থানীয় কিছু নেতৃত্ব স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতি করছে। বড়রা তাও সব হারিয়েও জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে খিদের জ্বালা সহ্য করে থেকে যাচ্ছেন। আশা করছেন কখন সাহায্য করবে প্রশাসন। কিন্তু ক্ষুদার্ত ছোট শিশুদের কান্নার আওয়াজে ভারী হয়ে উঠছে খাসমহলের বাতাস। প্রশাসনিক সাহায্য বলতে শুধু মিলেছে একটি করে পলিথিন। তাও সকলে পাননি। এলাকার মানুষের বক্তব্য প্রশাসন যদি না দেখে। এরপর নদীতে ঝাপ দিয়ে

আত্মহত্যা করা ছাড়া তাদের কাছে কোন উপায় থাকবে না। যদিও শনিবার দুপুরে ভাঙন কবলিত এলাকাগুলিতে গেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সমর মুখার্জি। সঙ্গে ছিলেন মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি। বিধায়ক যেতেই তাকে ঘিরে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিল সর্বস্ব হারানো মানুষগুলো। তবে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সমরবাবু পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে এবং সূচতুর ভাবে ভাঙনের দায় কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত সেই ক্ষোভের প্রশমন করেছিলেন। প্রশাসনের দাবি প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী যার মধ্যে শুকনো খাবার থেকে শুরু করে ওষুধ সব রয়েছে। সেগুলি চলে এসেছে। এলাকায় দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গেছে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতিটা একদমই ছিল আলাদা। রবিবারেও বহু মানুষ অভুক্ত অবস্থায় থেকেছেন। খাদ্য সামগ্রী বস্ত্র বা ওষুধ কিছুই পাননি। স্থানীয় গৃহবধূ রোমিশা খাতুন বলেন, "বাড়িঘর সব চলে গেছে। ছয়দিন ধরে এক কাপড়েই আছি। খাবার বলতে শুধু ছাতু। আমরা তাও সহ্য করে নিচ্ছি। বাচ্চাগুলো খুব কষ্ট পাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত একটা পলিথিন ছাড়া সরকার থেকে কিছুই পাইনি।" স্থানীয় বাসিন্দা আজহারউদ্দিন জানান, "আমার বাড়ি জমি সব চলে গেছে। বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাবো বলুন। যেটুকু শুকনো খাবার ছিল শেষ। তাই আজ একটা আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যাচ্ছি। আরেক স্থানীয় এমাজুদ্দিনের অভিযোগ, চিড়ের প্যাকেট তো এসেছিল প্রধানের বাড়িতে ছিল। কিন্তু আমরা গিয়ে সেটা পেলাম না। আজকেও অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটলো।" যদিও মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জির দাবি, "প্রশাসনের প্রচেষ্টার কোন খামতি নেই। বিডিও এবং তার টিম প্রত্যেকদিন সেখানে যাচ্ছেন। ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে। এদিন মেডিকেল টিমও গেছে। কারোরই যাতে সমস্যা না হয় সেটা আমরা দেখছি।"

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.
CIN-L36934WB1977PLC031184
P.O. JAGATDAL, DIST: 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL-743125
Phones: (033) 2581-2757/2038 Fax: 2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com; **Website:** www.aucklandjute.com

NOTICE OF THE 46TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS/REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **46th Annual General Meeting ("AGM") of Auckland International Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 31st day of July, 2024 at 11.00 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the Forty sixth AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular Number SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (referred as "e-AGM circulars"), without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be 5, Middleton Street, Kolkata-700071, the Corporate Office of the Company

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24:

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 46th AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2023-24 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 06th July, 2024 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 46th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars

The Notice of the 46th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at http://www.aucklandjute.com/, website of the Stock Exchange i.e. https://www.cse-india.com/ and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

Participation in AGM through VC / OAVM:

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being availed by the Company from National Securities Depository Limited (NSDL), the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of 46th AGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 24th July, 2024, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 24th July, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Sunday, 28th July, 2024 at 09:00 A.M. and ends on Tuesday, 30th July, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall not be allowed beyond Tuesday, 30th July, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. Login details for remote e-voting/ e-voting at AGM has been made available to the members on their registered email address. A facility of joining the AGM through VC/OAVM is available through NSDL e-voting portal at www.evoting.nsdl.com. Members are requested to refer to the 46th AGM Notice for details and procedure for login during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 24th July, 2024, he/she may obtain login id and password by sending a request over at evoting@nsdl.co.in mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 46th AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User Id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Manner of registering/updating E-mail ID:

Members holding shares in physical form, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant/s, may register their email address by sending a scan copy of a signed request letter mentioning name, folio number, complete address, scanned copy of self-attested PAN Card and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) in support of the address of the Members registered with the Company, by sending an email at ail@aucklandjute.com and/or nichetechpl@nichetechpl.com. Members holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository Participant/s.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 25th July, 2024 to Wednesday, 31st July, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice for AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

Contact Details:

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in

By Order of the Board
For AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
Sd/-
Date : 08.07.2024 S. Ghose
Place : Kolkata (Company Secretary)

আমি, **সন্তোষ কুমার আগরওয়াল** প্রয়াত গোপিরাম কিষাণপুরিয়া, ১০, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০০১৯-এ বসবাস করছি, এতদ্বারা আন্তরিকভাবে নিশ্চিত করছি এবং ঘোষণা করছি যে আমি সন্তোষ কুমার কিষাণপুরিয়া নামেও পরিচিত। সন্তোষ কুমার আগরওয়াল এবং সন্তোষ কুমার কিষাণপুরিয়া উভয়ই একই অভিন্ন ব্যক্তি, যেমনটি নোটারি পাবলিকের আগে ঘোষণা করা হয়েছে, সি.এম.এম.'স কোর্ট, কলকাতা (ডব্লিউ.বি.) হলফনামার মাধ্যমে। ১.৭.২০২৪

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of Additional Class Room for Uttar Bagi Chit Free Primary School, Mouza-Bagi, J.L. No.-78, Plot No.-23 at Purba Bishnupur GP under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below:- 1. **N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-28(01)/2023-24(3rd Call), Dated: 08/07/2024. 2. Tender ID: 2024_ZPHD_709174_1**. 3.Bid submission start date: **09.07.2024 at 10:00 a.m.** 4. Bid submission closing date: **17.07.2024 at 12:00 p.m.** Details available from the website **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas**

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
সিআইএনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৯৯১
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরানী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বর ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com,
ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওওভিএম')-এর মাধ্যমে ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করার জন্য পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য সদস্যদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৪ সকাল ১১:০০ এ অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং এইবিআই এবং এমসিএ সার্কুলার নং দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির বিধান মেনে। ২০/২০২০, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে।
বৈঠকের জন্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('সিডিএসএল') দ্বারা এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য প্রদান করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন কারণ এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার কোনো বিধান করা হয়নি। এজিএম-এর জন্য কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে উপস্থিতি গণনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলির নোটিশ সহ বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিপত্রের সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যার ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/আরটিএ-তে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে। নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো ফিজিক্যাল কপি কোনো সদস্যকে পাঠানো হবে না।

যারা সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি। ডিম্যাট ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির সাথে তাদের বিশদ যাচাই/আপডেট করতে পারেন এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিঃ

সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (ই-ভোটিং) মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় তাদের ভোট(গুলি) দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের এবং যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূর থেকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ('রিমোট ই-ভোটিং') এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল (https://www.evotingindia.com/) ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম ('ইন্সটা পোল')-এও উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট (গুলি) দেননি তারা এজিএম তারিখে ভোট দিতে পারবেন ইন্সটা পোল।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগ-ইন শংসাপত্রগুলি সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ইমেল পান না বা যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/ আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নোটগুলিতে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগ-ইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারে।

একই লগ-ইন শংসাপত্রগুলি ভিসির মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

নরবেন টি এন্ড এক্সপোর্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নীরজ তিওয়ারি
তারিখঃ ৮ জুলাই, ২০২৪ কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা মেম্বারশিপ নং.ঃ এসিএস৭০৪৭৯

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/73 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of different damaged road surface at K. B. Sen Street and Pyari Sarkar Street in Ward No. 44 under BR-V.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,93,144.56.** Earnest money: **₹ 9,900.00.** Period of completion: **150 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/74 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of different damaged road surface at Hare Street and Koilaghat Street in Ward No. 45 under BR-V.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,94,158.35.** Earnest money: **₹ 9,900.00.** Period of completion: **150 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/75 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road surface disturbed by Water Supply Department along Dr. Rajendra Prasad Sarani from B. R. B. Bose Road to N. S. Road in Ward No. 45 under BR-V.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,55,875.14.** Earnest money: **₹ 7,150.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/76 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road surface disturbed by Water Supply Department at Hare Street, India Exchange Place, B. B. D. Bag and surrounding area in Ward No. 45 under BR-V.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,92,561.15.** Earnest money: **₹ 9,900.00.** Period of completion: **150 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/79 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of roads with hotmix laying at CIT Road, Nirmal Ch. Street, Free School Street etc. under BR-VI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,97,374.69.** Earnest money: **₹ 9,950.00.** Period of completion: **120 days.**

(6) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/78 (1st Call)
Name of the work: **Repairing/replacing or raising/lowering manhole cover and catch pit cover at Lenin Sarani, Dr. LMB Road, Dr. Sundari Mohan Avenue & adjacent Roads under BR-VI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,22,061.60.** Earnest money: **₹ 6,450.00.** Period of completion: **200 days.** Last date and time of submission of bid: **23.07.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2024 (12 noon) (For Sl. No. 1 to 4) and 13.07.2024 (12 noon) (For Sl. No. 5 & 6).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites tender online item wise two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ASPH/PB/GKG-01/2024-25
Name of the work: **Supply and fitting fixing of spares for maintenance work of DM-45 and DM-50 hot mix plant at Asphaltum Palmer Bazar.** Estimated cost: **Quotation.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **20.07.2024 - 2.30 pm.** Bid opening date for technical proposal: **22.07.2024 - 2.30 pm.** The bid forms and other details are available on and from **10.07.2024 - 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), KMC invites e-tender for the following works:
(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/05/2024-25
Name of the work: **Development of W/S networks by replacing 100 mm dia PVC pipe by laying of 100 mm dia DI pipe at Ramthakur Ashram to D/88 in Ward No.-102, BR-XII.** Estimated amount: **₹ 2,43,415.19.** Earnest money: **₹ 4,900.00.** Period of completion: **28 days.**
(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/04/2024-25
Name of the work: **Development of 100 mm dia D.I. pipe by providing 100 mm dia pipe at behind Tripura Mandir in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated amount: **₹ 2,39,956.91.** Earnest money: **₹ 4,900.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **20.07.2024 - 5 pm/23.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available from the website **http://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Water Supply), KMC invites tender online quotation two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/DSPCBPS/23-24/03/1st Call
Name of the work: **Construction of septic tank and washroom at Deshopriyo Park CBPS.** Estimated cost: **₹ 1,98,392.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **28 days.** Last date of submission of bid: **19.07.2024 - 2 pm.** Tender will be opened on: **22.07.2024 - 2 pm.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2024 - 2 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites tender online item/percentage rate in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : GRBU/JOKA/E4/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Complete servicing and overhauling of 2 nos. 5.69 cusec DWF submersible pump at Joka DPS under GRBU (S&D).** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **14 days.**
(2) NIT No. : GRBU/JOKA/EL/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Joka DPS under GRBU (S&D).** Estimated cost: **₹ 4,76,752.00.** Earnest money: **₹ 9,700.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **18.07.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **10.07.2024 at 5 pm (For Sl. No. 1 & 2).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 2).**
(3) NIT No. : KMC/S&D/DPS/22-23/021
Name of the work and location: **Removal of silt from the screen chamber & sump chamber at Kasba Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 1,90,622.35.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **28 days.** Time and last date of receipt/opening of tender paper (technical bid): **18.07.2024 at 3 pm/22.07.2024 at 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **10.07.2024 at 3 pm.** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE_PS/X/95/2/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, renovation and beautification of a Park in Golf Green Phase 3 in Ward No.-95, BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,88,080.68.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **40 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE_PS/X/96/7/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and painting of Bapujee Nagar Ground in Ward No.-96, BR-X.** Estimated cost: **₹ 1,65,778.67.** Earnest money: **₹ 3,400.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **19.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **10.07.2024 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/94/MNT1/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of different Parks (Horticulture related works) in Ward No.-94, BR-X.** Estimated cost: **₹ 4,05,704.98.** Earnest money: **₹ 8,200.00.** Period of completion: **365 days.**
(2) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/81/AM1/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of roadside garden at Bankim Mukherjee Sarani and Pramatha Chowdhury Sarani and Sidheeswar Mukhopadhyay Park (Horticulture related works) in Ward No.-81, BR-X.** Estimated cost: **₹ 4,99,698.20.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date of submission of bid: **19.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(193/24-25)

বিজ্ঞান - পরিবেশ

সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করেছে ফ্রান্স

১৯টি বিশাল কয়েল দিয়ে তৈরি একাধিক টরয়েডাল চুম্বকের সমন্বয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করেছে ফ্রান্স। ইন্টারন্যাশনাল ফিউশন এনার্জি প্রজেক্ট ফিউশন রিঅ্যাক্টর নামের এই পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার। বিশাল এই চুল্লি তৈরিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারতসহ ৩৫টি দেশ সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরির কাজ শেষ হলেও এটি ২০৩৯ সাল নাগাদ চালু করা হতে পারে। ফিউশন আর ফিশন শব্দের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য রয়েছে। ফিউশন পদ্ধতি বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়। একটি পরমাণুকে বিভক্ত করার পরিবর্তে দুটি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসকে যুক্ত বা ফিউজ করে এ পদ্ধতি। আর তাই নতুন এই চুল্লিতে ফিউশন শক্তির মাধ্যমে জ্বালানি তৈরি করতে চান বিজ্ঞানীরা। এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে চান তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বিশাল এই চুল্লিতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বক রয়েছে। এই চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীকে ঘিরে রাখা চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে ২ লাখ ৮০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। গত ৭০ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ফিউশনের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। এই প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরি করতে খুব বেশি উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুকে ফিউজ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় নক্ষত্র পদার্থকে আলো ও তাপে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস বা দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদন হয় না। ফিউশন রিঅ্যাক্টরের নকশায় টোকামাক নামের বিশেষ একটি যন্ত্র থাকে।

এই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রসহ একটি ডোনাট আকৃতির চুল্লি থাকে। চেম্বারের ভেতরে প্লাজমা উত্তপ্ত করা হয়। পারমাণবিক ফিউশন ঘটানোর জন্য প্লাজমার কয়েল অনেক সময় ধরে রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

বায়োনিক পা তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকেরা, জানতে হলে এক্ষুনি পড়ুন

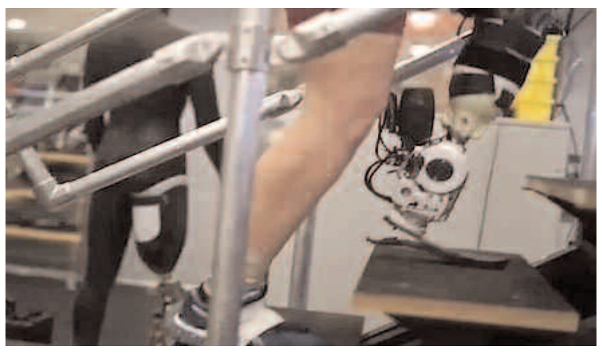

মস্তিষ্ক থেকে পাঠানো সংকেত অনুযায়ী নড়াচড়া করতে সক্ষম বায়োনিক পা তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) গবেষকেরা। ফলে মনে মনে চিন্তা করেই শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো এই বায়োনিক পা নাড়ানো যায়। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম এই পা ব্যবহার করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামাও করা সম্ভব। ফলে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পা হারানো ব্যক্তিরা এই বায়োনিক পা ব্যবহার করে দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ সহজে করতে পারবেন।

বায়োনিক পা মূলত মানুষের পেশি থেকে মস্তিষ্কের সংকেত সংগ্রহ করে থাকে। এ জন্য ব্যবহারকারী শরীরে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কৃত্রিম পেশি যুক্ত করা হয়। এরপর পেশি নড়াচড়া করার সংকেতকে রোবোটিক প্রযুক্তির উপযোগী করে রূপান্তর করা হয়। ফলে পা নাড়ানোর কথা ভাবলেই রক্তমাংসের পায়ের মতো বায়োনিক পা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বায়োনিক পায়ের কার্যকারিতা পরীক্ষাও করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে দেখা গেছে, বায়োনিক পা ব্যবহার করে দ্রুত হাঁটার পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করতে পারছেন ব্যবহারকারীরা। উঁচু-নিচু পথে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি না থাকায় স্বাভাবিক মানুষের মতোই চলাফেরা করতে পারছেন তাঁরা। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই বায়োনিক পা বাণিজ্যিকভাবে বাজারে আনা হতে পারে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি বাতাসে ভাসতে পারে জলহস্তী

অবিশ্বাস্য হলেও প্রাণিবিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিশালাকার জলহস্তী কিছু সময়ের জন্য বাতাসে ভাসতে পারে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ভেটেরিনারি কলেজের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ভারী শরীর ও চার পা একসঙ্গে ওপরে তুলে শূন্য দশমিক ৩ সেকেন্ড পর্যন্ত বাতাসে ভাসতে পারে জলহস্তী। এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য বাতাসে ভাসলেও এটি বিশালদেহী জলহস্তীর জন্য বেশ বড় বিষয়। যুক্তরাজ্যের উত্তর ইয়র্কশায়ারের ফ্ল্যামিঙ্গো ল্যান্ডে দুটি জলহস্তীকে প্রথম বাতাসে ভাসতে দেখেন গবেষকেরা। গবেষক জন হাচিনসম জানিয়েছেন, জলহস্তী দ্রুত চলার জন্য যেভাবে বাতাসে ভাসে, তা দেখা বেশ আকর্ষণীয়।

বছরে ১২০ বার স্টারশিপ রকেট উৎক্ষেপণ করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি

দুই দশক আগে মহাকাশে কোনো যান পাঠানো হলে তা রীতিমতো গণমাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হিসেবে আলোড়ন তুলত। এখন মহাকাশে যান উৎক্ষেপণ বেশ নিয়মিত ঘটনা বানিয়ে ফেলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সেই তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স। বছরে ১২০ বার স্টারশিপ রকেট উৎক্ষেপণ করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চপ্যাড ব্যবহার করে ফ্যালকন ৯সহ বিভিন্ন রকেট উৎক্ষেপণ করে থাকে স্পেসএক্স। এ বছর কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ৪৪ বার স্টারশিপ রকেট উৎক্ষেপণের পাশাপাশি নতুন আরেকটি লঞ্চপ্যাড থেকে বছরে ৭৬ বারের মতো রকেট উৎক্ষেপণের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর ফলে নতুন-পুরোনো লঞ্চপ্যাডগুলো থেকে বছরে ১২০ বারের মতো রকেট উৎক্ষেপণ করতে চায় স্পেসএক্স। স্পেসএক্সের স্টারশিপ রকেট উৎক্ষেপণের সেঞ্চুরি করার পরিকল্পনায় অন্য বেসরকারি মহাকাশ প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।

স্পেসএক্সের এমন আগ্রাসী আচরণে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করছে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো। স্টারশিপ রকেটের কার্যক্রম সীমিত করারও পরামর্শ দিয়েছে ব্লু অরিজিন। ১৯৭০ সালে পৃথিবী থেকে ১৩০টি রকেট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়।

২০০০ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় ১২১টি রকেট। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৬৬৪টি। প্রতিবছরই এই সংখ্যা বাড়ছে। স্পেসএক্সের নতুন এ পরিকল্পনা সফল হলে রকেট উৎক্ষেপণের সংখ্যা আরও বাড়বে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রানিং রুমগুলিতে রানিং স্টাফদের জন্য উপলব্ধ বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা

মালিগাঁও, ৮ জুলাইঃ ট্রেনের সুগম ও সুরক্ষিত চলাচলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রধান দুটি ক্যাটাগরি তথা লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট সহ রানিং রুম স্টাফদের জন্য রানিং রুমগুলিতে সর্বোত্তম সুযোগ- সুবিধা প্রদানের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা একনিষ্ঠ ও আন্তিরকভাবে নিয়োজিত থাকে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ মোট ৪২টি রানিং রুম রয়েছে। প্রত্যেকটি রানিং রুমে সংযুক্ত শৌচালয় সহ পর্যাপ্ত আয়তনের ডাবল বেডের সাউন্ড প্রুফ রুম, ধ্যান এবং যোগ অনুশীলন করার জন্য মেডিটেশন রুমের মতো সুবিধা রয়েছে, যাতে ট্রেন চালানোর সময় তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ ও সতেজ থাকেন।

এছাড়াও রয়েছে রিডিং রুম, ডাইনিং হল, পৃথক ভেজ ও নন-ভেজ কিচেন, আরঅ' পিউরিফায়েড পানীয় জল, পরিষ্কার ক্ষৌমবস্ত্র, সোলার হট ওয়াটার সিস্টেম, লন্ড্রিআইরনিং, সম্পূর্ণ শরীর ও ফুট ম্যাসেজার, ট্রেডমিল এবং অটোমেটিক সাইকেলের মতো আধুনিক সরঞ্জাম সহ জিমনেসিয়াম।

এই সুবিধাগুলি লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের মতো রানিং স্টাফদের প্রদান করা হয়, যাতে কর্তব্য শেষ হওয়ার পর তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ করেন এবং সতেজ ভাব নিয়ে পুনরায় তাঁদের কর্তব্য শুরু করতে পারেন। এই রানিং রুমগুলি হলো লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের জন্য বাড়ি থেকে দূরের বাড়ির মতো। যাত্রীদের জন্য এবং আমাদের দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নিরাপদে, সময় অনুযায়ী এবং দক্ষভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটরা প্রায়ই গভীর রাতে এমনকি মধ্য রাতেও নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। তাঁরা যেন উপযুক্ত বিশ্রাম এবং আহার লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তাঁরা নিজেদের পরবর্তী কাজের সময় সতর্ক ও সতেজ থাকতে পারেন এবং কোনোরূপ বাধা ছাড়া ট্রেনের চলাচল নিশ্চিত করতে পারেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সময়ে সময়ে লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের পরিবারবর্গের সাথে বার্তালাপের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনে তাঁদের কর্তব্য পালনের সময় তাঁদের কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও যাতে বুঝতে পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটরা যাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ করতে পারেন তা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবসময় নিশ্চিত করা হয়।

নাম পরিবর্তন

আমি Moumita Dey (পুরাতন নাম) স্বামী Subhajit Das ঠিকানা Natun Pally Indus Nursing Home, Uttar Padra, Howrah-711109 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Moumita Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Moumita Das (নতুন নাম) ও Moumita Dey (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Salaha Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Zulfiker Ali Sardar ঠিকানা Randhan Gacha, P.O.- Arkhali Amdanga, P.S.- Ashok Nagar, 24 Pgs. (N), Pin-743221 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Selima Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Selima Bibi (নতুন নাম) ও Salaha Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Nazneena Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Khasru Amin Mondal ঠিকানা . Vill. – Banglani, P.O.- Banglani, P.S.- Swarupnagar, 24 Pgs. (N), Pin-743286 Ld. 1 ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসত, উত্তর 24 পরগনা Dated 06-05-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Naznina Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Naznina Begum (নতুন নাম) ও Nazneena Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rasi Husnara Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Late Abul Kalam Azad, ঠিকানা- Kaliachak Old Electrik Supply, Baliadanga, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, Pin- 732201, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rafi Husnara Khatun (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rafi Husnara Khatu (নতুন নাম) এবং Rasi Husnara Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Arman Ali (পুরাতন নাম) পিতা Md Sahabuddin, ঠিকানা- 39, Cowies Ghat Road, P.S.- Shibpur, Howrah-711102, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arman Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arman Ali (নতুন নাম) এবং Md Arman Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Ibrar Ahmed (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Jabbar , ঠিকানা- 27/28, Pilkhana 1ST Lane, P.S.- Golabari, Dist.- Howrah, Pin- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Haji Ibrar Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Haji Ibrar Ahmed (নতুন নাম) এবং Ibrar Ahmed (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammed Firozuddin Shaikh (পুরাতন নাম) পিতা Fariduddin Sheikh , ঠিকানা- Vill.- Narikel Danga, P.O.- Hasim Nagar, P.S.- Falta, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743513, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Firozuddin Sheikh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Firozuddin Sheikh (নতুন নাম) এবং Mohammed Firozuddin Shaikh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kashed Ali (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Hamid Manda , ঠিকানা-Vill.- Gangati, P.O.- Chaita, P.S.- Basirhat (Matia), Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743445, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kached Ali Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kached Ali Mandal (নতুন নাম) এবং Kashed Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Bijay Kumar Karmahapatra (পুরাতন নাম) পিতা Late Pankajlochan Karmahapatra , ঠিকানা- VILL&PO - KEOTKHALISA ,PS-MOHANPUR WEST MEDINIPORE,721443, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bijoy Karmahapatra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bijoy Karmahapatra (নতুন নাম) এবং Bijay Kumar Karmahapatra (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Bipul Kumar Karmaha Patra (পুরাতন নাম) পিতা BIJOY KARMAHAPATRA , ঠিকানা- VILL & PO-KEOTKHALISA, PS-MOHANPUR WEST MEDINIPORE,721443, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BIPUL KUMAR KAR MAHAPATRA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। BIPUL KUMAR KAR MAHAPATRA (নতুন নাম) এবং Bipul Kumar Karmaha Patra (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Golak Chandra Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Keshav Biswas ঠিকানা Payaradanga, Mayurhat, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-07-2024 এর Affidavi দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Golak Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Golak Biswas (নতুন নাম) ও Golak Chandra Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Nitai Kumar Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Golak Biswas ঠিকানা Payaradanga, Mayurhat, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nitai Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nitai Biswas (নতুন নাম) ও Nitai Kumar Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Kalu Mistri (পুরাতন নাম) পিতা Shukurali Mistry ঠিকানা Purba Bajitpur, Hanskhali, Nadia, W.B-741502, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন Kalu Mistry (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kalu Mistry (নতুন নাম) ও Kalu Mistri (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ismin Mistri (পুরাতন নাম) পিতা Kalu Mistry ঠিকানা Purba Bajitpur, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ismin Mistry (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ismin Mistry (নতুন নাম) ও Ismin Mistri (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Khasru Amin (পুরাতন নাম) পিতা Sahajahan Kabir ঠিকানা . Vill. – Banglani, P.O.- Banglani, P.S.- Swarupnagar, 24 Pgs. (N), Pin-743286 Ld. 1 ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসত, উত্তর 24 পরগনা Dated 19-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Naznina Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Khasru Amin Mondal (নতুন নাম) ও Khasru Amin (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, ইভেট পার্পেচুয়া ইঞ্জিনিয়ার , ফ্রেডরিক চার্লস স্মিথের কন্যা, জন্ম ০৬.০২.১৯৬০, দেবযান এপার্টমেন্ট ব্লক- -D, ফ্লোর-৩, ফ্লাট-৩/১, ৩৩৪, এন এস সি বোস রোড কলকাতা ৭০০০৪৭ এর নিবাসী, ১৬.০৪.২০২৪ তারিখের নোটারি পাবলিক এফিডেভিটের ঘোষণার দ্বারা জানাইতেছি যে আমি ইভেট ইঞ্জিনিয়ার নামে পরিচিত হব। ইভেট পার্পেচুয়া ইঞ্জিনিয়ার ও ইভেট ইঞ্জিনিয়ার, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mohammed Asrul Islam পিতা Late Abdur Rajjak, ঘোষণা করছি যে আমার ছেলে নাম Md Arham Islam (পুরাতন নাম), ঠিকানা- Gholakandi, P.O.- Jafarganj, P.S.- Farakka, Murshidabad, Pin-742202, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার ছেলে নাম এখন থেকে Mohammed Arham Islam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammed Arham Islam (নতুন নাম) এবং Md Arham Islam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Swati Ghosh Patnaik (পুরাতন নাম) স্বামী Prasenjit Ghosh, ঠিকানা-APT-7C, Tower-16, Sankalpa-4, P.S.- New Town, Bidhannagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700156, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Swati Patnaik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Swati Patnaik (নতুন নাম) এবং Swati Ghosh Patnaik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Sarifa Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Md Kader Ali Sardar , ঠিকানা-Vill.- Deara, P.O.- Mongalganj, P.S.- Bagdah, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743297, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sarifa Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sarifa Sardar (নতুন নাম) এবং Sarifa Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Anchar Ali Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Chhaleman Mondal , ঠিকানা- Mathura, Bagdah, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743297, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.07.2024 এর Affidavi দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anchhar Ali Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anchhar Ali Mondal (নতুন নাম) এবং Anchar Ali Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Srabani Kirtaniya (পুরাতন নাম) স্বামী Miltan Mistry , ঠিকানা-Bidyadhari Pally, P.O.- Bansra, P.S.- Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Srabani Mistry Kirtaniya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Srabani Mistry Kirtaniya (নতুন নাম) এবং Srabani Kirtaniya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, RUHUL AMIN MOLLA R/o Vill-Sabek Mahisara, PO-J.S. Bad, P.S- Jibantala, Dist-South 24 Parganas, Pin-743376, India do hereby solemnly affirm and declare my actual name RUHUL AMIN MOLLA and my father's correct name SAJJAT MOLLA instead of RUHUL AMIN MOLLYA S/o SAJJAT MOLLYA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Sout 24-Pgs on 28/06/2024. RUHUL AMIN MOLLA S/o SAJJAT MOLLA and RUHUL AMIN MOLLYA S/o SAJJAT MOLLYA all are same persons.

Name Change

I, Pritilata Karan W/o. Debabrata Karan R/o. Amjadnagar, P.O.- Kamardar Bazar, P.S.- Khejuri, Dist.- East Medinipur, Pin-721432 shall henceforth be known as Pritilata Giri Karan. I declare that Pritilata Giri Karan and Pritilata Karan all are same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-07-2024

Name Change

I, Anar Hossain Kha alias Anar Ali Khan alias Anar Ali Kha S/o. Anowar Hossain Khan R/o. Vill. - Bhabagachi, P.O.- Dogachi, P.S.- Naihati, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743130 shall henceforth be known as Anowar Hossain Khan. I declare that Anowar Hossain Khan, Anar Hossain Kha, Anar Ali Khan and Anar Ali Kha all are same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-07-2024.

Name Change

I, Masrul Ali Kha S/o. Anowar Hossain Khan R/o. Vill. - Bhabagachi, P.O.- Dogachi, P.S.- Naihati, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743130 shall henceforth be known as Masrul Ali Khan. I declare that Masrul Ali Khan and Masrul Ali Kha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-07-2024.

Name Change

I SUDEB CHANDRA BEPARI, S/O SWADESH BEPARI, R/O MUKHERJEE PARA, BHATPARA, KANKINARA, PIN-743126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDEB BEPARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT SUDEB CHANDRA BEPARI AND SUDEB BEPARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SUPRAKASH GANNGULY, SON OF TRIPURAKASHYA GANGULY, RESIDING AT 2A/20, VIDYAPATI ROAD,P.O-DURGAPUR STEEL TOWN EAST, DIST-PASCHIM BARDHAMAN-713205, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUPRAKASH GANGULY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024.THAT SUPRAKASH GANNGULY AND SUPRAKASH GANGULY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I DOYEL SARKAR MONDAL & DOYEL SARKAR, W/O RABINDRA NATH MONDAL, R/O 967/1,EST SINTH ROAD, PO-GHUGHUDANGA,BARRACKPORE,7000 30,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DOYEL MONDAL SARKAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024,THAT DOYEL SARKAR MONDAL & DOYEL SARKAR AND DOYEL MONDAL SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Milton Mistry & Anil Mistry (old name) S/O Anil Mistry, residing at Bidyadhari Pally, P.O.- Banshra, P.S.- Jibantala, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743363, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Miltan Mistry (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/07/2024. Miltan Mistry (new name) and Milton Mistry & Anil Mistry (old name) both are same identical person.

Name Change

I HIRAJ HUSSAIN MOLLAH, S/O SIRAJUL ISLAM, R/O VILL-75/B AKRA ROAD,PS-RAJA BAGAN,KOLKATA-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIRAJ HUSSAIN MOLLAH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024,THAT HIRAJ HUSSAIN MOLLAH AND MIRAJ HUSSAIN MOLLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PREETI SINGH (OLD NAME), W/O ADITYA PODDAR, R/O B-204, LOHARUKA GREEN OASIS, KAIKHALI MAIN ROAD, PS-AIRPORT, NORTH 24 PARGANAS, 700136, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREETI PODDAR(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024,THAT PREETI SINGH AND PREETI PODDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NARIBUDDIN KHAN, S/O LATE SORAB KHAN, R/O 37/4/H/9, WATGANJ STREET, KHIDDERPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASIBUDDIN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT NASIBUDDIN KHAN AND NARIBUDDIN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD FAKRE ALAM, S/O AHMED FAYEEM, R/O 321/A, G.T ROAD, BLOCK - 2, FLAT 2E, BALLY, DEBANGAN APPARTMENT, HOWRAH -711202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED FAKRE ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT MD FAKRE ALAM AND MOHAMMED FAKRE ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAYMAM NESHA, W/O MOHAMMED FAKRE ALAM, R/O 321/A, G.T ROAD, BLOCK -2, FLAT 2E, BALLY, DEBANGAN APPARTMENT, HOWRAH - 711202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAYMUN NESHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT MAYMUN NESHA AND MAYMAM NESHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUMANNA CHATTERJEE, W/O ANANDA CHATTOPADHYAY, R/O 8NO WARD , B-2/348 (LIG), KALYANI, PO+PS KALYANI, RANAGHAT, PIN-741235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI CHATTOPADHYAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT MOUSUMI CHATTOPADHYAY AND SUMANNA CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SARBARTHA MUKHOPADHYAY, S/O HIMANGSHU MUKHERJEE, R/O T-30B, RAKHAL DAS AUDDY ROAD, PS CHETLA, KOLKATA -700027, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARBARTHA MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT SARBARTHA MUKHERJEE AND SARBARTHA MUKHOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

SHADALI BEGUM (OLD NAME), D/O SAJJAD AHMED, W/O MD RAJA,RESIDING AT 24/A, TOPSIA ROAD SOUTH,GOBINDA KHATICK ROAD,PS TILJALA, KOLKATA-700046., WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHADAB GUL(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024.THAT SHADALI BEGUM AND SHADAB GUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHIBANI TIKADAR, W/O BHOBATOSH TIKADAR, R/O EAST PUTIARE NATUN PALLY, PO PURBA PUTIARY, PS REGENT PARK, KOLKATA -700093, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KATAYARANI TIKADAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT KATAYARANI TIKADAR AND SHIBANI TIKADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SHANKAR BISWAS, SON OF BIDHAN BISWAS, RESIDING AT VILL-DHANKAL NAGDAHA, PO-KAMPA, BARRACKPORE - 743193,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANKAR BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024.THAT SHANKAR BISWAS AND SANKAR BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Priti Koley (পুরাতন নাম) পিতা Pratap Koley , ঠিকানা- 66 PURBAYAN, CANAL SOUTH ROAD, NOWBHANGA CHINGRIGHATA, KOLKATA, WEST BENGAL, PIN- 700105, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Preeti Koley (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Preeti Koley (নতুন নাম) এবং Priti Koley (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, PRATAP KUMAR KOLEY (পুরাতন নাম) পিতা LATE CHANDI CHARAN KOLEY , ঠিকানা- 66 PURBAYAN, CANAL SOUTH ROAD, NOWBHANGA CHINGRIGHATA, KOLKATA, WEST BENGAL, PIN- 700105, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে PRATAP KOLEY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। PRATAP KOLEY (নতুন নাম) এবং PRATAP KUMAR KOLEY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I ANUPAM NAYEK, S/O NAREN NAYAK, R/O PURBA HOTAR, KHRISHTAN PARA, PS-MOGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS, 743610, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUPAM NAYAK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024,THAT ANUPAM NAYEK AND ANUPAM NAYAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NAREN NAYEK, S/O JATISH NAYAK, R/O PURBA HOTAR, KHRISHTAN PARA, PS-MOGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS, 743610, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAREN NAYAK,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024,THAT NAREN NAYEK AND NAREN NAYAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABID HOSEN SHEKH, S/O ICHHAHAK SHEKH, R/O MAJDIA ANULIA, PS-RANAGHAT, NADIA, 741255, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABID HOSSAIN SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT ABID HOSEN SHEKH AND ABID HOSSAIN SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANKAR BARAI, S/O CHITTA RANJAN BARAI, R/O GORPARA, PO + PS CHAKDAHA, DIST NADIA, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR BARAI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT SANKAR BARAI AND SHANKAR BARAI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I LAXMI BARAI, W/O SHANKAR BARAI, R/O GORPARA, PO+PS CHAKDAHA, DIST NADIA, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAXMI BARAI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT LAXMI BARAI AND LAXMI BARAI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRITI BISWAS, W/O AMRITA KUMAR ROY, R/O VILL SRIAMPUR, PO RAJARMATH, PS CHAKDAHA, DIST NADIA, PIN-741223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITI LATA BISWAS ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT PRITI BISWAS AND PRITI LATA BISWAS ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BIJOY BISWAS, S/O RASIK LAL BISWAS, R/O VILL SRIAMPUR, PO RAJARMATH, PS CHAKDAHA, DIST NADIA, PIN -741223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY KRISHNA BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT BIJOY BISWAS AND BIJAY KRISHNA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PARU BISWAS, W/O BIJAY KRISHNA BISWAS, R/O VILL SRIAMPUR, PO RAJARMATH, PS CHAKDAHA, DIST NADIA, PIN - 741223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARU LATA BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT PARU BISWAS AND PARU LATA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,NABA KUMAR TIKADER, SON OF NISHIKANTA TIKADER, RESIDING AT DHARMAPUKURIA,BONGAON, NORTH 24 PARGANAS -743235, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABOKUMAR TIKADAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024. THAT NABA KUMAR TIKADAR AND NABOKUMAR TIKADAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, NISIKANTA TIKADAR, SON OF NAROD TIKADER, RESIDING AT DHARMAPUKURIA, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS -743235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NISHIKANTA TIKADER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024. THAT NISIKANTA TIKADAR AND NISHIKANTA TIKADER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

উচ্ছেদ অভিযান, শিলিগুড়িতে ভাঙা হল বেশকিছু দোকান

দুরন্ত বার্তা,শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ ফের উচ্ছেদ অভিযান শিলিগুড়িতে। সোমবার দুপুরে শহরের হিলকার্ট রোডে উচ্ছেদ অভিযান চালায় পুরনিগম। হিলকার্ড রোডের উঁচু ফুটপাথ ছাপিয়ে রাস্তায় চলে আসা দোকানগুলি তুলে দেওয়া হয়। কিছু সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হাসমি চক থেকে শুরু করে সেবক মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে বেশকিছু দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে খাবারের স্টল, জামা কাপড় বিক্রির দোকান, চায়ের দোকান, ঘড়ি, চশমা বিক্রয় এবং মেরামতের দোকানও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এভাবে আচমকা অভিযান হওয়ায় তড়িঘড়ি মালপত্র গুটিয়ে নেওয়ার তোড়জোর দেখা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

বিজেপি সংখ্যা লঘু সেলের ইনচার্জ তৃণমূলে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ বিজেপি সংখ্যা লঘু সেল জেলা ইনচার্জ সহ বিজেপি সংখ্যা লঘু সেল নেতৃত্বরা সোমবার তৃণমূলে যোগদান করল। সোমবার তৃণমূল জেলা কার্যালয়ে তৃণমূলের সংখ্যা লঘু সেলের যোগদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক এদিন বিজেপি সংখ্যা লঘু সেল জেলা ইনচার্জ মহঃ শাহাজাহান আলি মিঞা সহ বিজেপি নেতৃত্বরা তৃণমূলে যোগদান করে আগতদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক।

দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্তবার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে জানালার গ্রিল ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুরি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারির ঘিয়ালাল সরণী এলাকায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গিয়েছে, ঘিয়ালাল সরণী এলাকার বাসিন্দা স্বপন মিত্র তার স্ত্রীকে নিয়ে গত শনিবার শ্বশুরবাড়িতে যান।

রবিবার ফিরে এসে দেখতে পান জানালার গ্রিল ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে।এরপর ঘরে ঢুকতেই দেখেন সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নজরে আসে চুরির ঘটনা। আলমারি থেকে চুরি গিয়েছে লক্ষাধিক টাকার সোনার অলঙ্কার, বাচ্চার জন্য জমানো নগদ টাকা। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়েই পুলিশ পৌঁছে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভারী বৃষ্টিতে নেপালে ভূমিধস,

কাঠমান্ডু, ৮ জুলাই ঃ নেপালে ভারী বৃষ্টির মধ্যে ভূমিধস ও হড়পা বানে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৯ জন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ভূমিধস ও বন্যার কারণে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক ও বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। নেপালের দক্ষিণাঞ্চলীয় কোশী নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। নেপালের পশ্চিমাঞ্চলীয় নারায়ণী, রাপ্তি ও মহাকালী নদীর জলও বাড়ছে। নেপালের পাহাড় ঘেরা রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বেশ কয়েকটি নদীর জল উপচে বন্যার কারণ হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিসা করাতে আসেন রোগী পরিজনেরা। চিকিৎসা করাতে এসে অনেকেরই হারিয়ে যায় তাদের কাছে থাকা মোবাইল। খুজে না পেয়ে অবশেষে দারস্থ হয় পুলিশের। এইরকম ভুড়ি ভুড়ি হারিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পরে মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাড়িতে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে উদ্ধার হয় ১৮টি মোবাইল। সেই মোবাইলের সুত্র ধরে প্রকৃত মালিককে খুজে সোমবার তাদের হাতে সেই হারিয়ে যাওয়া

নির্মাণ ও দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন, ধসে বিপদের মুখে শৈল্যশহর দার্জিলিং

দুরন্ত বার্তা,শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই ঃ দার্জিলিং-এর দুটি জায়গায় বড় ধস নামায় শৈলশহরটিতে আতঙ্ক

ছড়িয়েছে। শহরের মাঝে এমন বড় ধস সাম্প্রতিককালে হয়নি। এই বিপর্যয়ের জন্য টানা প্রবল বর্ষণ অন্যতম কারণ হলেও অনিয়ন্ত্রিত বহুতল নির্মাণ ও নিকাশি ব্যবস্থায় নজর না দেওয়ার বিষয়টিকেও সামনে আনছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নিলে অদূরভবিষ্যতে দার্জিলিং শহর আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। টানা বৃষ্টিতে শহরের বেশ কয়েকটি জায়গা বিপজ্জনক হয়ে প।ছে বলে প্রশাসন স্বীকার করছে। বিপজ্জনক ওই জায়গাগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে প্রশাসন টিম গঠন করেছে। তবে অনিয়ন্ত্রিত বহুতল নির্মাণে রাশ টানা না গেলে এবং নিকাশি ব্যবস্থাকে আধুনিক না করতে পারলে দার্জিলিং শহরকে বিপন্মুক্ত করা যাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ধস বিশেষজ্ঞ-র বক্তব্য, 'প্রতি বছর পাহাড়ে টানা অস্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে, অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু টানা বর্ষণ পাহাড়ে নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু শহরের মাঝে ধস চিন্তার কারণ। এমন ঘটনার মূলে রয়েছে একের পর এক বড় বিল্ডিং নির্মাণের কারণে। তাছাড়া বৃষ্টির সময় পাহাড়ে বিপদ ডেকে আনে নিকাশি ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক রূপককুমার পালের ব্যাখ্যা, 'পাহাড়ের খাঁজে আটকে থাকা জল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে রাস্তার গার্ডওয়াল নির্মাণের সময় গর্ত না রাখায়। দেওয়ালে বাধাপ্রাপ্ত জল তীব্র গতিতে পাহাড় ধসিয়ে দিচ্ছে।' অনেকের মতে, পাহাড়ের ঝোরাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়াও ধসের সমস্যা তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ। কার্সিয়াং মহকুমার পাগলাঝোরা, তিনধারিয়ায় ধস নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু মহানদী এলাকায় ধস এবং তাতে রাস্তা বসে যাওয়ায় রবিবার অনির্দিষ্টকালের জন্য যাতায়াত বন্ধ করে দিতে হয়েছে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। তবে তার চেয়ে বেশি আশঙ্কা দার্জিলিং শহরের ধসে। শুক্রবার ওই ধস নামে দার্জিলিং স্টেশন সংলগ্ন হিলকার্ট রোড এবং লেবংকার্ট রোডে। লেবংকার্ট রোডে পাহা। ধসে দুটি স্কুলগাড়ির ওপর পড়ে। গাড়িতে তখন কেউ না থাকায় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বটে, কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দার্জিলিং স্টেশনের সামনে ধস নামায় বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে হিলকার্ট রোড দিয়ে যান চলাচল। এই পরিস্থিতিতে এই পর্যটনকেন্দ্রটি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। পর্যচকরা বার বার ভাবছেন সেখানে যাওয়ার কথা।

চরতোর্ষা ডাইভারশনে পণ্যবাহী ট্রাক কাদামাটিতে আটকে যায় ৭ ঘন্টা

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৮ জুলাই ঃ চরতোর্ষা ডাইভারশনে পণ্যবাহী ট্রাক কাদামাটিতে আটকে যাওয়ায় টান ৭ ঘন্টা বন্ধ। ফলে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। গত কয়েকদিনের লাগাতার বর্ষা হয়। ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফালাকাটার চরতোর্ষা ডাইভারশন। সেই সড়ক দিয়ে একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় যানচলাচল। রবিবার রাতে রাস্তায় বালি ফেলে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করে শুরু হয় যানচলাচল। কিন্তু রাত দু'টা নাগাদ এই রাস্তায় ঢুকে পড়ে ১২ চাকার একটি পণ্যবাহী ট্রাক। গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে ফালাকাটা হয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিল। রাত দু'টা নাগাদ ডাইভারশনের ওই অস্থায়ী রাস্তায় ট্রাকটির চাকা কাদামাটিতে আটকে যায়। এরপর

থেকেই ফের বন্ধ হয়ে যায় গাড়ি চলাচল। এই পরিস্থিতিয়ে বিপাকে পড়ে যায় স্থানীয়রা। সাইকেল, বাইক, ছোট গাড়ি চলাচল করতে না পারায় মানুষকে ফের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পরে এদিন সকাল ৯ টা নাগাদ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ আর্থ মুভার দিয়ে ট্রাকটিকে রাস্তা থেকে সরানোর কাজ শুরু করে। কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় রাস্তা থেকে ট্রাকটিকে সরিয়ে দেওয়া হলে ধীরে ধীরে যাতায়াত স্বাভাবিক হয়। তবে ফালাকাটায় রাতে পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে ওই ট্রাকটি কীভাবে এই রাস্তায় ঢুকে পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও পুলিশের দাবি, রাতে ওই ট্রাকটিকে সিগন্যাল দেখানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ট্রাকটি দ্রুত গতিতে চলে আসে। ওই ট্রাকের চালক জানান, গাড়িতে ২৫ টন চিনি রয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম রাস্তা ঠিকই আছে। কিন্তু চরতোর্ষায় এসে গাড়ি ফেঁসে যায়। রাতে তিনি পুলিশের সিগন্যাল বুঝতে পারেননি বলে জানিয়েছেন।

বৃষ্টিতে বেসামাল উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুনি, ৮ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলা জুড়েই। রয়েছে হলুদ সর্তকতা বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্টোলের সূত্রে জানা যায়। প্রবল বৃষ্টিতে রীতিমতো বেসামাল উত্তরবঙ্গ, অবিরাম বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গে বাড়ছে তিস্তা-সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানালো, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আপাতত চলবে। ৯ জুলাই পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

সোমবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ বেলা বাড়ার সাথে সাথে ধুপগুড়ি জলপাইগুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সপ্তাহের প্রথম দিন বৃষ্টি। কিছুটা হলেও সমস্যায় সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ি তে বেশ কিছু জায়গায় আজও জলমগ্ন। পুরসভা ও প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আজও ফ্লাড সেন্টারে রয়েছে বানভাসি মানুষজন। নজরে রেখেছে জেলা প্রশাসন। তবে নতুন করে রাতে বৃষ্টি না হওয়ায় করলা নদীর জল সামান্য কমেছে। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি নেই। তবে জলপাইগুড়ি এবং ধুপগুড়ি সহ আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম পরিবেশ। আগামী আরো কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। তিস্তা নদী সহ অন্যান্য নদীর জল আজও বেড়েছে। ফুঁসছে তিস্তা। তিস্তার মেখলীগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকার পাশাপাশি জলঢাকা নদীর গ্ধ ৩১ অসংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে লাল সর্তকতা। জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত এলাকা এবং তিস্তা দোমহনিতে ও সংরক্ষিত এলাকায় অসংরক্ষিত জারি

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 01-PS/2024-25 dt: 05/07/2024, E-Tender ID: 2024_ZPHD_707574_1. NIT No: 02-PS/2024-25 dt: 05/07/2024. E-Tender ID: 2024_ZPHD_707574_1.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDERNo. GGP/PRLII/NIT(e)-01/2024-25

E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total6(Six)nos.different works. Source of Fund: 15thCFC Tied, Work completion period: 15 Days. **Last date of submission of Bid (online) 13.07.2024 at 02:00 PM. Date of opening of Technical Proposal(online) 15.07.2024 at 2.00 PM.** For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/-Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

SAGRAI GRAM PANCHAYAT
(Khandaghosh Panchayat Samity)
Burdwan, PIN: 713424

Tender No. WB/ Khandaghosh /SGP/eNIT-05(2024-25) Inviting Electronic Tender are invited by the "Prodhan, Sagrai Gram Panchayat, Khandaghosh Panchayat Samity, sagrai, burdwan from the bonafied and experience contractors, registered co-oparative societies formed by unemployed engineers and labour co oparatives having credential of similar type of work. Last date of closing submission of technical and financial Bid(online) 13/07/2024 up to 16.00 Hrs. Date of Opening Bid(online) 15/07/2024 at 17:00 Hrs. For details please visit Website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sagrai Gram Panchayat

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 335/NGP/2024, dated: 03/07/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 03/07/2024. Last date of submission of Tender: 10/07/2024. Date of Opening of Tender: 12/07/2024. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan, Naity Gram Panchayat

MOSHIARA GRAM PANCHAYAT
Vill : & P.O.- Moshiara, P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
NIT No-02/MoshGP/2024-25(2nd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few civil works, within Moshiara GP details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO –Moshiara, Dist. – Bankura.

sd/- Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-02/2024-25, dt.-04/07/2024

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 12 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.

Sd/- E.O., Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

E tender notice
NIT 225/KGP/e nit-01/ 2024 -25
Dated: 05/07/24

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 15th SFC untied fund of following scheme in respect of tender Id: 2024-ZPHD-708430(1-9) Document downloaded end date : 23/07/24, 2:30 pm. Bid proposal submission on last date 23/07/2024 at 3:30 pm. Bid opening date 25/07/24 at 3:30 pm For details information contact to the undersigned.

Sd/-
prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
CHAKDA, KOTLAL, PURULIA

NOTICE INVITING E-TENDER No. WBPUR/EO/Niet-02/24-25, Dated:- 04/07/2024 E-Tender is hereby invited through E-tendering from the bonafide, reliable, resourceful manufacturers. Documents download starting from 05.07.2024 from 12.00 A.M up to 12.07.2024 UPTO 6.55 PM. Bid submission starting from 05.07.2024 at 12.00 A.M up to 12.07.2024 UPTO 6.55 PM. and Opening on 15.07.2024 AT 11.00 AM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৭টি এসএলআর-তে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in** -তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৭সি, **ট্রেনঃ** ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৭টি এসএলআর, **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-151/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- **WB/HWH/UNPUR/NIET-1/EO/24-25 Dt. 08/07/2024** for 01 no. scheme **Tender ID-2024_ZPHD_709249_1** within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড
সিআইএনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৮৯৩পিএলসি০০০৭৪২
১৫বি, হেমন্ত বসু সরানী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ২২৪৮৭৬৮৫, ফ্যাক্স নম্বর ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ info@tonganitea.com,
ওয়েবসাইটঃ www.tonganitea.com

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওভিএম')-এর মাধ্যমে একশো একত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করার জন্য পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের লিমিটেডের ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য সদস্যদের ১৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৪ বিকেল ৩:০০ এ অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং এইবিআই এবং এমসিএ সার্কুলার নং দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির বিধান মেনে। ২০/২০২০, ১০/২০২২ এবং ০৯/২০২৩ যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে।

বৈঠকের জন্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরিজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড ('সিডিএসএল') দ্বারা এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য প্রদান করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন কারণ এজিএমে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার কোনো বিধান করা হয়নি। এজিএম-এর জন্য কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে উপস্থিতি গণনা করা হবে।

প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলির নোটিশ সহ বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথিপত্রের সাথে সংযুক্ত করা আবশ্যক কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যার ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/আরটিএ-তে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tonganitea.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেমন ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড এবং মেসার্স সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে। নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনো ফিজিক্যাল কপি কোনো সদস্যকে পাঠানো হবে না।

যারা সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি। ডিম্যাট ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ডিপির সাথে তাদের বিশদ যাচাই/আপডেট করতে পারেন এবং প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিঃ

সদস্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের (ই-ভোটিং) মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায় তাদের ভোট(গুলি) দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের এবং যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য দূর থেকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি ('রিমোট ই-ভোটিং') এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tonganitea.com এবং ওয়েবসাইট মেসার্স নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড মেসার্স সিডিএসএল (https://www.evotingindia.com/) ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম ('ইন্সটা পোল')-এও উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট (গুলি) দেননি তারা এজিএম তারিখে ভোট দিতে পারবেন ইন্সটা পোল।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগ-ইন শংসাপত্রগুলি সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা ইমেল পান না বা যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি)/আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তারা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নোটগুলিতে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগ-ইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারে।

একই লগ-ইন শংসাপত্রগুলি ভিসির মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অরিন্দ রায়চৌধুরি
(কোম্পানি সচিব)
মেম্বারশিপ নং.ঃ এ৩৭৬০২

তারিখঃ ৮ জুলাই, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার মেট্রো রেল ভবনের সকল তলের আভ্যন্তরীণ অংশের পুনঃ-নকশাকরণ।" **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯০,২৭,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৮০,৫০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** বারো (১২) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৪-এ দুপুর ১২.০০টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধনী, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৮৫-২০২৪(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৪৮৮, তারিখঃ ০৫.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৮/২৪-২৫/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে স্টেশন থেকে স্টেশনে এবং গার্ড/ড্রাইভারের সাথে স্টেশন মাস্টারের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ২৫ ওয়াট ভিএইচএফ সেটের অগমেন্টেশন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,০৫,৮১,৫১৯.৫০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,০২,৯০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২২.০৭.২০২৪। **টেন্ডার জমা শেষের তারিখঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in। কারিগরী যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতাকে অবশ্যই টেন্ডার আহ্বানের আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্যাটেগরির যে কোনও একটি কাজ সফলভাবে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পূর্ণ করতে হবেঃ (১) তিনটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৩০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (২) দুটি সমরূপ কাজ যার প্রত্যেকটির ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৪০ শতাংশের সমতুল হতে হবে অথবা (৩) একটি সমরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ন্যূনতম ৬০ শতাংশের সমতুল হতে হবে। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার অবশ্যই ভি/এন অথবা 'ভি' যেটি কম হবে, সেটির ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে, যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য, এন = আহ্বান করা বিডের জন্য কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে "মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্টের" গড় অনুযায়ী গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনা করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট এখনও প্রস্তুত/নিরীক্ষিত না থাকে তবে চতুর্থ পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার গণনার জন্য বিচার্য হবে। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে সার্টিফিকেট/চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা সার্টিফায়েড নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের কপি সহ জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIB (বর্তমান টেন্ডার নথিপত্রের ফর্ম-৬) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য টেন্ডারদাতা জমা করবেন। **অন্যান্য নথিপত্র জমা করতে হবেঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী। **সমরূপ কাজঃ** রেলওয়ের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোয়াড/ওএফসি বেসড্ নেটওয়ার্কিং অথবা ইলেকট্রনিক/আইপি এক্সচেঞ্জ/ইন্টারকম অথবা আইপিআইএস আইটেম(টিআইবি, পিএ সিস্টেম, ক্লক, সিজিডিবি ইত্যাদি) অথবা এসডিএইচ/পিডিএইচ (এসটিএম, এমইউএক্স ইত্যাদি) ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং চালুকরণ সম্মিলিত যে কোনও রেলওয়ে টেলিকমিউনিকেশন কাজ বর্তমান টেন্ডার কাজের জন্য সমরূপ কাজ হিসাবে বিচার্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার অফারের সাথে টেন্ডার নথিপত্রে উল্লিখিত অনুযায়ী যোগ্যতামান পূরণ সাপেক্ষে তাদের দাবীর সমর্থনে নথিপত্র জমা করবেন। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা করা শংসাপত্রের সমর্থনে সার্টিফিকেট/নথিপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় টেন্ডারদাতা অথবা টেন্ডারিং ফার্মের অনুমোদিত প্রতিনিধির দ্বারা স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়িত-এর মধ্যে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়) থাকতে হবে।

SDAH-120/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পঞ্জাব নেশনল বৈঁক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

চাহিদা বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সাস্ত্রা সেন্টার, সারকেল অফিস কলকাতা সাউথ
ইউনাইটেড টাওয়ার (৯তলা), ১১ হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০০০১, ই-মেলঃ **cs8267pnb.co.in**

(জারি করা ইউএস১৩(২) এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩(১) সহ পড়া হয়েছে)

এই নোটিশটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত নথি অনুসারে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জারি করা হচ্ছে। এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে গগুক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় SARFAESI আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে তাদের নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

এসএল নং	ক) ঠিকানা সহ অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা (গুলি) / গ্যারান্টর(গুলি)। খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১।	১. ক) **১. এম / স আর কে ট্রেডার্স, প্রস্তাবঃ শ্রী রাজেশ উপাধ্যায়** ৩০, পঞ্চাননতলা লেন, পিএস-বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৪। ২. **শ্রী রাজেশ উপাধ্যায়, মেসার্স এর প্রস্তাব আর কে ট্রেডার্স** ২১১, এন.এস.সি. বোস রোড, অশোক পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৪৭। **গ্যারান্টার ঃ তারাপদ শাউ(মৃত্যুর পর থেকে)পয়াত তারাপদ শাউ-এর আইনগত উত্তরাধিকারী -১. তাপস শাউ,** এস / ও প্রয়াত তারাপদ শাউ ২. **তপন শাউ,** এস / ও. প্রয়াত তারাপদ শাউ ৩. **স্বপন শাউ** (আইনি উত্তরাধিকারী),এস / ও প্রয়াত তারাপদ শাউ ৪. **সোমা শাউ,** ডি / ও প্রয়াত তারাপদ শাউ **সকলে আছেন ঃ** হোল্ডিং নং ০২, ১০৫৬৪, গঙ্গারামপুর রোড (ডাকঘর), ওয়ার্ড নং ৮৩, মহেস্তোলা পৌরসভা, কলকাতা-৭০০১৪১, এন.ডি. মার্বেলের পাশে লেন। **খ) বি.ও.ঃ রায় বাহাদুর রোড (০৯৯০২০)**	প্রাথমিক ঃ কাঁচামাল, তৈরি পণ্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং কর্মস্থল ১৭০এন১, সাবামা পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০০৮-এ অবস্থিত বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় সংস্থার বর্তমান এবং ভবিষ্যত সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক। জামানত ঃ প্রাঙ্গণ নং ১৭০এন১, সাবামা পাড়া রোড, হোল্ডিং নং ১২৬২৩, মৌজা-পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, রেনে অবস্থিত একটি দোতলা আবাসিক ভবন সহ একটি জমির প্লট সা. নং ৪৩, দাগ নং ১৭০ এবং ১৭০৭৪৫, খতিয়ান নং ৯৯৮৩৫৬, অধিক্ষেত্র কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৬, পিএস-বড়িশা, ৭০০ ০০৮, জেলা। - দক্ষিণ ২৪ পরগণা।, পশ্চিমবঙ্গ। চ্যাটার্জি, এস / ও প্রয়াত দুলা চ্যাটার্জি। দ্বারা সীমাবদ্ধ ঃ উত্তর- দাগের অধীনে সম্পত্তি শ্রী স্বপন ভট্টাচার্য এবং অন্যদের পুলক চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে আংশিকভাবে ৮' ফুট আংশিকভাবে গোপীনাথ বোসের জমি ও ভবন দ্বারা।	ক) ৩০.০৪.২০২৩ খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) টাকা ১৩,০১,৭১৫.৩২ (টাকা তেরো লক্ষ এক হাজার সাতশ পনেরো বত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদের সাথে সম্পূর্ণ।
২.	ক) **১. মেসার্স, ক্রেডিবল টেকনোলজিস প্রোপঃ মিসেস অনুরূপা চ্যাটার্জি** ১৫১, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬। এছাড়াওঃ ২৪বি, লেক রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০২৯। ২. **মিসেস অনুরূপা চ্যাটার্জি,ডব্লু। ও অয়নজিৎ কুমার চ্যাটার্জি** ১৫১, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬। এছাড়াওঃ ৫৭১, বারখোলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯। খ) বি.ও. ঃ লেক রোড (ই-ইউবিআই) (০৩৪৪২০)	প্রাথমিকঃ কাঁচামাল, সমাপ্ত দ্রব্য, বিভিন্ন ঋণদাতা এবং কর্মস্থলের বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ই ফার্মের অন্যান্য বর্তমান সম্পদ সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক Ms. ক্রেডিবল টেকনোলজিস, প্রোপ মিসেস অনুরূপা চ্যাটার্জি, ২৪বি, লেক রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০২৯। সমান্তরাল ঃ চতুর্থ তলায় ৪ এ ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল প্রায় ১৮৪০ বর্গফুট বা বেশি পরিমাপের কম সমন্বিত তিনটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি লিভিং কাম ড্রয়িং, একটি পকেট রুম, তিনটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি গ্যারেজ স্পেস যার পরিমাপ প্রায় ১৪০ বর্গফুট G৪ তলা বিশিষ্ট সাধারণ সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধা সহ তাতে সংযুক্তপ্রিমাইজ নং ৫৭১, বারখোলা, P.S. - কসবা,D.R আলিপুর এবং A.D.S.R.O. শিয়ালদহ, P.S. - কসবা আর.এস. খৈতান নং ১৫৩, আর.এস. দাগ নং ৬১ এর মধ্যে শ্রীমতি অনুরূপা চ্যাটার্জি, চা এর মালিকানাধীন। সম্পত্তি বাটেড এবং সীমাবদ্ধ ঃউত্তর - আরএস দাগ নং ৬২, পশ্চিম - R.S এর অংশ দ্বারা দাগ নং ৬১	ক) ২৯.০৬.২০১৭ খ) ১৩.০৬.২০২৪ গ) টাকা ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে ১,০০,৫৬,০০৪.২৫ (এক কোটি ছাপ্পান্ন হাজার চার টাকা এবং পঁচিশ পয়সা মাত্র) সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।
৩.	ক) **১. অশোক কুমার চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং প্রোপঃ লে. অশোক কুমার চ্যাটার্জি** (মৃত্যুর পর থেকে)১৭০গ১, সাবামা পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০০৮। এছাড়াও এখানেঃ ৭৫, সাবর্ণ পাড়া রোড,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০০৮। ২. অজয় চ্যাটার্জি (জামিনদার)৭৫, সাবামা পাড়া রোড, কলকাতা, পশ্চিম বেন গাল, পিন-৭০০ ০০৮। ৩. **অংশু চ্যাটার্জি,** এস / ও অশোক কুমার চ্যাটাজী ও আইনি উত্তরাধিকারী ১৭০এন১, সাবর্ণ পাড়া রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০০৮। ৪. **স্বন্তনা চ্যাটার্জি,** ডব্লু / ও অশোক কুমার চ্যাটাজী ও আইনি উত্তরাধিকারী১৭০এন১, সাবর্ণ পাড়া রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০ ০০৮। **খ) বড়িশা শাখা**	প্রাথমিক ঃ কাঁচামাল, তৈরি পণ্য, বিভিন্ন দেনাদার এবং কর্মস্থল ১৭০এন১, সাবামা পাড়া রোড, বড়িশা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০০৮-এ অবস্থিত বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় সংস্থার বর্তমান এবং ভবিষ্যত সহ সমগ্র বর্তমান সম্পদের স্টক।জামানতঃ প্রাঙ্গণ নং ১৭০গ১, সাবামা পাড়া রোড, হোল্ডিং নং ১২৬২৩, মৌজা-পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, রেনে অবস্থিত একটি দোতলা আবাসিক ভবন সহ একটি জমির প্লট সা. নং ৪৩, দাগ নং ১৭০ এবং ১৭০৭৪৫, খতিয়ান নং ৯৯৮৩৫৬, অধিক্ষেত্র কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১২৬, পিও-বড়িশা, ৭০০ ০০৮, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। চ্যাটার্জি, এস / ও প্রয়াত দুলা! চ্যাটার্জি। দ্বারা সীমাবদ্ধ ঃ উত্তর- দাগের অধীনে সম্পত্তি শ্রী স্বপন ভট্টাচার্য এবং অন্যদের পুলক চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে আংশিকভাবে ৮' ফুট আংশিকভাবে গোপীনাথ বোসের জমি ও ভবন দ্বারা। কলকাতা পৌরসভার পিএস-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-মালিক ঃ শ্রী অশোক চ্যাটার্জি সম্পত্তি butted হয় এবংনং ১৭৪, দক্ষিণ - আংশিক দ্বারাপূর্ব - জমি ও ভবনপ্রশস্ত সাধারণ উত্তরণ এবং কলকাতা পৌরসভারপিএস-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-মালিকঃ শ্রী অশোক সম্পত্তি butted হয় এবং নং ১৭৪, দক্ষিণ-আংশিক দ্বারাপূর্ব-জমি ও ভবনপ্রশস্ত সাধারণ উত্তরণ	ক) ৩০.০৪.২০২৩ খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) টাকা ১৩,০১,৭১৫.৩২ (টাকা তেরো লক্ষ এক হাজার সাতশ পনেরো বত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদের সাথে সম্পূর্ণ।
৪.	ক) ১. মেসার্স শিবম ট্রান্সপোর্টেশন প্রোপঃ মিঃ কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি ১৬৩, প্রান্তিক পল্লী, বোসেপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৪২। ২. মিঃ কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি,মেসার্স এর প্রস্তাব শিবম ট্রান্সপোর্টেশন এস / ও নির্মল চ্যাটার্জি ১৬৩, প্রান্তিক পল্লী, বোসেপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৪২। মালোতি চ্যাটার্জি, মেসার্সের গ্যারান্টার ও মর্টগাগর। শিবম পরিবহনচা মিঃ নির্মল চ্যাটার্জিগ্রিন ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, নিচতলা, ফ্ল্যাট নং ১ক,১২ক্ট, দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস, রোড, নাকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭।খ) বি.ও.ঃ যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০), কলকাতা	সমস্ত অংশ এবং পার্সেল একটি জি১১১ তলা ভবনের নিচতলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নিয়ে গঠিত যার একটি সুপার বিল্ট এলাকা ৫০৯.৬৪ বর্গফুট। কমবেশি এক বেড রুম, ওয়ান ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম কিচেন, একটি ছোট বারান্দা, ডব্লিউ.০ একটি টয়লেটে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১ নামে পরিচিত, প্রাঙ্গণ নং ১২সি, দুর্গা প্রসন্ন পরমহংস রোড, পিও - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ওয়ার্ডের সাব রেজিস্ট্রি অফিসের এখতিয়ার খতিয়ান জেএল নং ৩২ তৌজি নং ৫৬ এর অধীনে, সিএস দাগ নং ৪৪০-এ ৪ কোটাহ ৯ চিতক ৯ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত ১০০, জেলা। ০৩.০৮.২০০৫ তারিখের দলিল নং ১-০৩০৩৩ ভিজিটে মিসেস মালোতি চ্যাটার্জি, চ্যাটার্জির মালিকানাধীন সম্পত্তি। বাউন্ডেড এবং বাউন্ডেড হিসাবে ঃ উত্তর- পূর্ব - ১২' সাধারণ পথ দিয়ে, গোস্বামীর দিকে, পূর্ব দিকে- মৌজা-নাকতালের ১৯৬ নং প্লট নং ৫ দ্বারা,দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধীনে আলিপুরে। মিঃ নির্মল সম্পত্তিটি ২০' ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণে - জে.সি. সেড স্কিমের জমি দ্বারা।	ক)১৩.০২.২০১২খ) ০৭.০৬.২০২৪ গ) টাকা ১০,৮৯,৬৪৮.০০ (টাকা দশ লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শ আটচল্লিশ মাত্র) ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।
৫.	ক) ১. মেসার্স ব্লু চিপসত্বাধিকারী মিসেস লক্ষ্মী সরকার ৮ম লেন, সারদামনি পার্ক, পীরপুকুর রোড (দক্ষিণ), বাঁশদ্রোনি, কলকাতা - ৭০০ ০৭০ ।২. জনাব অর্ণব সরকার, গ্যারান্ট রমেসার্স ব্লু চিপ ৮ম লেন, সারদামনি পার্ক, পীরপুকুর রোড (দক্ষিণ), বাঁশদ্রোনি, কলকাতা-৭০০ ০৭০। **খ) রায়নগর শাখা**	মৌজায় অবস্থিত জমি ও বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক - রানিয়া, তৌজি নং ৩, ৪, ৫, জেএল নং ৬২, খতিয়ান নং ৮, দাগ নং ৮৫২, আরসিসি গ্রাউন্ড ফ্লোর সহ, ৪৭৩ বর্গফুটের সুপার স্ট্রাকচার। (প্রায়) এবং পাকা কাঠামো যার আয়তন ২৪৫ বর্গফুট। ১টি বেডরুম, ১টি ড্রয়িং রুম, ১টি ডাইনিং রুম, কম-বেশি ১টি কোটাহ ৮ চিতক, পি.এস. - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৭৮, রায়না-এ, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে, ৩৩ নং ওয়ার্ড। সম্পত্তিটি ৮৫২ নং বাউন্ডেড এবং দক্ষিণে - ডোনারের বাকরি মালিকের দ্বারা ৩ ফিট ৬ ফিট কমন প্যাসেজ, সম্পত্তির মালিকানা শ্রীমতি লক্ষ্মী সরকারের। উত্তরে - দাগ দ্বারাভূমি, পূর্ব দিকে - দ্বারা পশ্চিম - দাগ নং ৮৫২ দ্বারা	ক)২৯.০২.২০১২খ) ০৬.০৬.২০২৪ গ) টাকা ১৬,৯৫,৬৬৪.০০ (টাকা ষোল লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শ চৌষট্টি মাত্র) ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদের সাথে।

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের সার্ফায়েসি আইন, ২০০২-এর বিধান অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ১৩) উল্লিখিত আইনের, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির যে কোনও একটির পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তর করতে পারবে না। ব্যাংক। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞানিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা ইজারা দেওয়া হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কে জমা প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায়আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

তারিখ-০৯।০৭।২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত কর্মকর্তা
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ব্যাট ধার করে সেঞ্চুরি! সতীর্থকেও কৃতিত্ব অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রোহিত শর্মার পর অভিষেক শর্মা! ভারতীয় ক্রিকেটে আলোচনায় এখন নতুন শর্মাজী কা বেটা। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। দীর্ঘ ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী বিশ্বকাপে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে জিতেছিল ভারত। সেই দলের তরুণ সদস্য ছিলেন রোহিত। এ বার রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই দ্বিতীয় বার টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের উচ্ছ্বাসের মাঝে ছিল বিষাদেরও সুর। ফাইনালে সেরার পুরস্কার জিতে বিরাট কোহলি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তিনি আর দেশের হয়ে খেলবেন না। সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক রোহিত শর্মাও একই ঘোষণা করেন। পরদিন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাও। নতুন শর্মাকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেট। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ঝড় তুলেছেন অভিষেক শর্মা। জিম্বাবোয়ে সফরেই প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক। সিরিজ শুরুর আগের দিন ক্যাপ্টেন শুভমন গিল নিশ্চিত করে দেন, তাঁর ওপেনিং সঙ্গী হবেন অভিষেক শর্মা। বয়সভিত্তিক স্তরে একসঙ্গে খেলেছেন। দীর্ঘদিনের বন্ধুও। ২০১৮ সালে একসঙ্গে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপও জিতেছেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অভিষেকের ইনিংস স্থায়ী হয় মাত্র ৪ বল। অভিষেক ম্যাচে শূন্য। তবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন অভিষেক শর্মা। ধার করা ব্যাটেই এই সেঞ্চুরি ফাঁস করেছেন ভারতীয় দলের নতুন শর্মা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মাত্র ৪৬ বলে সেঞ্চুরি করেন। ভারতের দশম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি তাঁর। ব্যাট নিয়েছিলেন বন্ধু-সতীর্থ তথা শুভমন গিলের থেকে। সেঞ্চুরিটা কি তা হলে শুভমনেরও বলা যায়? রবিবার ম্যাচ শেষে সেঞ্চুরিয়ন অভিষেক বলেন, ''আজ আমি শুভমন গিলের ব্যাট নিয়ে খেলেছি। সুতরাং, ওকেও ধন্যবাদ জানাতে হয়। অনূর্ধ্ব ১২ ক্রিকেট থেকেই এমনটা অনেকবার হয়েছে। যখনই কোনও ম্যাচে চাপে থাকি, মানে এমন পরিস্থিতি যে আমাকে পারফর্ম করতেই হবে। যেমন আজ ছিলাম, ওর থেকে ব্যাট চাই। এমনকি আইপিএলেও অনেকবার ওর থেকে ব্যাট নিয়ে খেলেছি। আজ ওর ব্যাট দিয়েই সেঞ্চুরি।''

মিনি বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচের দিন ঠিক হয়ে গেল, কবে সেই মহারণ

মুম্বই, ৮ জুলাইঃ টি ২০ বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা মিনি বিশ্বকাপের দিন স্থির হল। তবে এখনও আইসিসি চূড়ান্ত না করলেও একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানে হবে এই মেগা আসর। ভারতীয় দল আদৌ খেলতে পাক মাটিতে যাবে কিনা, সেই নিয়ে রয়েছে জল্পনা। তারমধ্যেই জানা গিয়েছে, আগামী বছরের ১ মার্চ লাহোরে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হতে পারে।

২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ৯ মার্চ। মোট ৮টি দল মোট ১৫টি ম্যাচ খেলবে বলে জানা গিয়েছে। মূলত তিনটি শহরে, লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে হবে ম্যাচগুলি। ১৯ দিনের টুর্নামেন্টের ৭টি ম্যাচ হবে লাহোরে। ৫টি ম্যাচ রাওয়ালপিন্ডিতে এবং ৩টি ম্যাচ হবে করাচিতে। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে। ফাইনাল লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির এ-গ্রুপে রাখা হয়েছে ভারতকে। গ্রুপ লিগে তাদের লড়াই নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ ও আয়োজক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। রোহিত শর্মাই মিনি বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়ক থাকবেন, সেই নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। যদিও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিদ্ধান্তের ওপর সবটাই নির্ভর করছে। ভারত না খেলতে গেলে তাদের নিরপেক্ষ স্থানে খেলতে হবে কিনা, সেটিও আইসিসি জানায়নি।

মেসিকে হুমকি কানাডা কোচের

কোপা আমেরিকা

নিউ জার্সি, ৮ জুলাইঃ কোপা আমেরিকার অভিষেক ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনার কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল কানাডা। ম্যাচ হারলেও সেই ম্যাচে একটি ইতিবাচক দিক ছিল দলটির। ম্যাচের আগে দেওয়া একটি কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পেরেছে তারা। ম্যাচের আগে লিওনেল মেসিকে আটকে রাখবে বলে হুমকি দিয়েছিল কানাডা। সেই ম্যাচে মেসি পুরো সময় খেলে কোনো গোল পাননি। কোপা আমেরিকায় আবার মুখোমুখি হচ্ছে আর্জেন্টিনা-কানাডা। ভারতীয় সময় আগামী পরশু সকাল সাড়ে পাঁচটায় প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে এই দুই দল। এই ম্যাচের আগে আবারও মেসিকে আটকে রাখার হুমকি দিয়েছেন কানাডার কোচ জেসে মার্চ। ভেনেজুয়েলাকে হারিয়ে

সেমিফাইনালে ওঠা কানাডার কোচ আর্জেন্টিনা ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ''আমাদের জন্য অসাধারণ এক সুযোগ এটা। আমরা ইতিবাচক ও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব।'' মার্চ এরপর যোগ করেন, ''আমরা শুধু রক্ষণ করার জন্য নামব না। আমরা যেভাবে খেলতে চাই, সেভাবেই খেলব এবং এরপর দেখব যে সেটা চালিয়ে যেতে পারি কি না। মেসিকে আরও ভালোভাবে সামলাব আমরা।'' মেসিকে সামলানোর বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এবারের কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার কাছে ২-০ গোলে হেরে যাওয়া নিজেদের প্রথম ম্যাচের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন কানাডার কোচ, ''প্রথম ম্যাচে আমরা তাঁকে বেশি স্বাধীনতা দিয়েছি।'' নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটিকে যে কানাডার ইতিহাসের অন্যতম সেরা বানাতে চান, সেটাও বলেছেন মার্চ, ''আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি আমাদের খেলা সেরা ম্যাচ হবে এবং সেটাও যদি যথেষ্ট না হয়, তবু আমরা চেষ্টা করব।''

কেইন-বেলিংহামদের মুখ খোলা নিষেধ

ইউরো কাপ

বার্লিন, ৮ জুলাইঃ ১-১ সমতার ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ানোর পর পাঁচ শটের তিনটিই মিস করে বসেন মার্কাস রাশফোর্ড, জ্যাডন সানচো ও বুকায়ো সাকারা। সেই ইংল্যান্ডই এবারের ইউরোয় কোয়ার্টার ফাইনালের টাইব্রেকারে ছিল প্রায় নিখুঁত! সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ সমতার পর টাইব্রেকারে পাঁচ শটের সব কটিই জালে জড়ান ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা। সব শটই ছিল সুইস গোলকিপারের নাগালের বাইরে। আবার ইংল্যান্ডের গোলপোস্টে জর্ডান পিকফোর্ডও ছিলেন দুর্দান্ত। সেভ করেন একটি শট। শেষ পর্যন্ত ৫-৩ ব্যবধানে টাইব্রেকারে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নেয় ইংল্যান্ড। এমন একটি জয়ের পর পেনাল্টি শট নিয়ে কোনো কথা বলেননি ইংল্যান্ড দলের কেউ। কারণ, গ্যারেথ

সাউথগেটের নিষেধাজ্ঞা। পেনাল্টি শট নিয়ে হ্যারি কেইন-জুড বেলিংহামদের কথা বলা নিষিদ্ধ করেছেন ইংল্যান্ড কোচ। যুক্তরাজ্যের দ্য মিররের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এবারের ইউরোয় পেনাল্টি শুটআউট কোনো কথা বলছেন না ইংল্যান্ডের খেলোয়াড় বা কোচিং স্টাফের কেউ। টুর্নামেন্টের বিভিন্ন সময়ে পিকফোর্ড, মার্ক গিয়েহি ও এজরি কনসাদের পেনাল্টি নিয়ে কথা বলা আটকে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ইংল্যান্ড কোচ দলের সদস্যদের পেনাল্টি কৌশল নিয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফএ) এক প্রাক্তন সদস্য দলটি স্পট-কিকের পুরোনো ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, সে সব এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশ্যে এনেছেন। এ নিয়ে এফএ এবং সাউথগেট বিরক্ত। এফএ'র সাবেক 'গেম ইনসাইট' প্রধান ক্রিস মার্কহাম নরওয়েজিয়ান অধ্যাপক গিয়ে জর্ডেটের একটি বইয়ের জন্য সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ড দলের পেনাল্টি-সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক ও কৌশল নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন।

সৌরভের পথে হাঁটার স্বপ্ন দেখছেন জয় শাহ?

মুম্বই, ৮ জুলাইঃ আইসিসির চেয়ারম্যান হতে পারেন জয় শাহ? হঠাৎই সে দিকেই বইতে শুরু করেছে হাওয়া। এই মুহূর্তে আইসিসির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন গ্রেগ বার্কলে। চার বছর থাকলেও আরও একটা মেয়াদ থাকতে পারেন। কিন্তু তারই মধ্যে জয়ের বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সর্বোচ্চ পদে বসে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নভেম্বরে চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন। হাতে তিন মাস সময় আছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিত জয় যে নির্বাচন লড়বেন, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু যে খবর এই মুহূর্তে ছড়িয়েছে, তা ধরলে কিন্তু জয়ের চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

কেন হঠাৎ আইসিসির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে জয়ের নাম হাওয়ায় ভাসছে? সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজন করতে গিয়ে আইসিসির মুখ পুড়েছে। বর্ষার মরসুমে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে বিশ্বকাপ করায় অনেক ম্যাচই ভেস্তে গিয়েছে। তাতে আইসিসির রোজগার কমেছে। উল্টে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। যার পর বলা হচ্ছে, আইসিসিকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরাতে যোগ্য লোক হতে পারেন জয়। যদিও বিসিসিআইয়ের সচিব এ নিয়ে একটিও শব্দ খরচ করেননি। জয় অবশ্য আইসিসির ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান। শুধু তাই নয়, বিসিসিআইয়ের সচিব হওয়ার দরুণ আইসিসিতেও যথেষ্ট দাপট রয়েছে তাঁর। অতীতে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগে থেকেই বলা হচ্ছিল, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আইসিসির চেয়ারম্যান হতে পারেন। তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। জয় যে সৌরভের দেখা স্বপ্নের পথে হাঁটতে চলেছেন, তাতে অনেকেই বলে দিয়েছেন। জুলাই মাসে আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভা। সেখানে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনার মধ্যে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হবে। জয়ের বয়স মাত্র ৩৫। যদি আইসিসির চেয়ারম্যান হন, সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ওই পদে বসবেন।

ওয়াংখেড়েতে হার্দিক-রোহিতরাও গলা মেলান বন্দে মাতরমে, নেপথ্যে কোহলি!

মুম্বই, ৮ জুলাইঃ বিশ্বজয়ের রেশ যে কাটেনি, স্বীকার করে নিয়েছেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরা। বিশ্বকাপ ফাইনালের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। যদিও চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল আটকে পড়েছিল বার্বাডোজেই। বেরিল ঘূর্ণিঝড়ের কারণে দেশে ফিরতে পারছিলেন না। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল। দিল্লিতে পৌঁছে টিম হোটেলে কিছুটা সময় কাটান বিরাট-রোহিতরা। সেখানে কেক কেটে সেলিব্রেশন হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায় পুরো টিম। দীর্ঘসময় নানা আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। দিল্লি পর্ব শেষে মুম্বই পাড়ি দেন বিরাট-রোহিতরা। সেখানে অনেক রাত অবধি নানা সেলিব্রেশন। বিরাট কোহলি অবশ্য সেই রাতেই লন্ডন পারি দেন স্ত্রী-সন্তানদের কাছে। বিরাটের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে। মুম্বইয়ে সেলিব্রেশন পর্বে বাস প্যারেড হয়েছে। তাঁর আগে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মাকে বিশ্বকাপ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন করা হয়। এতে কিছু মজার প্রশ্নও ছিল। তেমনই টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা গ্যালারির অভিবাদন গ্রহণ করতে মাঠ প্রদক্ষীণ করেন। সেখানেও নানা মুহূর্ত ধরা পড়ে। হার্দিক পান্ডিয়ার কাছে ছিল বিশেষ মুহূর্ত। কয়েক সপ্তাহ আগেও আইপিএলের সময় এই মাঠে তাঁকে বিদ্রুপ সইতে হয়েছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হার্দিককে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয় ওয়াংখেড়ে। টিম ইন্ডিয়ার সকল সদস্য গ্যালারির সঙ্গে বন্দেমাতরমে গলা মেলায়। সেই পরিবেশ ছিল শিহরণ জাগানোর মতোই। এর নেপথ্যে কি বিরাট কোহলি? মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভিক্টরি ল্যাপের সময় গ্যালারিতে বন্দেমাতরম চলছিল। উপস্থিত ক্রিকেট প্রেমীরাও গাইছিলেন। হঠাৎই দেখা যায় ভারতীয় ক্রিকেটাররাও সকলের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন। এরই একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিরাট কোহলি কিছু একটা বোঝাচ্ছেন হার্দিকদের। এরপরই টিমের সকলেই বন্দেমাতরমে গলা মেলান। এই ভিডিয়ো থেকে আন্দাজ করা হচ্ছে, বিরাটের পরিকল্পনাতেই টিমের বাকি সদস্যরা গেয়েছেন।

ব্যালন ডি'অরের অঙ্কে নতুন মোড়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রিভাল্ডো ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন জুনের প্রথম সপ্তাহেই। কাছাকাছি সময়ে রোনাল্ডো নাজারিও-ও। সপ্তাহ দুয়েক আগে বলেছেন নেইমার। আর জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বলেছেন কাকা। টানা এক মাস ধরে ব্রাজিলের তারকা খেলোয়াড়েরা একই সুরে যে কথাটা বলে গেছেন, সেটার কেন্দ্রে ব্যালন ডি'অর এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০২৪ সালে ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার ও আলোচিত পুরস্কারটি উঠতে যাচ্ছে ভিনির হাতে- এমনটাই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের। ভবিষ্যদ্বাণী বললে একধরনের অনিশ্চয়তা কিংবা দ্বিধা নিয়ে ঢিল ছোড়াও বোঝায়। কিন্তু রোনাল্ডো-রিভাল্ডো-নেইমার-কাকারা ভিনিসিয়ুসের বেলায় বলেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। ফ্রান্স ম্যাগাজিন ও উয়েফার যৌথ আয়োজনে দেওয়া পুরস্কার একমাত্র অধিকারীই সে-এমন সুরে। কিন্তু কাল নেভাদায় কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিলের বিদায়ের পরও কি একই কথা তাঁরা জোর গলায় বলতে পারবেন? সামনের এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হতে চলেছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা, একই দিনে সমাপ্তি ঘটবে ইউরোপের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেরও। আন্তর্জাতিক ফুটবলে মরসুমের সেরা দুটি টুর্নামেন্টের শেষবেলায় ব্যালন ডি'অরের অঙ্কটা পাল্টে যাচ্ছে, সেটা টের পাচ্ছেন তাঁরা? এ বছরের ব্যালন ডি'অর ঘোষণা করা হবে ২৮ অক্টোবর। তবে পুরস্কারের লড়াইয়ে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ শেষ হয়ে যাচ্ছে এ মাসেই। সাধারণত ব্যালন ডি'অরের বিবেচ্য সময় ১ বছর, এ দফায় যা ২০২৩ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই। তবে আগস্টের আগে ক্লাব ফুটবলে ব্যস্ততা নেই বলে আন্তর্জাতিক ফুটবলই শেষ অবলম্বন। ফিফা বিশ্বকাপের পর ফুটবলে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হয় উয়েফা ও কোপা আমেরিকা নিয়ে। এ বছরের পুরস্কারে তাই দুটি টুর্নামেন্টেরই প্রভাব থাকবে ব্যাপকভাবে। আর ভোটারদের (মনোনীত সংবাদকর্মী) সিদ্ধান্ত গ্রহণে শেষের স্মৃতিই যে বড় অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে, সে তো সহজেই অনুমেয়। সে ক্ষেত্রে কোপা আমেরিকা ও ইউরোর পর ভিনিসিয়ুস কোথায় থাকেন, সেটা এক বড় প্রশ্ন। ভিনিসিয়ুসকে শুধু তাঁর স্বদেশি সাবেকেরাই নন, ভিনদেশের পণ্ডিতদের কেউ কেউও বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে এগিয়ে রেখেছিলেন। হয়তো এখনো রাখেন। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০২৩-২৪-এ দুর্দান্ত এক মরসুম কাটিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৩৯ ম্যাচ। নিজে করেছেন ২৪ গোল, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ১১টি। তবে স্রেফ সংখ্যা দিয়ে ভিনিসিয়ুসের কৃতিত্ব বোঝা যাবে না। এই ২৪ গোলের তিনটি এসেছে স্প্যানিশ সুপার কাপে বার্সেলোনার বিপক্ষে, একটি এসেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে বরুসিয়া

ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে। মাঝে চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে দুই লেগেই ছিলেন তর্কাতীতভাবে সেরা খেলোয়াড়। গোলমুখে একজন নিখাদ স্ট্রাইকার না থাকার পরও যে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং লা লিগা জিতেছে, তাতে বড় অবদান ২৩ বছর বয়সী এই উইঙ্গারেরই। যেসব নির্বাচিত সাংবাদিক ব্যালন ডি'অরের জন্য ভোট দিয়ে থাকেন, তাঁদের তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিতে বলা হয়। বিবেচ্য সময়ে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স, দলের সাফল্য এবং আচরণ ও ফেয়ার প্লে। প্রথম দুটিতে এ মরসুমে ভিনিসিয়ুসই এগিয়ে। কিন্তু তৃতীয় মানদণ্ডে নেতিবাচক পয়েন্টই যুক্ত হতে পারে ভিনির নামে। মরসুমজুড়ে নিজে যেমন বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন, আবার আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে সমালোচিতও হয়েছেন। আর শেষবেলায় তাঁর দল ব্রাজিল যে কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালই টপকাতে পারেনি, তাতে ভিনির ব্যর্থতাও অন্যতম কারণ। গ্রুপ পর্বে দুই হলুদ কার্ড দেখায় উরুগুয়ের বিপক্ষে শেষ আটের ম্যাচে মাঠেই নামতে পারেননি ভিনিসিয়ুস। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে করা দুই গোলের স্মৃতি সঙ্গী করে টুর্নামেন্ট শেষ করতে হয়েছে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থেকে। ক্লাব পর্যায়ের সাফল্যে বেশ এগিয়ে গেলেও জাতীয় দলের সঙ্গে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের ব্যর্থতা কিছুটা হলেও পিছিয়ে ফেলে দিচ্ছে ভিনিকে। ব্যালন ডি'অরের লড়াইয়ে ভিনি অবশ্য নিজের কারণেই পেছাচ্ছেন না, পেছানোর কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের এগিয়ে যাওয়াও। তাঁর মতো ক্লাব পর্যায়ে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সাফল্য আছে জুড বেলিংহামেরও। ২১ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার রিয়ালে যোগ দিয়ে প্রথম মরসুমেই রীতিমতো হইচই ফেলেছেন। দলগত সাফল্যের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মরসুম শেষ করেছেন ৪২ ম্যাচে ২৩ গোল করে ও ১৩ গোল করিয়ে। ব্যালন ডি'অর ভোটে বেলিংহামের পক্ষে কাজ করবে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপও। ইংল্যান্ডের জার্সিতে শতভাগ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছেন, সেটি তাঁর দলের সমর্থকেরাই হয়তো বলবেন না। কিন্তু ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া দুটি দুর্দান্ত গোল এরই মধ্যে করে ফেলেছেন বেলিংহাম। গ্রুপ পর্বে সার্বিয়ার বিপক্ষে ইংলিশদের একমাত্র গোলটি তাঁর। আর শেষ ষোলোয় স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে পিছিয়ে যাওয়া ইংল্যান্ড যখন টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের মাত্র মিনিট দেড়েক দূরে, তখন বেলিংহামের বাইসাইকেল কিকই উদ্ধার করে ইংল্যান্ডকে। যে পথ ধরে শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এখন শেষ চারে খেলার অপেক্ষায় ইংল্যান্ড। মাইকেল ওয়েন তো বলেই দিয়েছেন, বেলিংহামের ব্যালন ডি'অর প্রাপ্য। তবে বেলিংহাম বা ভিনিসিয়ুসই কিন্তু ব্যালন ডি'অরের প্রধান দাবিদার নন, ইউরোর মাধ্যমে সবচেয়ে বড় দাবিদার হয়ে উঠতে পারেন কিলিয়ান এমবাপে। ১ জুলাই থেকে এমবাপে রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়, ভিনিসিয়ুস-বেলিংহামের সতীর্থ। রিয়ালে নাম লেখানোর আগে পিএসজিতে শেষ মরসুমে লিগ জিতেছেন এমবাপে, খেলেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালেও। প্যারিসের ক্লাবটিতে ৪৮ ম্যাচে করেছেন ৪৪ গোল। সর্বশেষ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করা এমবাপে এবার ইউরোর সেমিফাইনাল-ফাইনালেও যদি এমন ইতিহাস গড়া কিছু করে ফেলেন, তবে ব্যালন ডি'অর ছুটবে তাঁর দিকেও। ১৯৯৪ সালের ব্যালন ডি'অরজয়ী ও প্রাক্তন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড রিস্তো স্তয়চকভ তো এরই মধ্যে এমবাপে ২০২৪ ব্যালন ডি'অরজয়ী ঘোষণা করে দিয়েছেন। ইউরোর ফাইনালে খেলতে হলে এমবাপের ফ্রান্সকে আগে সেমিতে স্পেনকে টপকাতে হবে। স্পেনেও আছে ব্যালন ডি'অরের দৌড়ের একজন। নাম তাঁর রদ্রি। ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার ক্লাবে কাটিয়েছেন দুর্দান্ত এক মরসুম, খেলছেন ইউরোতেও। সিটির হয়ে ১২ গোল ও ১৫ অ্যাসিস্ট করা রদ্রি মরসুমে জিতেছেন প্রিমিয়ার লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ ও উয়েফা সুপার কাপ। এর মধ্যে তাঁর গোলেই লিগের শেষ দিনে শিরোপা নিশ্চিত হয় সিটির। ইউরোতে গোল করেছেন শেষ ষোলোয় জর্জিয়ার বিপক্ষে। এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত খেলা স্পেন যদি ইউরোর ট্রফি জেতে, তবে ২৮ বছর বয়সী এই মাঝমাঠের তারকা হয়ে উঠবেন বড় দাবিদার। এ ছাড়া কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হলে আলোচনায় চলে আসতে পারেন লাওতারো মার্তিনেজও, যিনি দলের সেমিফাইনালে ওঠার পথে করেছেন ৪ গোল। তার আগে ইন্টার মিলানের হয়ে সিরি 'আ' জেতার পথে মরসুমে করেছেন ৪৪ ম্যাচে ২৭ গোল। এঁদের বাইরে হ্যারি কেইন, ফিল ফোডেন, টনি ক্রুস আর লিওনেল মেসি তো আছেনই। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন, কাউকেই স্পষ্টভাবে এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এক ভিনিসিয়ুসের কোপা-ব্যর্থতা ও ইউরোর শেষের অনিশ্চয়তা পাল্টে দিচ্ছে ব্যালন ডি'অর সমীকরণ।

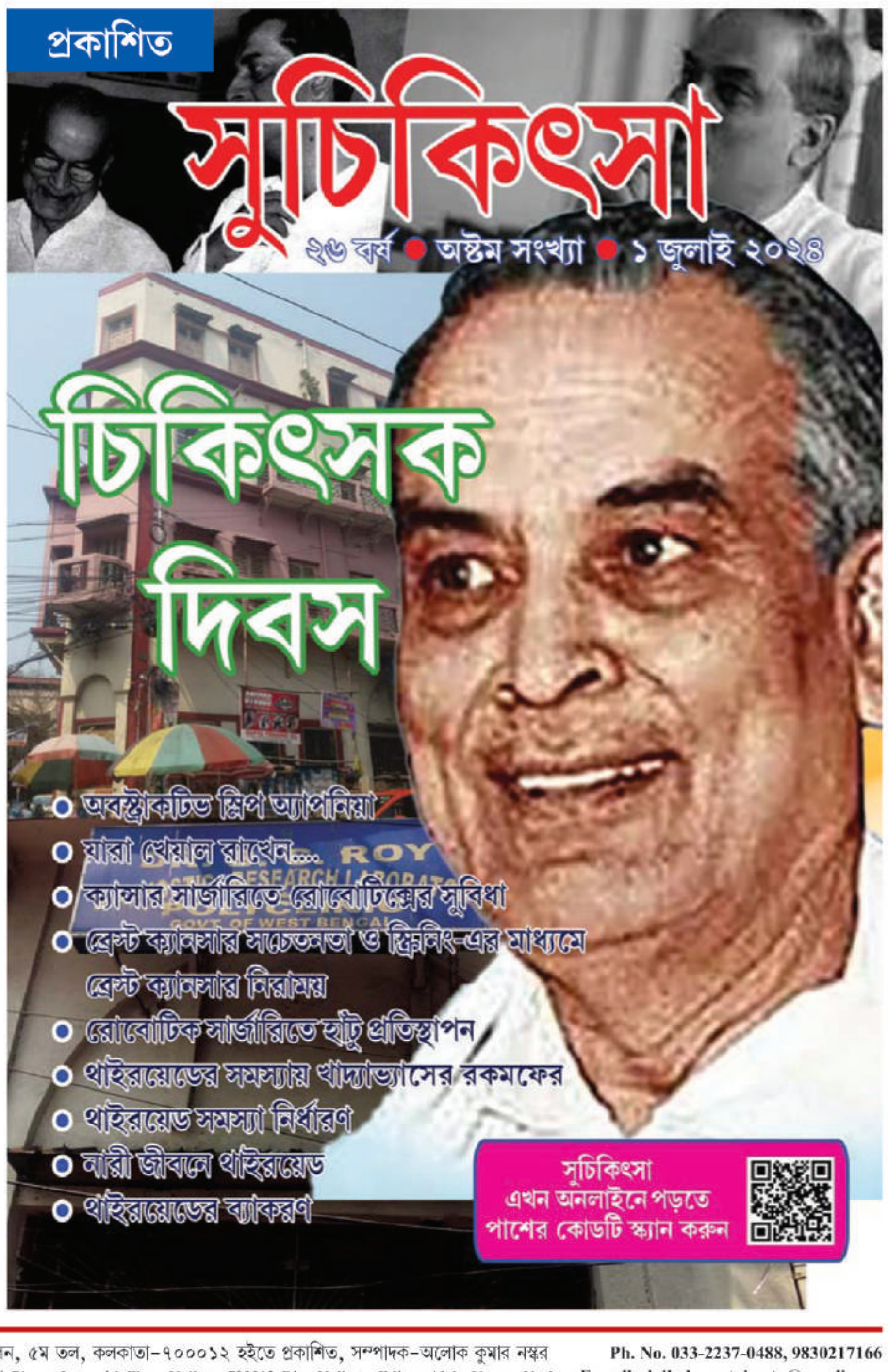

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com